প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার বি. এস-সি,
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

নাট্যকারের কথা

আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে আমি সুসাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ঝিন্দের বন্দী" উপন্যাসের নাট্যরূপ দিই। তারপর প্রথম অভিনয়ের সময়ে নাটকটিকে অভিনয়যোগ্য ক'রে তুলতে শ্রীগুনেন বসু মহাশয়ের কাছ থেকে আমি সাহায্য পেয়েছিলাম। সেদিন বুঝতে না পারলেও আজ পারছি যে, অনেক কাঁচা ছিল তখনকার লেখা। তাই পরে নাটককে গতিশীল, ঘটনাকে সুসংবদ্ধ আর সংলাপকে মার্জিত করতে আমাকে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্জন, পরিবর্ধন করতে হয়েছে। সেইজন্য প্রথম অভিনীত নাটকে আর মুদ্রিত নাটকে প্রচুর পার্থক্য র'য়ে গেল।

এই নাটকটি প্রধানত সৌখীন দলের উপযোগী ক'রেই লেখা হয়েছে। কোনো দলের পক্ষে যদি যাত্রী-যাত্রিনী, সখীবৃন্দ ও বাঈজী চরিত্র কষ্টকর মনে হয়, তাহলে অনায়াসেই ওগুলো বাদ দেওয়া যায়; শুধু নাটকের সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য ওগুলো স্থান পেয়েছে। এর দৃশ্যসজ্জা ও অভিনয় সম্বন্ধে কোনো দলের পক্ষে যদি কিছু দুরূহ মনে হয় তাহলে আমাকে লিখলে হয়তো কিছু সুরাহা করতে পারব। কারণ, বিভিন্ন স্থানে এর অভিনয়কালে আমি জড়িত ছিলাম।

পাণ্ডুলিপি অবস্থায়···শুধু কোলকাতায় নয়···পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও হুগলী জেলার কয়েক জায়গাতেও এর অভিনয় হয়েছে; সে-অভিনয় যাঁর প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় তিনি আমার পরমাত্মীয় শ্রীসুবোধ গরাই। যে-সব সংস্থা এই নাটকটি অপ্রকাশিত অবস্থায় অভিনয় করেন তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম, যাঁরা ভবিষ্যতে করবেন তাঁদের জন্যও রইল আন্তরিকতা।

অনেক সৌখীন দলের তাগিদে অতিষ্ঠ হ'য়ে অবশেষে শ্রীগুরু লাইব্রেরীর কর্ণধার শ্রীভুবনমোহন মজুমদার মহাশয় নাটকটি প্রকাশ করলেন এবং সেই সঙ্গে আমাকেও প্রকাশ করলেন বলা চলে। তাঁকে ধন্যবাদ।

যাঁর কাছে আমি সবচেয়ে ঋণী রইলাম—তিনি কাহিনীকার শরদিন্দুবাবু। মুদ্রণের আগে তিনিই নাটকটি সম্পাদনা করেছেন। নাটকের গান দুখানিও তিনি লিখে দিয়েছেন। তাঁর স্নেহ, উপদেশ আমি কোনোদিন ভুলব না। অখ্যাত একজনের দেওয়া নাট্যরূপকে প্রীতির চোখে দেখে তিনি উদারতারই পরিচয় দিলেন। তাঁকে প্রণাম জানাই।

নিবেদন ইতি—

১, রাজা গোপীমোহন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার,
১৩৬৮

সংশোধন :

১২৬ পাতায় "...চিরজীবনের জন্যে বন্দী"র স্থলে "চিরজীবনের জন্যে খিদের বন্দী" হবে।

—চরিত্র—

শঙ্কর সিং	…	ঝিন্দের যুবরাজ
উদিত সিং	…	শঙ্কর সিংয়ের বৈমাত্রেয় অনুজ
বজ্রপাণি	…	ঝিন্দের দেওয়ান
ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী	…	ঝিন্দের ফৌজী সর্দার
রুদ্ররূপ	…	ঝিন্দ-মহারাজের দেহরক্ষী
গঙ্গানাথ	…	রাজবৈদ্য
অনঙ্গদেও	…	ঝড়োয়ার মন্ত্রী
বিজয়লাল	…	ঝড়োয়ার হাবিলদার
অতিক্রম সিং	…	ঝড়োয়ার বিশিষ্ট জায়গীরদার
ময়ূরবাহন	…	উদিত সিংয়ের সহচর
প্রহ্লাদ দত্ত	…	ঝিন্দ-বাসী বাঙালী দোকানদার
স্বরূপদাস	…	ঝিন্দের স্টেশন-মাস্টার
বৃজলাল	…	টেলিগ্রাফিস্ট
পাঁড়ে	…	পয়েণ্টসম্যান
শিবশঙ্কর রায়	…	কলিকাতাবাসী জমিদার
গৌরীশঙ্কর রায়	..	শিবশঙ্করের ভাই

বেয়ারা, রাজভৃত্য, যাত্রী, পুরোহিত, নকীব,
ছত্রধর, রক্ষীদল, সভাসদগণ প্রভৃতি।

কস্তুরীবাঈ	…	ঝড়োয়ার রাণী
কৃষ্ণাবাঈ	…	রাণীর প্রধানা সখী
চম্পাদেঈ	…	ঝিন্দ-রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকা

বাঈজী, সখীগণ প্রভৃতি

নবকুমার গরাই রচিত অপ্রকাশিত মৌলিক নাটক

সৌখীন নাট্যজগতের পটভূমিকায় পূর্ণাঙ্গ নাটক

অন্তরালে

হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ-নাটিকা

টিকটিকি

অপরাধমূলক রহস্য-নাটক

শঙ্খচূড়

ঝিন্দের বন্দী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা—শিবশঙ্কর রায়ের পাঠাগার

সুসজ্জিত কক্ষ। বইএর আলমারি, দেয়ালে টাঙানো কাঁচের কেস্-এ নানাজাতীয় প্রত্নবস্তু। একটি প্রমাণ মানুষের তৈলচিত্র বহির্দ্বারের মাথায় টাঙানো রহিয়াছে; মাথায় পাগড়ী, গায়ে ঘুন্টিদার মেরজাই; দেড়শত বছর আগের সাজ-পোশাক। দেয়ালে আর একটি কাঁচের কেস্-এ একটি ছোরা সাজানো রহিয়াছে; ইস্পাতের ছোরা, সোনার মুঠ।

সন্ধ্যার পর ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাইয়া শিবশঙ্কর বই পড়িতেছেন, মাঝে মাঝে খাতায় নোট করিতেছেন। তাঁহার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ।

বাহিরে মোটরের গুঞ্জন শোনা গেল; পরক্ষণে গৌরীশঙ্কর কক্ষে প্রবেশ করিল। সুদর্শন চেহারা, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ; পরিধানে যোধপুরী ব্রীচেজ্। কোমরবন্ধের তলোয়ার খুলিতে খুলিতে কক্ষে প্রবেশ করিল।

গৌরী: দাদা! বইয়ের মধ্যে একেবারে মগ্ন হয়ে গেছ যে। বৌদি কোথায়?

খাপসুদ্ধ তলোয়ার দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিল।

শিব: (সজাগ হইয়া) গৌরী! ক্লাব থেকে ফিরলি?

গৌরী : হ্যাঁ। বৌদিকে দেখছি না। ভেবেছিলাম এই সময় তাকে তোমার ব্যূহের মধ্যে পাব। বৌদি!

(অন্দর-দ্বারের দিকে গিয়া)

ও রায়-বাড়ির অচলা লক্ষ্মী! নাঃ, যার নাম অচলা তার এতটা সচল হওয়া কিন্তু উচিত নয়। কোথায় গেল বৌদি ?

শিব : এইমাত্র উঠে গেল তোর খাবার ঠিক করতে। ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি ?

গৌরী : হুঁ, তাছাড়া আর কি !

অন্যমনস্কভাবে সে ছোট কাঁচের কেস-এর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, ছোরাটা বাহির করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

দেড়শো বছর আগের ছোরা—আজও ঝকঝক করছে। গড়নও তেমনি।

শিব : বাংলা দেশের ছোরা নয়।

গৌরী : (ছোরা রাখিয়া দিয়া) কোন্ দেশের ছোরা কে জানে। হয়তো নেপাল কিম্বা—

শিব : কি জানি। আমাদের আদিপুরুষ দেওয়ান কালীশঙ্করের সময় থেকে আমাদের বংশে আছে।…তোর হাতে বাঁকা তলোয়ার দেখলাম যে। তুই কি আজকাল দেশী তলোয়ার খেলা শিখছিস্ ?

গৌরী : হ্যাঁ, গোয়ালিয়রের এক ওস্তাদের কাছে।

শিব : তুই যে কোন্ ইটালিয়নের কাছে ফেন্সিং শিখছিলি—

গৌরী : সে তো অনেক দিন আগে। তারপর শিখেছি বক্সিং, রাইডিং, জুজুৎসু—। তোমার মতন পুরাতত্ত্বের বই মুখে দিয়ে ব'সে

থাকতে আমার ভাল লাগে না। যাই দেখি, বৌদি কোথায় হাওয়া হ'য়ে গেল।

শিব : বোস্ বোস্, এখনি আসবে।

(গৌরী টেবিলের কোণে বসিল)

তোর বৌদি এতক্ষণ আমায় কি বলছিল জানিস্?

গৌরী : তা আর জানি না! আমার বিয়েব কথা।

শিব : হ্যাঁ। আরও বলছিল—

গৌরী : এতবড় বাড়িতে আর একলা থাকতে তার ভাল লাগছে না— এই তো? ত্যাখো দাদা, বৌদি এমন ক'বে তুলেছে, এবার আমাকে লম্বা পাড়ি দিতে হবে—হয় কাশ্মীর নয় আরাকান।

শিব : বিয়ে যখন করতেই হবে তখন চট্‌পট্ সেরে ফেলাই ভাল। অচলা বলছিল কোন্ ঘটককে নাকি খবর পাঠিয়েছে, ঘটক এখনি আসবে।

গৌরী : ঘটক! আবে সর্বনাশ—~~(উঠিয়া)~~ যাই, দারোয়ানদের ব'লে দিই, ঘটক দেখলেই অর্ধচন্দ্র দেবে।

(বেয়ারাব প্রবেশ)

বেয়াবা : সা'ব, এক আদমি আপ লোগসে মুলাকাত মাংতা।

শিব : ভেজ দেও।

[বেয়ারার প্রস্থান

গৌরী : এই সেরেছে, নিশ্চয় ঘটক! পালাই—

শিব : পালাস্‌নে—দেখাই যাক্ না—

গৌরী : না, এ ভারি অন্যায়! ষড়যন্ত্র! দাঁড়াও, আজ দেখে নেব বৌদিকে।

অন্দরের দিকে প্রস্থান করিল।......সদর হইতে সর্দার ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন। বয়স অনুমান পঞ্চাশ, দেহ ও মুখ যেন লোহা পিটিয়া তৈয়ারি, মাথায় খুনখারাবী রংয়ের পাগড়ি, দুই কানে বড় বড় রুবি।

ধন : নমস্তে—

শিব : (নমস্কার করিয়া) বসুন ।

ধন : বসবার সময় নেই বাবুসা'ব। দয়া ক'রে এখনি একবার কুমার শঙ্কর সিংকে খবর দিন।

শিব : শঙ্কর সিং ?

ধন : হ্যাঁ—ঝিন্দের রাজকুমার শঙ্কর সিং। তাঁকে খবর দিন যে সর্দার ধনঞ্জয় এসেছে।

শিব : কিন্তু শঙ্কর সিং নামে কেউ তো এখানে থাকে না।

ধন : না থাকতে পারেন, কিন্তু এইমাত্র তাঁকে মোটর থেকে নেমে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি।

(এই সময় গৌরীশঙ্কর বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল)

গৌরী : না, সবাই মিলে আমাকে বাড়ি থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না—

ধনঞ্জয়কে দেখিয়া থামিয়া গেল। ধনঞ্জয় দ্রুত গিয়া গৌরীর হাত ধরিলেন।

ধন : যুবরাজ! আমার চোখে ধুলো দিয়ে কতদিন পালিয়ে বেড়াবেন! ধরেছি যখন আর ছাড়ছি না। চলুন, এখনি রাজধানীতে ফিরতে হবে, অভিষেকের সব আয়োজন তৈরি।

গৌরী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শিবশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শিব : পাগল নাকি !

ধন : আপনারা আমাকে পাগল সাজাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি ভুলছি না, যুবরাজকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবই—চলুন যুবরাজ।

গৌরী : কাকে যুবরাজ বলছেন ?

ধন : কেন ছলনা করছেন কুমার।—(শিবশঙ্করকে) ইনি ঝিন্দের যুবরাজ শঙ্কর সিং।

গৌরী : কি বলছেন আপনি ! আমি গৌরীশঙ্কর রায়। ইনি আমার দাদা শিবশঙ্কর রায়। আর ঐ দেখুন আমাদের আদিপুরুষ দেওয়ান কালীশঙ্কর রায়ের ছবি।

(ধনঞ্জয় ঘাড় ফিরাইয়া ছবি দেখিলেন)

ধন : দেওয়ান কালীশঙ্কব রাও !

দ্রুত গিয়া ছবির নীচে দাঁড়াইলেন, কিছুক্ষণ ছবি দেখিয়া হতবুদ্ধি ভাবে ফিরিলেন।

আপনাদের পূর্বপুরুষ !

শিব : হ্যাঁ—

ধনঞ্জয় গৌরীশঙ্করের কাছে আসিযা তাহাব আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

ধন : আপনি কুমার শঙ্কর সিং নন ?

গৌরী : না, আমি গৌরীশঙ্কর রায়।

(ধনঞ্জয় ধীরে ধীরে সোফায় বসিয়া পড়িলেন)

ধন : মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এ কি সম্ভব ! দুজন মানুষের চেহারা হুবহু এক · গলার স্বর এক…শঙ্কর সিং তাহলে……কিন্তু আর যে সময় নেই…

শিবশঙ্কর গৌরীব সঙ্গে সকৌতুক দৃষ্টি বিনিময় কবিলেন।

শিব : আমাদের পরিচয় তো নিলেন। এবার আপনার পরিচয়টা পেতে পারি কি ?

ধন : (উঠিয়া) আমার নাম ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী।

শিব : কোত্থেকে আসছেন ?

ধন : ঝিন্দ্ দেশের নাম শুনেছেন ?

শিব : ঝিন্দ্ ! ঝিন্দ-ঝড়োয়া—মধ্যভারতের পাশাপাশি দুটো রাজ্য —তাই না ?

ধন : হ্যাঁ। আমি ঝিন্দ রাজ্যের একজন ফৌজী সর্দার। ঝিন্দের রাজার আমরা বংশানুক্রমিক পার্শ্বচর।

শিব : বুঝলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ঝিন্দের ফৌজী সর্দারের কী প্রয়োজন সেটা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না সর্দারজি।

ধন : সব কথাই এখন বলতে হবে। না ব'লে আমার উপায় নেই বাবুসা'ব।

শিব : বেশ তো বলুন না। আসুন বসা যাক।

(সকলে উপবিষ্ট হইলেন)

ধন : সবই নিয়তির খেলা বাবুজি। নইলে নিতান্ত অপরিচিত আমি আজ দেওয়ান কালীশঙ্কর রাওয়েব বংশধরদেব সঙ্গে কথা বলছি।

গৌরী : (হাল্কাভাবে) এ আব আশ্চর্য কি ! কালীশঙ্কর রায়েব বংশধরদের সঙ্গে অনেকেই কথা ব'লে থাকেন।

ধন : আমার কথা এখন আপনারা বুঝবেন না। আপনাদেব ঐ পূর্বপুরুষটিব যে অদ্ভুত জীবন-বৃত্তান্ত আমি জানি তার শতাংশের একাংশও আপনাদের জানা নেই। কিন্তু ওকথা এখন নয়। আগে আমার সবচেয়ে বড প্রয়োজনের কথা বলি।

শিব : বলুন।

ধন : আমার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই বাবুজিকে।

গৌরী : আমাকে ?

ধন : হ্যাঁ বাবুজি।

গৌরী : কিন্তু কেন ? কিসের প্রয়োজন ?

ধন : তবে শুনুন। আজ ছয়মাস হ'ল ঝিন্দের মহারাজা ভাস্কর সিং গত হয়েছেন। তাঁর দুই রাণীর গর্ভজাত দুই পুত্র—শঙ্কর সিং আর উদিত সিং। শঙ্কর সিং বড়, তাই তিনিই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। তিনি মাতাল লম্পট হ'লেও তাঁব প্রাণটা ভারি দরাজ। আর উদিত সিং অত্যাচারী কুটিল স্বার্থপর। সে ছোট হয়েও সিংহাসনে বসতে চায়।

শিব : তারপর সর্দারজি ?

ধন : আমবা ন্যায্য অধিকারী শঙ্কর সিংএব অভিষেকের আয়োজন করলাম। সব ঠিকঠাক, এমন সময় অভিষেকের দশদিন আগে শঙ্কব সিং হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলেন, এবং সেই সঙ্গে এক আরমানী ব্যবসাদাবেব যুবতী স্ত্রীও।

শিব : তাহ'লে অভিষেক হ'ল না !

ধন : না, অভিষেক পেছিয়ে দিতে হ'ল। তাবপব মাস-খানেক পবে যুববাজ ফিরে এলেন। আবার অভিষেকের দিনস্থির হ'ল। নির্দিষ্ট দিনেব হপ্তাখানেক আগে আবার যুবরাজ অন্তর্ধান করলেন। এবার তাঁব সঙ্গিনী একটি বিবাহিতা কাশ্মীরী সুন্দরী।

গৌরী : ভারি মজার লোক তো আপনাদের যুবরাজ শঙ্কর সিং ! তারপর ?

ধন : দু'দুবার এই ব্যাপার দেখে ভাবত সরকার জানালেন, ভবিষ্যতে এ-রকম ঘটনা ঘটলে তাঁরা কুমার উদিতের দাবী গ্রাহ্য ক'রে তাঁকেই সিংহাসনে বসাবেন।

শিব : কিন্তু ঠিক অভিষেকের আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার অর্থ কি ?

ধন : বাবুসা'ব, এ সমস্তই কুমার উদিতের কারসাজি। তিনি বড় ভায়ের দুর্বলতা জানেন, তাই সুন্দরী স্ত্রীলোকের লোভ দেখিয়ে ঠিক অভিষেকেব আগে তাঁকে—(তুড়ি দিয়া) বুঝেছেন ?

শিব : বুঝেছি।

ধন : তারপর অভিষেকের দিন পেরিয়ে কুমার শঙ্কর সিং ~~[illegible] বেরালের মত~~-ফিরে এলেন। বাবুসা'ব, আমি ঝিন্দ বাজ-পরিবারের বংশগত ভৃত্য। বৃদ্ধ মহারাজ ভাস্কর সিং মৃত্যুশয্যায় আমার হাত ধ'রে ব'লে গিয়েছিলেন যেন কুমার শঙ্কর সিংকে সিংহাসনে বসাই, আমিও শপথ করেছিলাম যেমন ক'বে পারি তাঁর শেষ হুকুম পালন করবো।

শিব : তারপর -- ?

ধন : তৃতীয়বার দিনস্থির করলাম ; যুবরাজের মহলের চারিপাশে কড়া পাহারা বসালাম, নিজে থানা দিয়ে বসলাম তাঁর শয়নঘরের দরজার সামনে। কিন্তু—

গৌরী : আটকে রাখতে পারলেন না ?

ধন : না। একদিন কুমার উদিতেব একান্ত অনুরোধে যুবরাজের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দিলাম। সেই রাত্রে শয়নকক্ষের পিছন দিকের জানালা দিয়ে নদীর জলে লাফিয়ে প'ড়ে তিনি নিরুদ্দেশ হ'লেন। কুমার উদিত বোধহয় নৌকো নিয়ে নদীতে অপেক্ষা করছিলেন—

শিব : তাহলে—এখন—

ধন : (হাত তুলিয়া) এবার আর নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা কাউকে

জানতে দিলাম না, মহলের পাহারা বাড়িয়ে দিলাম। বাইরে রটিয়ে দিলাম, যুবরাজেব অসুখ, কাউকে তাঁর কাছে আসতে দেওয়া হবে না। তারপর যুবরাজকে খুঁজতে বেরুলাম। দিল্লী, বোম্বাই খুঁজে কোলকাতায় এসেছি। যুবরাজকে খুঁজে পাইনি। কিন্তু তার বদলে পেয়েছি—এই বাবুজিকে !

গৌরী : মানে ?

ধন : আপনার ক্লাবে গিয়েছিলাম, দেখলাম আপনি তলোয়ার খেলছেন। ভাবলাম ধরেছি এবার শঙ্কর সিংকে। আপনি ক্লাব থেকে বাড়ী চলে এলেন, আমি আপনার পিছন পিছন এলাম।

(একদৃষ্টে গৌরীকে দেখিতে দেখিতে)

স্মৃষ্টির এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা ! এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। এমন কি গলার স্বর পর্যন্ত এক !

শিব : সত্যিই স্মৃষ্টির প্রহেলিকা।

ধন : প্রহেলিকাই মনে হয়েছিল। কিন্তু—(ছবিব দিকে চাহিয়া) আপনাদের ওই পূর্বপুরুষটি সব প্রহেলিকার মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন।

শিব : সেটা কি রকম ?

ধন : সে কথা পরে বলবো। এখন আমি কি চাই তাই বলি।

শিব : বেশ, বলুন।

ধন : এবার যদি শঙ্কর সিংয়ের অভিষেক নির্দিষ্ট দিনে না হয়, উদিত সিং সিংহাসনে বসবে। আমার প্রতিজ্ঞা, উদিত সিংয়ের কূটবুদ্ধিকে কিছুতেই জয়ী হতে দেব না। (দাঁড়াইলেন) ঝিন্দ রাজ্যটাকে বাজী ধ'রে যখন জুয়া খেলতেই বসেছি

তখন ভাল ক'রেই খেলবো। সর্বস্ব হারানোই যদি ভাগ্যে থাকে তাতে ক্ষতি কি ? না খেললেও তো সর্বস্ব যাবে। তবে খেলার উত্তেজনা থেকে বঞ্চিত হই কেন ?

গৌরী : (উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া) সর্দার ধনঞ্জয় !

ধন : এ দুনিয়া একটা শতরঞ্চের ছক। দেড়শো বছর আগে মধ্যভারতের এক খেলোয়াড যে চাল দিয়েছিলেন, আজ তার পাল্টা চাল দেবার জন্য আপনার ডাক পড়েছে। সে ডাক অমান্য করবার উপায় নেই, সে খেলা খেলতেই হবে। এই নিয়তির বিধান।

গৌরী : আমি রাজি। কি করতে হবে বলুন।

ধন : রাজা সাজতে হবে। রাজা সেজে অভিষেক নিতে হবে। তারপর আসল রাজা যখন ফিরে আসবেন তখন নিঃশব্দে স'রে যেতে হবে।

গৌরী : (সোল্লাসে) তাই হবে। রাজা হবার সুযোগ জীবনে একবার বই দু'বার আসে না। দিন কতক রাজত্ব ক'রে নেওয়া যাক। কি বল দাদা ?

শিব : (বিচলিতভাবে উঠিয়া) চুপ কর্ গৌরী। না ভেবেচিন্তে কোনো কথা বলা ঠিক নয়।

গৌরী : দাদা ! মূর্তিমান রোমান্স এসে আমাদের মুখের পানে চেয়ে রয়েছেন আর আমরা ভেবেচিন্তে কথা বলবো !

শিব : পাগলামি করিস্‌নে। আমি একে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি।—দেখুন, আমার ভাই রাজা-রাজড়ার চালচলন কিছুই জানে না, যদি কোনো রকমে জাল রাজা ব'লে ধরা প'ড়ে যায় তাহলে ওর বিপদ হতে পারে ?

ধন : বিপদের আশঙ্কা আছে বৈকি। কিন্তু বাবুসা'ব, বিপদের ভয়ে

যদি ঘরের কোণে ব'সে থাকতে হয় তাহলে তো দুনিয়ায় কোনো কাজই করা চলে না।

শিব : প্রাণের আশঙ্কাও থাকতে পাবে ?

ধন : (বিদ্রূপভরে) অবশ্যই থাকতে পারে ।

শিব : না সর্দার, আমি আমার ভাইকে যেতে দিতে পাবি না।

ধনঞ্জয় পর্যায়ক্রমে দুই ভ্রাতার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন।

ধন : তবে কি বুঝবো বাঙালী জাতটা সত্যিই ভীরু !

শিব : (বিরক্ত স্বরে) পরের বিপদ সখ ক'রে নিজের ঘাড়ে না নেওয়া ভীরুতা নয়।

ধন : সব বিপদ থেকে নিজের প্রাণটুকু সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা সুবুদ্ধির কাজ হ'তে পারে, সাহসের কাজ নয় বাবুসা'ব।

শিব : আমি তর্ক করতে চাই না। এ প্রস্তাবে আমার মত নেই।

ধন : (ব্যঙ্গভরে গৌরীকে) আপনারও কি মত নেই ?

গৌরী : (ব্যগ্রকণ্ঠে) দাদা !

শিব : না।

(গৌরী অধোবদন হইল)

ধন : আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি চললাম—নমস্তে।

দ্বারের পানে চলিলেন, তারপর হঠাৎ গ্লাস-কেস্-এ ছোরা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—

এ কি ! এ ছোরা এখানে কি ক'রে এল !

শিবশঙ্কর কেস্ হইতে ছোরা বাহির করিতে করিতে বলিলেন—

শিব : আপনার কথায় মনে হচ্ছিল দেওয়ান কালীশঙ্কর সম্বন্ধে

অনেক কথা আপনি জানেন। কিন্তু জানেন কি, এই ছোরা দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছিল ?

ধন : এই ছোরা দিয়ে ! (ছোরা লইলেন)

শিব : হ্যাঁ—অজ্ঞাত আততায়ী এই ছোরা তাঁর বুকে বসিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল।

ধন : (ছোরা দেখিতে দেখিতে) এতদিনে কালীশঙ্করের জীবনের ইতিহাস আমার কাছে সম্পূর্ণ হ'ল। ছোরার গায়ে খোদাই করা অক্ষরগুলো পড়তে পারেন ? (ছোরা রাখিলেন)

শিব : পড়েছি, কিন্তু মানে বুঝিনি।

ধন : প্রাচীন শৌরসেনী ভাষায় লেখা, তার অর্থ—যে আমার বংশে কলঙ্ক আরোপ করবে এই ছোরা তার জন্য।

শিব : এ ছোরা কার ?

ধন : ঝিন্দ-রাজবংশের। এই ছোরা একদিন যে-রক্তে রাঙা হয়েছিল সেই রক্ত আপনাদের শরীরে বইছে। সেই রক্ত আজ আপনাকে ডাকছে ঝিন্দে যাবার জন্যে। শুনতে পাচ্ছেন না আপনি ? আশ্চর্য !

গৌরী : শুনতে পাচ্ছি, আমি শুনতে পাচ্ছি ! দাদা—অনুমতি দাও, আমি যাব।

শিব : কিন্তু···অজানা দেশ···কতরকম বিপদ··

গৌরী : দাদা, ফের যদি সর্দার আমাদের ভীরু বলবার সুযোগ পায় তাহলে (ছোরা লইল) এই ছোরা দিয়ে আমি একটা বিশ্রী কাণ্ড ক'রে ফেলব। বার বার ভীরু অপবাদ আমার সহ্য হবে না।

শিব : আচ্ছা যা, আমি অনুমতি দিলাম।—সর্দার, এই ছোরার ওপর ঝিন্দের রাজার আর কোনো অধিকার নেই, রক্তের

দাম দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ এ ছোরা কিনে নিয়েছেন ; এ এখন আমাদের, রায়বংশের ছোরা। সুতরাং আমি বলতে পারি—আমার বংশে যে কলঙ্ক আরোপ করবে এ ছোরা তার জন্য। মনে রাখবেন। গৌরী, তুই ছোরাটা সঙ্গে নিয়ে যা।'

ধনঞ্জয় ছুটিয়া আসিয়া শিবশঙ্করের হাত ধরিলেন—

ধন : আমি জানতাম—আমি জানতাম বাবুজি, কালীশঙ্করের বংশধর কখনো ভীরু হ'তে পারে না !

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঝিন্দ রেলওয়ে স্টেশন

মাথার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা—JHIND ROAD।

পাশাপাশি দুইটি দরজা। ছোট অক্ষরে একটি দরজার উপর লেখা—STATION MASTER. অন্য দরজার উপর লেখা—TELEGRAPH OFFICE। দুইটি দরজাই বন্ধ। মঞ্চের বাঁদিকে নেপথ্যে রেলের প্ল্যাটফর্ম, ডান দিকে যাত্রীদের বাহিরে যাইবার রাস্তা।

স্টেশনমাস্টার স্বরূপদাস ঘরের সামনে বিছানা পাতিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার মাথার কাছে একটি টুল। বৈকালী রৌদ্রে স্টেশনটি নির্জন, কেবল স্বরূপদাসের নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাইতেছে।

দূর হইতে ট্রেনের বাঁশীর শব্দ শোনা গেল। স্বরূপদাস ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

স্বরূপ : পাঁড়ে—পাঁড়ে! ওরে ও পাঁড়ে!

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে পাঁড়ে ডান দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহার একটা পা খোঁড়া।

পাঁড়ে : আজ্ঞে মাস্টারবাবু?

স্বরূপ : ব্যাটা কি একেবারে ম'রে ম'রে ঘুমুচ্ছিলি! শুনতে পাচ্ছিস্ না গাড়ী আসছে? যা যা শিগ্‌গির যা, মনে কর্ না সিগ্‌ন্যাল দিয়ে আয়—

পাঁড়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকিল। স্বরূপদাস বিছানা তুলিয়া ঘরে ঢুকিতে যাইবে, পাঁড়ে ফ্ল্যাগ লইয়া বাহির হইতে গিয়া ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল।

দেখিস্ ব্যাটা, আবার যেন গাড়ী চাপা পড়িস্‌নি। একটা পা তো গেছে, এবার চাপা পড়লে মনে কর্‌না একদম ম'রে যাবি।

পাঁড়ে উঠিয়া বাঁদিকে প্রস্থান করিল। স্বরূপদাস বিছানা লইয়া ঘরে গেল এবং মাথায় টুপি ও চোখে চশমা আঁটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গাড়ী এসে গেছে। যাই, ফাটক আটকাই, নইলে বিনা টিকিটের আসামীরা পয়সা না দিয়েই পালাবে।

ডানদিকে প্রস্থান করিল। পাঁড়ে ফ্ল্যাগ জড়াইতে জড়াইতে ফিরিয়া আসিল, ঘরে ফ্ল্যাগ রাখিয়া টুলের উপর বসিয়া খৈনি ভাঁজিতে ভাঁজিতে গান ধরিল—

(পাঁড়ের গান)

ও পরদেশী সাজনিয়া রে
তেরে নয়্‌না সে নয় না
মিলা লিয়া রে—
কারি নয়্‌না সে,
বাঁকে নয়্‌না সে,
তিরছি নয়্‌না সে
নয়্‌না মিলা লিয়া রে—

গানের মধ্যে কয়েকজন তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রী ও যাত্রিনী মোটঘাট লইয়া বাঁদিক হইতে ডান দিকে চলিয়া গেল।
এক হাতে কয়েকটি টিকিট, অন্যহাতে কিছু পয়সা লইয়া পয়সা গণিতে গণিতে স্বরূপদাস প্রবেশ করিল।

স্বরূপ : কিরে ব্যাটা, কাজ শেষ হতে না হতেই গান জুড়ে দিয়েছিস্!

পাঁড়ে : (উঠিয়া হাত পাতিল) হুজুর, আজ কেত্‌া হ'ল ?

স্বরূপ : দূর ব্যাটা, বাজার একদম ঠাণ্ডা! আজকাল সব ব্যাটা টিকিট কিনছে। মনে কর্ না মাত্র পাঁচ আনা হয়েছে। তা তোকে দেব'খন এক আনা।

ঘরে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেই বাঁদিক হইতে একজন অপেক্ষাকৃত ভদ্রবেশী যাত্রী প্রবেশ করিল, তাহার হাতে ব্যাগ।

যাত্রী : মাস্টার সা'ব!

স্বরূপ : (বিরক্তভাবে ফিরিয়া) কে! কী চাও?

যাত্রী : স্টেশন থেকে ঝিন্দ্‌ সহরে যাবার ব্যবস্থা কী?

স্বরূপ : (খিঁচাইয়া) তা আমি কি জানি!

ঘরে প্রবেশ করিল। যাত্রী এদিক-ওদিক চাহিয়া—

যাত্রী : ব্যাপার কি—!

পাঁড়ে : এ বাবু শুনিয়ে। টিশন-মাস্টার ভারী আদমি আছে, হাঁ-হাঁ বাবা! ছোটা বাত বোলে না। আপ হামসে পুছিয়ে, হাম্ সব জান্‌তা হ্যায়।

যাত্রী : ঝিন্দ সহর এখান থেকে কতদূর?

পাঁড়ে : পাক্কা চৌদ্দ মীল।

যাত্রী : যাওয়ার ব্যবস্থা কী?

পাঁড়ে : পায়দল যাও তো এক পয়সা খরচা নেহি, আর ঘোড়া পর যাও তো বিশ রূপিয়া ভাড়া।

যাত্রী : বিশ রূপিয়া ভাড়া! ও বাবা, তাহলে পায়দলই যাই—

ডান দিকে প্রস্থান করিল। পাঁড়ে তাহার পিছনে পিছনে গেল—

পাঁড়ে : শুনিয়ে বাবু, হিঁয়া আচ্ছা মোসাফিরখানা হ্যায়, আজ তো সাম হোনে চলা—প্রেমসে খানাপিনা করকে শো রহিয়ে—হামকো

পাঁড়ে চলিয়া গেলে বাঁদিক হইতে সর্দার ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন, চারিদিকে দেখিলেন, পিছন ফিরিয়া হাত তুলিয়া নেপথ্যে ইশারা করিলেন, তারপর স্টেশন মাস্টারের দোরে সজোরে কড়া নাড়িলেন—

ধন : মাস্টার!

স্বরূপ : (ভিতর হইতে) কে? কি চাও?

ধন : (কড়া নাড়িয়া) দোর খোলো—বেরিয়ে এসো—

স্বরূপদাস উগ্রকণ্ঠে বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল—

স্বরূপ　কে হে তুমি, কোথাকার লাটসাহেব—

(ধনঞ্জয়কে চিনিতে পারিয়া)

অ্যাঁ ··অ্যাঁ ··অ্যাঁয়···সর্দারজি—

(স্যালুট করিল)

বাইরে কেন হুজুর, ঘরে আসুন—মনে করুন না—

ধন　সময় নেই। শোনো, এখনি আমার দুটো ঘোড়া চাই—

স্বরূপ　দুটো ঘোড়া—

ধন　হ্যাঁ, দুটো ভাল ঘোড়া। বুঝলে?

স্বরূপ　আজ্ঞে বুঝেছি, মনে করুন না দুটো ভাল ঘোড়া।

ধন　যাও, ব্যবস্থা কর। এখনি আমাকে ঝিন্দে যেতে হবে।

স্বরূপ　জি, এখনি ব্যবস্থা করছি।

স্যালুট করিয়া ডানদিকে দ্রুত প্রস্থান করিল। ধনঞ্জয় বাঁদিকে গিয়া হাত তুলিয়া ইশারায় ডাকিলেন। গৌরীশঙ্কর প্রবেশ করিল; বিলাতী পোশাক, গায়ে ওভার-কোট, মাথায় ফেল্ট-হ্যাট। দুইজনে দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কি সব কথা বলিতে লাগিলেন।···একটু পরে স্বরূপদাস ডানদিক হইতে প্রবেশ করিল; গৌরীশঙ্কর অমনি বাঁ দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

স্বরূপ : হুজুর—

ধন : তৈরি ?

স্বরূপ : জি হুজুর। মেওয়ালালের আস্তাবলে মনে করুন না দুটো ভাল ঘোড়া পেয়েছি, জিন চড়িয়ে তৈরি রাখতে বলেছি। এখন মনে করুন না আপনার মর্জি হলেই হয়।

ধনঞ্জয় একখানি দশটাকার নোট তাহার সামনে ফেলিয়া দিলেন।

ধন : এই নাও তোমার বকশিস্। যাও, ঘরের মধ্যে গিয়ে দোর বন্ধ কর—

স্বরূপদাস নোট কুড়াইয়া লইয়া সেলাম করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিল এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

চুপটি ক'রে ঘরের মধ্যে ব'সে থাকো। বুঝলে ?

স্বরূপ : (ভিতর হইতে) জি হুজুর।

ধন : চোখ বুজে ব'সে থাকো।

স্বরূপ : (ভিতর হইতে) হুজুর।

ধন : উঁকি মারছো না তো ?

স্বরূপ : (ভিতর হইতে) রামরাম ! না হুজুর।

ধন : শেষবার হুঁসিয়ার ক'রে দিচ্চি, যদি কিছু আন্দাজ ক'রে থাকো, কারুর কাছে প্রকাশ ক'রো না। তাহলে গর্দান যাবে।

স্বরূপ : (ভিতর হইতে) জি হুজুর। না হুজুর।

ধন : (গৌরীকে) রাস্তা সাফ। আসুন এবার।

দুইজনে ডান দিকে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দ্বার খুলিয়া স্বরূপদাস উঁকি মারিল, তারপর ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়া আসিল। টেলিগ্রাফ আফিসের দরজার কাছে গিয়ে চাপা গলায় ডাকিল—

স্বরূপ : বৃজ্‌লাল—এ বৃজ্‌লাল !

বৃজ : (ভিতর হইতে হাই তোলার সঙ্গে) যাই—

স্বরূপ : ওঠো—জল্‌দি জল্‌দি। মনে কর না ইস্টিশানে সবাই খালি ঘুমুচ্ছে !

(বৃজ লাল দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল)

বৃজ : কি হ'ল মাস্টার ? ডাকাডাকি কিসের ?

স্বরূপ : চট্‌পট্‌ একটা ফর্ম্‌ নিয়ে এস। এখনি তার পাঠাতে হবে।

বৃজ : কোথায় ?

স্বরূপ : দোকানদার প্রহ্লাদ দত্তর কাছে—সে ছোট রাজকুমার উদিত সিংকে খবর দেবে। জবর খবর ! সর্দাব ধনঞ্জয় ফিরে এসেছে, সঙ্গে মনে কব না অচেনা লোক।

বৃজ : অচেনা লোকটা কে ?

স্বরূপ : মুখ দেখতে পেলাম না। গোলমেলে ব্যাপাব ঠেকছে। এদিকে সর্দাব ধনঞ্জয়েব মুখ দেখলেই বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়, আর ওদিকে মনে কব না ছোট কুমারেব নিমক খাই। সর্দার শাসিয়ে গেছে—

(কাঁপিয়া উঠিল)

বৃজ : তাব-এ কি লিখতে হবে বল, এখনি পাঠিয়ে দিচ্চি।

স্বরূপ : কি লিখতে হবে ? মনে কর না ইশাবায় লিখতে হবে, নইলে কে কোথায় বুঝে ফেলবে, আমাদেব আর গর্দান থাকবে না। তুমি লিখবে ··'আলু পৌঁছিল, সঙ্গে অজানা মাল। ঘোড়ার পিঠে ঝিন্দ রওনা হইল।' ব্যাস ! এই লিখলেই প্রহ্লাদ ঠিক বুঝে নেবে। সে ভারি হুঁসিয়াব লোক—বাঙালী তো !

বৃজ : আচ্ছা এখনি তার পাঠিয়ে দিচ্চি। তুমি আর কেঁপো না, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো গে।

স্বরূপ : না না, কাঁপিনি, কাঁপিনি—মনে কর না আনন্দে গাটা কিরকম সিরসির করছে !

(ঘরে ঢুকিল)

তৃতীয় দৃশ্য

পার্বত্যপথ

মনোরম পরিবেশ। গিরিচূড়ায় শিবমন্দির, পাশ দিয়া একটা ঝরনা ঝরিয়া পড়িতেছে।

কৃষ্ণা ও বিজয়লাল মন্দিরের দিক হইতে বাহির হইল।

কৃষ্ণা : নাও, কি বলবে বল।

বিজয় : আর একটু স'রে এস কৃষ্ণা, নইলে রাণীজী আবাব দেখতে পাবেন।

কৃষ্ণা : রাণীজী একমনে শৈলেশ্বরের পূজো করছেন, তিনি দেখতে পাবে না।

বিজয় : তবুও হঠাৎ যদি দেখে ফেলেন—?

কৃষ্ণা : কি আর হবে—তোমার গর্দান যাবে!

বিজয় : এঁ্যা…!

(ভীত হইয়া কৃষ্ণাকে ধরিল)

কৃষ্ণা : ছাড়ো ছাড়ো, ও কি হচ্ছে?

বিজয় : না কৃষ্ণা, আমার গর্দান গেলে আমি আর বাঁচবো না—আর তোমাকে দেখতে পাব না।

কৃষ্ণা : আমাকে দেখতে না পেলেও তোমার ক্ষতি হবে না।

বিজয় : তুমি অমন কথা বলতে পারলে! কি নিষ্ঠুর তুমি কৃষ্ণা! পুরুষ হ'লে তুমি ওকথা মুখে আনতে পারতে না।

কৃষ্ণা : থাক্, আর পুরুষদের জয়গান করতে হবে না। পুরুষরা যে কেমন তা আমি বুঝে নিয়েছি!

বিজয় : কী বুঝেছ কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা : তারা শুধু সন্দেহ করে—আমাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেয় না—কেবলই পিছু নেয়—

বিজয় : বুঝেছি কৃষ্ণা, তুমি আমার কথা বলছ। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি রাণীজীর সঙ্গে এসেছি শুধু তোমার সঙ্গ পাবার লোভে। তোমার সুন্দর মুখখানা মাঝে মাঝে না দেখলে আমি থাকতে পারি না।

কৃষ্ণা : (গম্ভীরভাবে) বেশ দেখা তো হয়েচে। এবার আমি চললুম—

বিজয় : না কৃষ্ণা, আর একটু থাকো।

কৃষ্ণা : না !

বিজয় : রাগ কবলে ! তোমার সঙ্গে নির্জনে কথা বলতে আমার ভাল লাগে, তাই তোমাকে মন্দিব থেকে ডেকে এনেছি, নইলে—

কৃষ্ণা : আমি জানতে চাই না তোমাব কি ভাল লাগে না লাগে ! সব—

বিজয় : কৃষ্ণা, সুন্দর মুখখানা অমন ভারী ক'রে রেখো না। হাসো, হেসে একটু হাল্কা কর। তোমার হাসিমাখা মুখ আমার বড় ভাল লাগে।

কৃষ্ণা বিজয়লালের মুখের কাছে দাঁত খিঁচাইয়া হাসিল—

কৃষ্ণা : হি-হি-হি-হি—! হয়েচে তো ? এবার যাই—

বিজয় : যেতে দেব না।

কৃষ্ণা : ঐ ছাখো—মন্ত্রীমশাই—

বিজয় : এঁ্যা……কোথায় মন্ত্রী ? কৃষ্ণা, যেয়ো না—শোনো—

কৃষ্ণা : (হাসিয়া) না।

বিজয় : কৃষ্ণা—

কৃষ্ণা : উঁহু !

কৃষ্ণা ছুটিয়া পলাইল, বিজয়লাল তাহার পিছনে পিছনে গেল।
গৌরীশঙ্করকে লইয়া ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন।

ধন : আধা-আধি রাস্তা এসেছি। এখানে খানিক জিরিয়ে নেওয়া যাক, তারপর অন্ধকার হ'লে আবার বেরুনো যাবে।

(গৌরী টুপি খুলিয়া মুগ্ধনেত্রে চারিদিকে চাহিল—)

গৌরী : বা—বা! কী অপূর্ব তোমাদের দেশ সর্দার! এ কোন অমরাবতীতে আমাকে নিয়ে এলে!

ধন : ওকি, টুপিটা একেবারে খুলে ফেললেন যে! কেউ দেখে ফেলবে! শেষে কি তীরে এসে তরী ডোবাবেন! টুপি পরুন।

গৌরী : (টুপি পরিয়া) কী সুন্দর ঝর্ণা আর কী মনোরম পরিবেশ! এসব দেখে মনে হচ্ছে যেন সেকালের সেই প্রাচীন সুন্দর ভারতবর্ষে আবার ফিরে গেছি। কালিদাসের ভারতবর্ষ, অজন্তা ইলোরার ভারতবর্ষ—যেন পাহাড়-পর্বতের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে আছে।

ধন : তা বটে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে নিয়তির শত শত ঝড় ব'য়ে গেছে, পাঠান মোগল ইংরেজ দেশটাকে নিয়ে টানাটানি ছেঁড়াছিঁড় করেছে; কিন্তু ঝিন্দ্-ঝড়োয়া তাদের দুর্ভেদ্য গিরিসংকটের মধ্যে নিশ্চিন্ত ব'সে আছে, তাদের গায়ে একটা আঁচড় লাগেনি।

নেপথ্য হইতে মিলিত নারীকণ্ঠের গানের রেশ ভাসিয়া আসিল—

এই সেরেছে! কাছাকাছি লোক রয়েছে তাহলে!

গৌরী : কারা গান গাইছে!

ধন　: কোনো মেয়ের বোধহয় বিয়ে ঠিক হয়েছে তাই সখীদের নিয়ে মঙ্গলগীত গাইতে গাইতে শৈলেশ্বরের পূজো দিতে এসেছে।

(নেপথ্যে গান)

জয় জয় গৌরী মহেশ।
পিনাক-বাদক　　চিত-উন্মাদক
সুরতটিনী-ধৃত-কেশ।
জয় জয় গৌরী মহেশ॥
আদি সনাতন　　দম্পতি জয় জয়
অঙ্গে চন্দন লেশ।
সুবনব-পালক　　ফণিমাণ-মানক
চন্দ্রভাল বরবেশ।
জয় জয় গৌরী মহেশ॥

ধন　: অ্যাঁ· ঝড়োয়ার মন্ত্রী অনঙ্গদেও তার মানে ও। (গৌরীকে) আপনি একটু আড়ালে যান।

বৃদ্ধ অনঙ্গদেও মন্দিরের দিক হইতে নামিয়া আসিলেন।
গৌরী দূরে সরিয়া গেল।

অনঙ্গ : একি সদার ধনঞ্জয়! আপনি—?

ধন　: নমস্তে। স্টেশনে গিয়েছিলাম, এখন রাজধানীতে ফিরে যাচ্চি। আপনি বুঝি রাণীজীকে নিয়ে মন্দিরে পূজো দিতে এসেছেন ?

অনঙ্গ : হ্যাঁ। কস্তুরী-মায়ের পূজা-অর্চনা শেষ হয়েছে, এবার আমরা ঝড়োয়ায় ফিরে যাচ্চি। ভাল কথা, অভিষেক সম্বন্ধে—

ধন : কোনো চিন্তা নেই। দিন তো স্থির হয়েই আছে, আগামী শুক্লা নবমী—

অনঙ্গ : ভালয় ভালয় অভিষেকটা শেষ হ'লে বাঁচি। সেইদিন আবার কস্তুরী-মায়ের সঙ্গে শঙ্কর সিংয়ের তিলক—তার দু'মাস পরে বিবাহ। সব মাথায় মাথায় হ'য়ে আছে। আচ্ছা, চললাম সর্দার।

ধন : আসুন। নমস্তে—

অনঙ্গদেও প্রস্থান করিলেন। গৌরীশঙ্কর সর্দারের কাছে ফিরিয়া আসিল।

গৌরী : এটি কে সর্দার?

ধন : ঝড়োয়া রাজ্যের মন্ত্রী অনঙ্গদেও।

গৌরী : ঝড়োয়া—?

ধন : ভুলে গেলেন! ঝিন্দ আর ঝড়োয়া পাশাপাশি দুই রাজ্য, মাঝখান দিয়ে কিস্তা নদী বয়ে গেছে।

গৌরী : বটে বটে। তা ঝড়োয়া রাজ্যের রাজা কে?

ধন : রাজা নেই। মৃত রাজার একমাত্র কন্যা কস্তুরীবাঈ বর্তমানে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী—

গৌরী : ও। তা মন্ত্রীমশাই শঙ্কর সিংয়ের বিয়ের কথা কী বলছিলেন?

ধন : (গম্ভীর মুখে) ঝিন্দের ভূতপূর্ব মহারাজ ভাস্কর সিং কুমার শঙ্কর সিংয়ের সঙ্গে ঝড়োয়ার কস্তুরীবাঈয়ের বিবাহ স্থির ক'রে গেছেন। বিবাহের পর দুই রাজ্য এক হয়ে যাবে, সেই শুভদিনের কথা মন্ত্রী বলছিলেন।

গৌরী : বাঃ···শুধু রাজ্য নয়, সেই সঙ্গে রাজকন্যা!

মেয়েদের হাসির শব্দে ধনঞ্জয় ও গৌরী মুখ তুলিয়া মন্দিরের দিকে চাহিলেন।

ধন　:　রাণী আসছেন। চলুন, আমরা আড়ালে যাই।

দুইজনে অন্তরালে গেলেন। কস্তুরী, কৃষ্ণা ও অন্যান্য সখিরা মন্দির হইতে নামিয়া আসিল। কৃষ্ণার হাতে নির্মাল্যের থালা। তাহাদের পিছনে কিছুদূরে ফৌজী পোষাকপরা বিজয়লাল।

কস্তুরী :　বেচারা বিজয়লালের বড়ই মুস্কিল হয়েছে।

কৃষ্ণা　:　মুস্কিলটা কিসের সখি। বেশ তো গদাই-লস্করি চালে পিছু পিছু আসছে।

কস্তুরী :　ও এসেছে আমাকে পাহারা দেবার জন্যে, কিন্তু তোর দিক থেকে ও চোখ সরাতে পারছে না। বোধহয় ভয় হয়েছে তোকে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

কৃষ্ণা　:　আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে এমন চিল আজও জন্মায়নি।

কস্তুরী :　আচ্ছা কৃষ্ণা, তুই বিজয়লালকে খুব ভালবাসিস্ ?

কৃষ্ণা　:　বারে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, ওকে ভালবাসবো না!

কস্তুরী :　বিয়ে হ'লে তখন ভালবাসবি, আগে থাকতে ভালবাসবি কেন ? আচ্ছা, বিজয়লালও নিশ্চয় তোকে খুব ভালবাসে ?

কৃষ্ণা　:　সে কথা ওকেই জিগ্যেস কর না।

কস্তুরী :　তাই করি।—সর্দার বিজয়লাল !

কৃষ্ণা　:　(ব্যাকুল হইয়া) এই, ওকি ! না না—

(বিজয়লাল কাছে আসিল)

কস্তুরী :　তুমি এগিয়ে যাও, আমাদের পিছু পিছু আসতে হবে না। দেখ গিয়ে মন্ত্রীমশাই কোথায় গেলেন।

বিজয় :　জি।

(একটু ইতস্তত করিয়া প্রস্থান করিল)

কৃষ্ণা　:　বাব্বা! আমার ভয় হয়েছিল বুঝি ওই কথা তুমি জিগ্যেস করবে।

কস্তুরী : (হাসিয়া) এবার মাফ করলুম। কিন্তু মনে রাখিস্, যতদিন না বিয়ে হয় ততদিন বিজয়লালকে ভালবাসবি না।

কৃষ্ণা : তবে কাকে ভালবাসবো ?

কস্তুরী : আমাকে।

কৃষ্ণা : আহা, তোমাকে যেন ভালবাসি না।

কস্তুরী : অমন ভাগের ভালবাসা আমার দরকার নেই।

কৃষ্ণা : বেশ। কিন্তু তুমিও বল সখি, যতদিন তোমার বিয়ে না হয় ততদিন আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না।

কস্তুরী : বেশ, এই কথা রইলো। এখন চল্, আর দেরি করলে বিজয়লাল আবার ফিরে আসবে।

হাত ধরাধরি করিয়া সকলে প্রস্থান করিল। গৌরী মঞ্চের মধ্যস্থলে আসিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ধনঞ্জয় পরে আসিয়া গৌরীর তন্ময়ভাব দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন।

ধন : চলুন, আমাদের যাবার সময় হ'ল।

গৌরী : ওই যিনি আগে আগে গেলেন ...লাল চেলি পরা...উনিই বুঝি ঝড়োয়ার রাণী কস্তুরীবাঈ ?

ধন : হ্যাঁ, শঙ্কর সিংয়ের বাগ্‌দত্তা বধূ।

গৌরী : (একটু থামিয়া) একটা কথা সর্দার। কস্তুরীবাঈয়ের তিলক অর্থাৎ পাকা দেখা হবে আমার সঙ্গে অথচ বিয়ে হবে আর একজনের সঙ্গে। এতে শাস্ত্রমতে কোনো দোষ হবে না ?

ধন : (মেঘাচ্ছন্নমুখে) রাণী এসব কিছু জানতে পারবেন না।

গৌরী : তা ঠিক, মনের অগোচরে পাপ নেই। অভিষেকের দুমাস পরে বিয়ে ?

ধন : হ্যাঁ।

গৌরী : কিন্তু এই দুমাসে শঙ্কর সিংকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে বিয়েটাও কি বকলমে আমাকে করতে হবে নাকি ?

ধনঞ্জয়ের মুখের ভ্রূকুটি গভীর হইল।...নেপথ্যে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল, ধনঞ্জয় দ্রুত সেইদিকে চাহিলেন।

ধন : কালো ঘোড়ার সওয়ার...ময়ূরবাহন ! কি আপদ ! ফিরে দাঁড়ান—পিছন ফিরে দাঁড়ান, এখনি শয়তানটা দেখে ফেলবে !

মুখের উপর টুপি টানিয়া দিয়া গৌরী এককোণে সরিয়া গেল। ধনঞ্জয় মাঝখানে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। অশ্বক্ষুরধ্বনি থামিল, উচ্চহাস্যধ্বনি শোনা গেল। তারপর ঘোড়ার চাবুক হাতে ময়ূরবাহন প্রবেশ করিয়া একনজরে পরিস্থিতি দেখিয়া লইল।

ময়ূর : হা হা হা ! আরে কে ও, সর্দার ধনঞ্জয় নাকি ! বন্ বন্ ঢুঁঢ়ি এ বঁধুয়া কাঁহা গয়ি ! তোমার বিরহে আমরা যে বড় কাতর হয়ে পড়েছিলাম সর্দার ! এতদিন ছিলে কোথায় ?

ধন : সে খবরে তোমার দরকার নেই।

ময়ূর : বলি চললে যে ! একটু দাঁড়াও না ছাই। সফর থেকে আসছ, দুটো কথাও কি বন্ধুলোকের সঙ্গে কইতে নেই ?—আরে সঙ্গে ওটি কে ? আপাদমস্তক ঢাকা...ভারি সন্দেহ হচ্চে। বলি, স্ত্রীজাতীয় মানুষ নয়তো ! হাঃ হাঃ হাঃ—সর্দার, বৃদ্ধ বয়সে তোমার এ কী রোগ ! হায় হায়, অসৎ সঙ্গে মানুষের কী সর্বনাশই হয় ! শেষে শঙ্কর সিং তোমার চরিত্রেও ঘুণ ধরিয়ে দিলে ! হাঃ হাঃ হাঃ !

ধন : দাঁড়াও !

ময়ূর : তা কি হয় সর্দার ! তুমি একটা আদ্যিকালের বুড়ো এই

সুন্দরী ঔরৎকে নিয়ে পালাবে, আর আমি জোয়ান মরদ তাই দাঁড়িয়ে দেখবো! হতেই পারে না, বিলকুল নামঞ্জুর!

(গৌরীর দিকে অগ্রসর হইল)

ধন : (পকেটে হাত দিয়া) ময়ূরবাহন! তুমি চ'লে যাও এখান থেকে।

ময়ূর : আগে তোমার পিয়ারি নাজ্‌নির চাঁদমুখখানি একবার—

(অগ্রসর)

ধন : খবরদার!

পিস্তল বাহির করিয়া ময়ূরবাহনের বুকের সামনে ধরিলেন। ময়ূরবাহনের মুখখানা হিংস্র বিকৃত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই সে হাসিয়া উঠিল।

ময়ূর : আজ জিতে গেলে সর্দার! ভালকথা, তোমার শঙ্কর সিং বাহাল তবিয়তে আছে তো? অভিষেক ঠিক সময়ে হবে তো? দেখো, আবার যেন না পালায়।

ধন : ফের যদি বেয়াদপি করেছিস তো গুলি ক'রে তোর খুলি উড়িয়ে দেব!

ময়ূর : ফুঃ!—হাঃ হাঃ হাঃ—

(প্রস্থান করিল। গৌরী ধনঞ্জয়ের কাছে আসিল।)

গৌরী : লোকটা কে সর্দার?

ধন : উদিত সিংয়ের ইয়ার আর তাব শনি। উদিত সিংয়ের চেয়েও শয়তান যদি কেউ থাকে তো ওই ময়ূরবাহন। কিন্তু আর দেরি নয়, চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।

চতুর্থ দৃশ্য

শক্তিগড় দুর্গের একটি কক্ষ

রাত্রিকাল। উদিত সিং দাঁড়াইয়া টেলিগ্রাম পড়িতেছে, নিকটে প্রহ্লাদ দত্ত দাঁড়াইয়া আছে। প্রহ্লাদের পরিধানে হিন্দুস্থানী বেশ, কিন্তু মাথায় টুপি নাই।

উদিত : 'আলু পৌঁছিল, সঙ্গে অজানা মাল। ঘোড়ার পিঠে ঝিন্দ রওনা হইল।'—স্বরূপদাসের তার।

প্রহ্লাদ : আজ্ঞে। যদিও আমার নামে এসেছে, আসলে তার আপনার। তাইতো এতরাত্রে ঘোড়ায় চ'ড়ে শক্তিগড়ে আসতে হয়েছে হুজুর।

উদিত : কিন্তু কথাটা কী? কার আলু? কিসের আলু? তুমি কি আলুব ব্যবসা স্বরু করেছ?

প্রহ্লাদ : আপনার আশীর্বাদে তা কবেছি হুজুব।

উদিত : বল কি প্রহ্লাদ! মনিহাবী দোকান, তার ওপর আবার আলু। তুমি দেখছি ঝিন্দের সমস্ত টাকা বাংলাদেশে নিয়ে যাবে!

প্রহ্লাদ : কী যে বলেন বাজকুমার! বাংলাদেশ থেকে এসে সামান্য কারবাব ফেঁদেছি আপনার আশীর্বাদে। কিন্তু ও কথা যাক্। টেলিগ্রামে স্বরূপদাস যে-আলুর কথা লিখেছে সে-আলু কিন্তু ধোঁকার টাটি।

উদিত : মানে এ আলু সত্যিকারের আলু নয়!

প্রহ্লাদ : না ছোট রাজকুমার। কথাটা বুঝে দেখুন।—আমার আলুর কারবার আছে, রেলগাড়ী ক'রে মাল আনাতে হয়।

কাজেই স্টেশন-মাস্টার যদি আলু পৌছানোর খবর জানিয়ে আমাকে তার পাঠায় তাহলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

উদিত : বুঝলাম। তারপর?

প্রহ্লাদ : তাই স্বরূপদাস তার করছে হুজুর—আলু পৌছিল। ভারি তোখড় লোক স্বরূপদাস। আসলে আলু আপনার আশীর্বাদে আলু নয়। আলু হ'ল গিয়ে—সর্দার ধনঞ্জয়।

উদিত : সর্দার ধনঞ্জয়! বটে বটে, তুমি ঠিক ধরেছ প্রহ্লাদ। ধনঞ্জয় ফিরে এসেছে! কিন্তু অজানা মালটি কে?

প্রহ্লাদ : সেটা তো বোধগম্য হচ্ছে না কুমার।

উদিত উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী করিতে লাগিল।

উদিত : খটকা লাগছে। শঙ্কর সিংকে লোপাট করবার পর ভেবেছিলাম অভিষেক ভেস্তে যাবে। কিন্তু ওরা রটিয়ে দিয়েছে যে শঙ্কর সিংয়ের অসুখ; রাজবাড়িতে কড়া পাহারা বসিয়েছে, কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। তার ওপর ধনঞ্জয় হঠাৎ কোথায় চ'লে গিয়েছিল, একজন লোক নিয়ে আজ ফিরে এসেছে। কী মৎলব ওদের বুঝতে পারছি না।

প্রহ্লাদ : হয়তো যতদিন পারে শঙ্কর সিংয়ের নিরুদ্দেশের খবরটা চেপে রাখতে চায়।

উদিত : কতদিন তা পারবে? অভিষেকের দিন তো এসে পড়লো। তখন তো আর চেপে রাখতে পারবে না। তখন তো শঙ্কর সিংকে বার করতে হবে। কোথা থেকে বার করবে শঙ্কর সিংকে?

প্রহ্লাদ : তা বটে। শঙ্কর সিং তো এই শক্তিগড় দুর্গে বন্দী। ওরা তাঁকে কোথায় পাবে!

উদিত : প্রহ্লাদ, তুমি তো বাঙালী, তুমি আন্দাজ করতে পারছ না ওরা কি মৎলব এঁটেছে ?

প্রহ্লাদ : কিছু আন্দাজ করতে পারছি না কুমার সাহেব। আমি গরীব দোকানদার, আমার মাথায় এসব রাজবুদ্ধি খেলে না! থাকতেন ময়ূরবাহনজি, এক লহমায় সব সমাধান ক'রে ফেলতেন।

উদিত : তাইতো, ময়ূরবাহনই বা গেল কোথায়? আচ্ছা মুস্কিল! ওর পরামর্শ নিয়েই সব কাজ করেছি, এখন এই সংকটের সময় সে কোথায় গেল !

প্রহ্লাদ : যাবেন আবার কোথায়, কাছাকাছিই আছেন। হয়তো দুর্গের পুল পেরিয়ে একটু খোলা মাঠে হাওয়া খেতে গেছেন।

উদিত : না না, ময়ূরবাহন অত বিলাসী নয়, নিশ্চয় কোনো মৎলবে বেরিয়েছে। হয়তো গুপ্তচরদের কাছে খবর জানতে গেছে —এই যে ! এস ময়ূরবাহন, তোমার কথাই হচ্ছিল।

ময়ূরবাহন প্রবেশ করিয়া হাতের চাবুকটা প্রহ্লাদের দিকে ছুঁড়িয়া দিল, প্রহ্লাদ সেটা লুফিয়া লইল।

ময়ূর : তাহলে অনেকদিন বাঁচবো। হাঃ হাঃ হাঃ ! কিন্তু আজ যে প্রাণটা প্রায় গিয়েছিল !

উদিত : সে কি !

ময়ূর : শৈলেশ্বর মন্দিরের কাছে বুড়ো ধনঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে একটা মুখ-ঢাকা মানুষ। ভাবলাম, তার মুখের ঢাকা সরিয়ে দেখি লোকটা কে। কিন্তু বুড়ো ব্যাটা পিস্তল বার ক'রলো।

উদিত : ওদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে তাহলে ! আমিও স্বরূপ-দাসের তার পেয়েছি।

ময়ূর : গতিক সুবিধের ঠেকছে না।—প্রহ্লাদ, যাও দেখে এস শঙ্কর সিং কোৎঘবে আছে কিনা!

উদিত : শঙ্কব সিং কোৎঘরে থাকবে না তো কোথায় যাবে।

ময়ূর : তা বটে, তা বটে। শক্তিগড় দুর্গ থেকে পালানো সহজ কথা নয়। তবু চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন কবা ভাল।—প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ : আজ্ঞে।

প্রহ্লাদ প্রস্থান কবিল। ময়ূরবাহন পকেট হইতে মদের ফ্লাস্ক লইয়া মুখে ঢালিল, মুখ মুছিয়া ফ্লাস্ক পকেটে রাখিল।

ময়ূর : গুলবদন এসেছে নাকি?

উদিত : এসেছে বৈকি। কিন্তু তাকে এখনো শঙ্কব সিংয়েব কাছে পাঠাইনি—

ময়ূব : হাঃ হাঃ হাঃ! ভস্মে ঘি ঢেলে লাভ কি? যদি নেহাৎ চেঁচামেচি করে শঙ্কর সিং তখন দেখা যাবে। কোথায় আছে গুলবদন বাঈ?

উদিত : কাছেই আছে। কিন্তু ময়ূব, তুমি এখন ওসব ধান্দা ছাড়ো। ভেবে দেখেছ কি এভাবে কতদিন চলবে?

ময়ূব : ভাবনা কিসেব বন্ধু? আমি থাকতে তোমার কোনো ভয় নেই।

প্রহ্লাদ প্রবেশ কবিল, সঙ্গে শঙ্কব সিং। শঙ্কর সিংয়ের চেহারা অবিকল গৌরীশঙ্করের মতন, কিন্তু বর্তমানে তাহার আকৃতি দুর্দশাগ্রস্ত; পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও মলিন ড্রেসিং গাউন।

প্রহ্লাদ : এই নিন—যুববাজ নিজেই এলেন। (প্রস্থান)

শঙ্কর : (ঈষৎ স্খলিতস্বরে) এখানে এত আলো কেন? এটা কোন্ জায়গা? কে—উদিত? ময়ূরবাহন? তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ?

ময়ূর　:　যুবরাজ, এটা শক্তিগড় দুর্গ—আপনার ছোট ভাই কুমার উদিত সিংয়েব খাস তালুক।

শঙ্কর　:　শক্তিগড! হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা আমাকে শক্তিগড়ে এনেছিলে, বলেছিলে নানান দেশেব নাচওয়ালিবা এসেছে। কিন্তু কৈ, কিছুই তো নেই। আমাব আব ভাল লাগছে না। আমি চ'লে যাব।

ময়ূর　:　হাঃ হাঃ—এখনি যাবেন কোথায়? আপনার নেশা ছুটে আসছে দেখছি। এই নিন, এক চুমুক টানুন, আবার শক্তিগড দুর্গ স্বর্গ মনে হবে।

শঙ্কর　:　মদ? শুধু মদ আব ভাল লাগে না। নাচওয়ালিরা কৈ?

ময়ূরবাহন ও উদিত সিং দৃষ্টিবিনিময় করিল।

উদিত　:　নাচওয়ালি চাই?

(হাততালি দিয়া উচ্চকণ্ঠে)

গুলবদন বাঈ!

পেশোযাজ পরা একটি সুন্দরী প্রবেশ করিল, উদিতকে তসলিম করিয়া হাসিমুখে বলিল—

বাঈজী　:　হুকুম?

উদিত চোখের ইশারায় শঙ্কর সিংকে দেখাইল। বাঈজী শঙ্কর সিংয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল।

শঙ্কর　:　কে?

বাঈজী　:　দিল্লীর গুলবদন বাঈ—আপনাব বাঁদী।

(শঙ্কর সিংযের মুখে হাসি ফুটিল)

শঙ্কর　:　গুলবদন বাঈ! বেশ মিষ্টি নাম।—এস আমাব সঙ্গে।

(গুলবদনের হাত ধরিয়া প্রস্থান করিল)

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ !

উদিত : তুমি হাসছ ময়ূরবাহন ! আর আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। হবু রাজাকে চুরি ক'রে এনে নিজের দুর্গে বন্ধ ক'রে রেখেছি, ওদিকে ওই ব্যাটা ধনঞ্জয় কী যে শয়তানি মৎলব আঁটছে কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু বুঝতে পারছ ?

ময়ূর : মুখ-ঢাকা লোকটার মুখ যদি দেখতাম তাহলে হয়তো বুঝতে পারতাম। যাহোক আজ রাত্রে ওকথা ভেবে আর লাভ নেই। কালকেই একটা হেস্তনেস্ত হ'য়ে যাবে।

উদিত : কালকেই !

ময়ূর : হ্যাঁ। কাল সকালেই তুমি প্রাসাদে যাবে, গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে। যদি তোমায় ঢুকতে না দেয় জোর ক'রে ঢুকবে, ওদের ধাপ্পাবাজি ভেঙে দেবে, দেশসুদ্ধ লোককে জানিয়ে দেবে যে শঙ্কর সিং পালিয়েছে !

উদিত : আর তুমি—?

ময়ূর : আমি খবর পাওয়ামাত্র শঙ্কর সিংকে কেটে কিস্তার জলে ভাসিয়ে দেব। ব্যস্, কাজ হাসিল্ !

উদিত : তুমি আমার সঙ্গে যাবে না ?

ময়ূর : না—আমি এখানে শঙ্কর সিংকে পাহারা দেব। আমাদের একসঙ্গে শক্তিগড় দুর্গ ছেড়ে না যাওয়াই ভাল।

উদিত : কেন ?

ময়ূর : তুমিই ভেবে দেখ বন্ধু, চাকর-বাকরের হাতে শঙ্কর সিংকে রেখে চ'লে যাওয়া কি উচিত হবে ? ধনঞ্জয়টা ভয়ঙ্কর কুটিল—যদি শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করে, আমাদের দুজনেরই গর্দান যাবে।

উদিত: তোমার মৎলব আমি বুঝেছি। গুলবদন! কেমন?

ময়ূব: হাঃ হাঃ হাঃ! কিন্তু তাতে তোমাব তো কোনো ক্ষতি নেই বন্ধু।

উদিত: আমার ক্ষতি নেই—তুমি যা ইচ্ছে কর। আমার কাজ হাসিল্ হ'লেই হ'ল।

ময়ূব: হবে হবে, কাজ হাসিল হবে। তোমাকে আমি ঝিন্দের সিংহাসনে বসিয়ে তবে ছাড়ব। কিন্তু কালকের দিনটা শুধু—গুলবদন বাঈ··· হাঃ হাঃ হাঃ—!

ফ্লাস্ক বাহির করিয়া গলায় মদ ঢালিতে থাকে।

পঞ্চম দৃশ্য

ঝিন্দ রাজভবনে রাজার শয়নকক্ষ

পিছনদিকের খোলা জানালা দিয়া কিস্তানদী দেখা যাইতেছে। প্রভাতকাল। গৌরীশঙ্কর পালঙ্কে শয়ান অবস্থায় জাগিয়া আছে। দ্বারের কাছে রুদ্ররূপ সশস্ত্রবেশে পাহারা দিতেছে।

ধনঞ্জয় প্রবেশ করিয়া খাটো গলায় রুদ্ররূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ধন : রুদ্ররূপ, কুমারের ঘুম ভেঙেছে ?

গৌরী : ভেঙেছে সর্দার। তুমি উঠলে কখন ?

ধন : (গৌরীর কাছে গিয়া) আমি ঘুমইনি। দেওয়ান বজ্রপাণি ভার্গবকে সব কথা বলতে বলতেই রাত কাবার হ'য়ে গেল। তিনি এখনি আসছেন। আপনি মনে রাখবেন, এখন থেকে আপনি যুবরাজ শঙ্কর সিং, আপনার অন্য পরিচয় নেই।

গৌরী : (শয্যায় বসিয়া আড়মোড়া ভাঙিল) অভিনয় শুরু হ'ল তাহলে !

ধন : ভয় নেই—আমি আছি।

প্রশান্তমূর্তি বৃদ্ধ দেওয়ান বজ্রপাণি প্রবেশ করিলেন এবং হাত তুলিয়া গৌরীশঙ্করকে আশীর্বাদ করিলেন।

বজ্র : কুমার আজ কেমন আছেন ? জ্বর বোধ করি নেই।

(গৌরীর কপালে হাত দিয়া দেখিলেন)

ধন : কুমার আজ ভালই আছেন। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

বজ্র : ভাল ভাল। কিন্তু তবু, ডাক্তার গঙ্গানাথকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

ধন : অবশ্য ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কোন কাজই হতে পারে না। বিশেষত আগামীকালই যখন অভিষেক।

গৌরী পর্যায়ক্রমে উভয়ের মুখের পানে চাহিতে লাগিল

রুদ্ররূপ, ডাক্তার গঙ্গানাথকে খবর পাঠাও।

[রুদ্ররূপের প্রস্থান

গৌরী : ব্যাপার কি ? ডাক্তার কি হবে !

ধন : আপনি আজ পঁচিশ দিন অসুখে ভুগছেন···মাঝে অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল, এখন অনেকটা ভাল আছেন। ডাক্তার গঙ্গানাথ এখনি এসে আপনাকে পরীক্ষা করবে। তাহলেই বোঝা যাবে আপনার দরবার করবার মত অবস্থা হয়েছে কিনা।

গৌরী : ও—তা অসুখটা কী ?

ধন : অতিরিক্ত মদ খাওয়ার দরুন আপনার লিভার পাকবার উপক্রম করেছিল।

(রুদ্ররূপের প্রবেশ)

রুদ্র : ডাক্তার গঙ্গানাথ আসছেন।

ধন : (গৌরীকে) প্রথমে আপনিই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। (রুদ্ররূপকে) আসতে বল।

রুদ্ররূপ দ্বারের বাহিরে ইঙ্গিত করিল, প্রৌঢ় ডাক্তার গঙ্গানাথ প্রবেশ করিলেন এবং হাস্যমুখে অভিবাদন করিতে করিতে গৌরীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

গৌরী : এস ডাক্তার—বোসো।

গঙ্গা : আজ কেমন মনে হচ্ছে যুবরাজ ?

গৌরী : ভালই তো।

গঙ্গা : (শয্যার পাশে বসিয়া) দেখি আপনার নাড়ী···বাঃ দিব্যি চলছে। আমার চিকিৎসার গুণ আছে বলতে হবে— হাঃ হাঃ হাঃ !

গৌরী ও ধনঞ্জয় মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

আচ্ছা এবারে জিভ দেখি·· বাঃ বাঃ! চমৎকার জিভ। লিভারটাও তাহলে পরীক্ষা করি—

লিভার পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারের মুখে সংশয়ের ছায়া পড়িল।

তাইতো· আপনার এত ভাল স্বাস্থ্য আমি অনেকদিন দেখিনি। ও জিনিসটা কি সত্যিই ছেড়ে দিয়েছেন ?

গৌরী : (বিমর্ষভাবে) হ্যাঁ ডাক্তার, ও বিষ আর আমার সহ্য হচ্ছিল না।

গঙ্গা : (সানন্দে হাত ঘষিয়া) বেশ বেশ। আমি বরাবরই ব'লে আসছি ওটা না ছাড়লে আপনার শরীর শোধরাবে না। বলেছি কিনা দেওয়ানজী ?

বজ্র : বলেছ বৈকি।

গঙ্গা : তবে এত শীঘ্র এতটা উন্নতি হবে আমি আশা করিনি।

ধন : হাওলা বদলের গুণও তো খানিকটা আছে।

গঙ্গা : তা বটে, তা বটে।

বজ্র : আচ্ছা গঙ্গানাথ, এখন তাহলে যুবরাজ বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারেন ?

গঙ্গা : (উঠিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। উনি তো এখন সেরে গেছেন— ওষুধ-বিষুধেরও দরকার নেই। আচ্ছা আজ তাহলে আমি যাই—

ধন : (কাছে আসিয়া) দেখ ডাক্তার, তুমি তো সবই জানো, কথাটা যেন প্রকাশ না পায়। কুমারকে এবার বাংলাদেশ থেকে ধ'রে এনেছি।

গঙ্গা : অ্যাঁ! বাংলাদেশে গিয়ে উনি এত ভাল ছিলেন! সেখানে যে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া।

ধন : ভাল যে ছিলেন তা তো দেখতেই পাচ্ছ। যাহোক, উনি এতদিন তোমার চিকিৎসায় এখানেই ছিলেন একথা যেন ভুলোনা।

গঙ্গা : বিলক্ষণ! তা কি ভুলি! আমার চিকিৎসার গুণেই তো উনি সেরে উঠেছেন—হাঃ হাঃ—

ধন : হাঃ হাঃ!

গঙ্গানাথ প্রস্থান করিলেন। গৌরী পালঙ্ক হইতে নামিল।

সাবাস! ডাক্তার যখন ধরতে পারেনি তখন আর ভয় নেই।

গৌরী : ডাক্তার বুঝি সব কথা জানে না?

ধন : না। ডাক্তার গঙ্গানাথ লোক ভাল কিন্তু বড় বেশী কথা কয়।

গৌরী : আসল কথাটা কে কে জানে?

ধন : আমি, দেওয়ানজী আর রুদ্ররূপ।

গৌরী পিছনদিককার জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বজ্রপাণি ধনঞ্জয়ের দিকে একবার সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

গৌরী : বাঃ! প্রাসাদের কোল দিয়ে নদী ব'য়ে গেছে। ওপারেও একটা প্রাসাদ!

ধন : ওটা ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদ।

গৌরী : (ফিরিয়া) ও—রাণী কস্তুরীবাঈ ওই প্রাসাদে থাকেন।

ধন : হ্যাঁ।

কস্তুরকপ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিবার পূর্বেই কিশোরী চম্পা প্রবেশ করিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

চম্পা : কুমার, আপনার স্নানের গরম জল তৈরি হয়েছে।

গৌরী সবিস্ময়ে ধনঞ্জয়ের পানে চাহিল। ধনঞ্জয় তাড়াতাড়ি চম্পার কাছে গেলেন।

ধন : চম্পা, তুমি বাইরে অপেক্ষা কর, কুমার যাচ্ছেন।

(চম্পা ঘাড় হেলাইয়া চলিয়া গেল)

গৌরী : এটি কে?

ধন : চম্পা আপনার খাস পরিচারিকা।

গৌরী : কিন্তু ওকে দেখে তো দাসী-বাঁদী ব'লে মনে হ'ল না, মনে হ'ল ভদ্রঘরের মেয়ে।

ধন : শুধু ভদ্রঘরের নয়, সম্ভ্রান্তঘরের। ওর বাবা ত্রিবিক্রম সিং ঝিন্দের একজন বনেদী বড়লোক।

গৌরী : তাহলে—?

ধন : এ দেশের রেওয়াজ, বড়ঘরের মেয়েরা রাজবাড়ীতে রাণীদের কাছে থেকে সহবৎ শিক্ষা করে।

গৌরী : কিন্তু এতে বনেদী ঘরের মেয়েদের কোনো অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই কি ?

ধন : নেই এমন কথা বলা যায় না, তবে আজ পর্যন্ত কখনো তা হয়নি।

গৌরী : কিন্তু শঙ্কর সিংয়ের মত চরিত্রের লোক—

ধন : শঙ্কর সিংয়ের একটা মহৎ গুণ ছিল, তিনি নিজের অন্তঃপুরের কোনো মেয়ের পানে চোখ তুলে চাইতেন না।

গৌরী : চম্পা কতদিন এখানে আছে ?

ধন : প্রায় দু বছর। গত দু'তিন মাস এখানে ছিল না, ত্রিবিক্রম সিং বিয়ে দেবার জন্যে ওকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে, তাই আজ সকালেই ও মহলে ফিরে এসেছে।

রুদ্র : হুঁসিয়ার! কুমার উদিত সিং—

(গৌরী চমকিয়া ধনঞ্জয়ের পানে চাহিল)

ধন : (চাপা গলায়) আপনি বেশী কথা বলবেন না, যা বলবার আমি বলব।

উদিত প্রবেশ করিল। গৌরীকে দেখিয়া তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল, সে এক পা এক পা করিয়া গৌরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ দুইজনে পরস্পরের প্রতি নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল। ধনঞ্জয় মৃদুকণ্ঠে হাসিলেন—

কুমার উদিত, বড় ভাইকে দেখে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেলেন যে!

উদিত : (হঠাৎ আঙুল দেখাইয়া) এ কে!

ধন : সে কি ছোটকুমার! নিজের দাদাকে চিনতে পারছেন না!

গৌরী : সকাল বেলাই নেশাভাঙ্ করেছ নাকি উদিত!

গৌরীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া উদিত এক পা পিছাইয়া গেল, তারপর তেরছাভাবে গৌরীর দিকে চাহিতে চাহিতে দ্বারের পানে চলিল।

উদিত : আচ্ছা—

(ঝড়ের মত প্রস্থান করিল)

ধন : রুদ্ররূপ, যাও—কোথায় যায় দেখ।

(রুদ্ররূপ দ্রুত প্রস্থান করিল)

গৌরী : সর্দার, উদিত কি বুঝতে পেরেছে?

ধন : বুঝতে না পারলেও বেজায় ঘাবড়ে গেছে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

গৌরী : কেন বলতো? শঙ্কর সিংকে খুন করেনি তো?

ধন : না···খুন বোধহয় করেনি। খুন করলে আপনাকে দেখেই জাল রাজা ব'লে বুঝতে পারত।

(রুদ্ররূপের প্রবেশ)

রুদ্র : কুমার উদিত সিং এখান থেকে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা শক্তিগড়ের দিকে গেলেন।

ধন : (কপালে করাঘাত) ওঃ! এতক্ষণে বুঝেছি।

গৌরী : কি বুঝলে?

ধন : ওরা আমাকে মিথ্যে খবর দিয়ে ঝিন্দের বাইরে পাঠিয়েছিল। স্টেশনমাস্টার স্বরূপদাসটা দেখছি ওদের দলে। সেই আমাকে ব'লেছিল, কুমার শঙ্কর সিংকে ছদ্মবেশে মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠতে দেখেছে। এখন সব বুঝতে পারছি।

গৌরী : কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝলাম না।

ধন : ওরা শঙ্কর সিংকে শক্তিগড়ে বন্ধ ক'রে রেখেছে। আমি দেশে থাকলে পাছে জানতে পারি, তাই মিথ্যে খবর দিয়ে আমাকে সরিয়েছিল। এ হচ্ছে ঐ ময়ূরবাহনের শয়তানী বুদ্ধি।

গৌরী : শঙ্কর সিংকে যদি শক্তিগড়ে রেখে থাকে তাহলে শক্তিগড় তল্লাস করলেই তো—

ধন : শক্তিগড় উদিতের নিজের জমিদারী। সেখানে সে আমাদের ঢুকতে দেবে কেন?

গৌরী : ফৌজ নিয়ে যদি—

ধন : পাগল! জোর ক'রে ঢুকতে গেলে বিপরীত ফল হবে। উদিত সিং বমাল সমেত ধরা পড়বে ভেবেছেন? তার আগে শঙ্কর সিংকে খুন ক'রে কিস্তায় ভাসিয়ে দেবে।

গৌরী : একটা কথা বুঝতে পারছি না, উদিত সিং বড় ভাইকে সরিয়ে নিজে সিংহাসনে বসতে চায়, তবে সে শঙ্কর সিংকে খুন করেনি কেন?

ধন : সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারীকে খুন করা কম সাহসের কাজ নয়। ধরা পড়লে ফাঁসি। তাই উদিত কৌশলে সিংহাসন দখল করতে চায়। তারপর একবার সিংহাসনে বসতে পারলে আর তাকে পায় কে? তখন শঙ্কর সিংকে গুম-খুন করবে।

গৌরী : কিন্তু বলা তো যায় না, যদি খুনই ক'রে থাকে—

ধন : তাহলেও উদিত সিংকে সিংহাসনে বসতে দেবনা। সিংহাসনে আপনার দাবীও কিছু কম নয়।

গৌরী : আমার দাবী! সিংহাসনে?

ধন : আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি রায়-দেওয়ান কালীশঙ্করের বংশধর। কিন্তু ওকথা এখন নয়, পরে হবে বাবুজি।—এখন অভিষেকের কথা ভাবতে হবে। সব চেয়ে জরুরী কাজ—অভিষেক!

বিশ্রাম

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঝিন্দের দরবার কক্ষ

অভিষেকের উপযোগী নানা উপকরণ—পুষ্প পতাকা পূর্ণকুম্ভ—দ্বারা সজ্জিত। ধূপ-ধূনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত। মধ্যস্থলে রাজ-সিংহাসন, আশে পাশে সভাসদগণের আসন। সিংহাসনের একপাশে বজ্রপাণি, গঙ্গানাথ প্রভৃতি গণ্যমান্য লোক; অপর পাশে অনঙ্গদেও, বিজয়লাল, অধিক্রম সিং ও পুরোহিত। সিংহাসনের পিছনে ছত্রধর, দুই পাশে দুইজন রক্ষী; সম্মুখে মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব এবং স্বর্ণপাত্রে ধান-দুবা, চন্দন ও রাজবংশের হীরা-জহরতের অলংকার সজ্জিত রহিয়াছে। দ্বারে রুদ্ররূপ দাঁড়াইয়া আছে।

নকীব : (নেপথ্য হইতে উচ্চকণ্ঠে) রাজকুমার উদিত সিং—সর্দার ময়ূরবাহন—

উদিত সিং ও ময়ূরবাহন প্রবেশ করিল। বজ্রপাণি নিকটে আসিয়া আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলিলেন।

বজ্র : আসুন রাজকুমার। আমরা আশা করেছিলাম অভিষেকের সময় আপনি উপস্থিত থাকবেন।

উদিত : অভিষেক হয়ে গেছে?

বজ্র : হ্যাঁ। আজ প্রত্যূষে পঞ্চতীর্থের জলে স্নান ক'রে রাজবংশীয় সমস্ত হীরা-জহরৎ প'রে রাজা হোমে বসেন, তারপর পুরোহিতের আঙুলের রক্তটীকা প'রে হাতীর পিঠে সোনার

হাওদায় ব'সে শোভাযাত্রা ক'রে নগব পরিক্রমণে বেবিয়েছেন।—ফেরবার প্রায় সময় হ'ল—

ময়ূব : বটে বটে, তাই সিংহাসন খালি। ভেবেছিলাম আবাব পালিয়েছে। তা এখন কর্মসূচী কি?

বজ্র : শোভাযাত্রা থেকে ফিরে রাজা সিংহাসনে আরোহণ করবেন। তারপর ঝড়োয়াব বাজকুমাবীব সঙ্গে মহাবাজের তিলক হবে।

উদিত . তিলক হবে!

বজ্র : হ্যাঁ। তিলক শেষ হ'লে ভাবত-সম্রাটেব অভিনন্দন পাঠ, তাবপর সভা ভঙ্গ। সন্ধ্যাব পব কিস্তাব জলে নৌ-বিহার। নগবে সমস্ত বাত নাচ-গান চলবে—আমোদ-আহ্লাদ বাজি বাজনা বোশনাই—

নেপথ্যে তিনবার তোপধ্বনি। সভাস্থ সকলে উঠিযা দাড়াইল।

নকীব : (নেপথ্য হইতে উচ্চকণ্ঠে) ঝিন্দ্-অধিপতি পবমভট্টাবক অশেষ-প্রতাপ দেবপাদ শ্রীমন্মহারাজ শঙ্কর সিং——!

শৃঙ্গ-নিনাদ। রাজবেশে গৌরীশঙ্করের প্রবেশ, সঙ্গে সানুচর ধনঞ্জয। উদিত ও ময়ূর গৌরীর পানে নিষ্পলক চাহিয়া রহিল।

ধন : একেই বলে ভালবাসা! মহারাজ, আপনি আরোগ্য লাভ ক'বে অভিষিক্ত হয়েছেন দেখে কুমাব উদিত সিংয়েব মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্চেনা, অভিবাদন করতেও ভুলে গেছেন।

উদিত ধনঞ্জয়ের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গৌরীর সম্মুখে নতজানু হইল এবং গৌরীর ডান হাত লইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল। বজ্রপাণি গৌরীর হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। পুরোহিত তাহার মাথায় আম্রপর্ণ দিয়া গঙ্গাজল ছিটাইলেন।

বজ্র : মন্ত্রী অনঙ্গদেও, এবার আপনি ঝড়োয়ার রাণী কস্তুরী-বাঈয়ের সঙ্গে মহারাজের তিলক-ক্রিয়া সম্পন্ন করুন।

পুরোহিত স্বর্ণপাত্র লইয়া অনঙ্গদেওয়ের সম্মুখে ধরিলেন, অনঙ্গদেও গৌরীর কপালে চন্দন ও মাথায় ধানদূর্বা দিলেন এবং গলায় একটি বহুমূল্য মুক্তাহার পরাইয়া দিলেন।

ময়ূর : (সহসা) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— !

সকলে চমকিত হইয়া ময়ূরের পানে চাহিলেন। ধনঞ্জয়ের মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল, তিনি নিজের তরবারিতে হাত দিলেন, কিন্তু বজ্রপাণি নীরবে তাঁহার করস্পর্শ করিয়া নিবৃত্ত করিলেন।

বজ্র : অতঃপর পণ্ডিতগণের নির্ধারিত দিনে বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হবে এবং ঝিন্দ-ঝড়োয়া দুই রাজ্য এক হ'য়ে যাবে। এবার ভারত-সম্রাটের অভিনন্দন পাঠ।

একজন অনুচরের হাত হইতে পত্র লইয়া তিনি পাঠ করিলেন—

'মহামান্য শ্রীশঙ্কর সিং,

আপনার অভিষেক-উৎসবে আমি আপনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি— আপনার জয়যাত্রা সার্থক হউক—ভারত সাম্রাজ্যের প্রিয় মিত্ররূপে আপনি দীর্ঘকাল প্রজাপালন করুন—আপনার রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

শুভাকাঙ্খী ভারতসম্রাট।'

(হর্ষধ্বনি ও করতালি)

দরবারের কাজ শেষ হ'ল।

গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল, সভাস্থ সকলে দাঁড়াইলেন।

বজ্রপাণি গৌরীর হাত ধরিয়া একটি শূন্য আসনে বসাইলেন, সভাস্থ সকলে বসিলেন।·· তকমাধারী রাজভৃত্য ট্রে-তে লাল রঙের পানীয়ের গেলাস সাজাইয়া প্রবেশ করিল।

এবার আসুন, আমাদের চিরাচরিত প্রথামত সকলে রাজার কল্যাণে পানীয় গ্রহণ করুন।

রাজভৃত্য গৌরীর কাছে গেল, গৌরী পাত্র স্পর্শ না করায় উদিত একটা পাত্র তুলিয়া লইয়া গৌরীর সামনে ধরিল।

গৌরী : উদিত, তোমার হাতে গেলাস দেখে আমার লোভ হচ্চে। কিন্তু উপায় নেই। ডাক্তার গঙ্গানাথকে জানো তো, ভীষণ দুর্দান্ত লোক। ঐ যে সামনেই ব'সে আছে। কড়া হুকুম জারি ক'রে দিয়েছে, একটি ফোঁটাও স্পর্শ করতে পার না।··· আচ্ছা ডাক্তার, আজকের এই উৎসবের দিনে তোমার ব্যবস্থা-পত্র একটু ওলট-পালট করা যায় না? এক গেলাস—?

গঙ্গা : না মহারাজ। আপনি তো জানেন আপনার লিভারের কি অবস্থা হয়েছিল। আপনাকে যে বাঁচিয়ে তুলতে পারব এ আশা ছিল না। একবার যখন ছেড়েই দিয়েছেন তখন কী দরকার?

গৌরী : শুনলে তো উদিত! যাক, তোমরাই খাও, আমি খাব না। সংযমী হওয়াই মনুষ্যত্ব।

রাজভৃত্য সকলকে মদ্য পরিবেশন করিল, সকলে পান করিলে সে শূন্যপাত্র লইয়া প্রস্থান করিল।

অনঙ্গ : তাহলে আমরা এবার উঠি। ঝড়োয়ায় ফিরে গিয়ে উৎসবের আয়োজন করি।

গৌরী : আসুন।

অনঙ্গ : জয়োস্তু মহারাজ।

অনঙ্গদেও, বিজয়লাল, অধিক্রম, পুরোহিত প্রভৃতি প্রস্থান করিলেন। বজ্রপাণি তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। গঙ্গানাথ ও অন্যান্য অতিথিরাও বিদায় লইলেন।

উদিত : আমরাও এবার যাই, বাগান-বাড়ী সাজাতে হবে। চল ময়ূরবাহন।

গৌরী : সে কি উদিত, আর এক পাত্র না খেয়েই চ'লে যাবে? ময়ূরবাহনকেও খেতে হবে। ও কত দেশ-বিদেশের মদ জোগাড় ক'রে আমাকে খাইয়েছে—ফরাসী মদ, জার্মান মদ, রাশিয়ান মদ—সে কি আমি ভুলে গেছি?

ইশারা করিল, রাজভৃত্য মদের ট্রে লইয়া উপস্থিত হইল। উদিত ও ময়ূরবাহন দুইটি পাত্র লইয়া এক চুমুকে পান করিল। রাজভৃত্য শূন্য পাত্র লইয়া চলিয়া গেল।

উদিত : আপনার অসুখের সময় আমাকে মহলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কেন?

গৌরী : (নিরুপায় ভাবে) ডাক্তারের হুকুম উদিত, ডাক্তারের হুকুম। একেবারে ফতোয়া জারি ক'রে দিলে কারুর সঙ্গে দেখা হবে না।

ধন : কিন্তু এমনি প্রাণের টান কুমার উদিতের যে প্রত্যহ এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন।

গৌরী : ভায়ের চেয়ে আপন আর কে আছে বলো। কিন্তু এমনি পাজি দেশের লোকগুলো যে উদিতের নামেও মিথ্যে দুর্নাম দেয়, বলে ও নাকি আমাকে সরিয়ে নিজে সিংহাসনে বসতে চায়। বল তো উদিত, কত বড় মিথ্যে কথা!

উদিত : (হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে) তুমি কে?

গৌরী : আমি কে! উদিত, কী বলছো ভাই? আজকাল কি সকাল বেলা মদ খাওয়া তোমার সহ্য হচ্চে না? সর্দার, দেখছ, উদিতের মুখ কি রকম লাল হ'য়ে উঠেছে। এখনি গঙ্গানাথকে ডাকা দরকার।

ময়ূরবাহন উদিতের হাত ধরিয়া টানিল; উদিত কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া চাপা গলায় বলিল—

উদিত : থাক্, ডাক্তার চাই না। চললাম আবার দেখা হবে।

অভিবাদন না করিয়া ময়ূরবাহনসহ প্রস্থান করিল।

গৌরী : হাঃ হাঃ হাঃ—

ধন : উদিতকে এতটা ঘাটানো উচিত হয়নি। একটু চেপে চললেই হ'ত। যাক্—

গৌরী : না সর্দার, শত্রুতা যদি করতেই হয় তো ভাল ক'রেই ক'রব।

ধন : তা বটে। চলুন এবার বিশ্রাম করবেন। রাত্রে আবার কিস্তার জলে নৌবিহার আছে।

গৌরী : হ্যাঁ, নৌ-বিহার—বাচ্-খেলা! কিন্তু আর শুধু খেলা নয় সর্দার, এখন থেকে আরম্ভ হ'ল জীবন-মরণের যুদ্ধ!

ধন

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঝিন্দে কুমার উদিত সিংয়ের বাগানবাড়ী

(উদিত সিং ও ময়ূরব'হন)

ময়ূব : আশ্চয কুমাব! আশ্চর্য! হুবহু এক রকম···কোনো প্রভেদ নেই···

উদিত : হ্যাঁ, গলার স্বর পর্যন্ত এক! কাল প্রাসাদে ওকে প্রথম দেখেই আমাব মনে হয়েছিল বুঝি শঙ্কর সিংকে ওরা নিয়ে গেছে। তাই ওখান থেকে বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছিলাম শক্তিগড় দুর্গে। সেখানে গিয়েও শঙ্কর সিংকে দেখতে পেলাম। তখনই বুঝলাম যে সিংহাসনে বসেছে নকল রাজা।

ময়ূব : ঐ নকল রাজাকে দিয়েই ওরা আসলের কাজ মিটিয়ে নিতে চায় কুমার।

উদিত : কিন্তু কে···কে ঐ নকল শঙ্কর সিং? কী ওর আসল পরিচয়?

ময়ূর : ও মাথা এদেশের নয় বন্ধু—মনে হয় বিদেশেব।

উদিত : কেমন ক'রে ঐ মাথা উড়িয়ে দেওয়া যায় ময়ূর? আমার একমাত্র আশা-আকাঙ্খা ছিল ঝিন্দেব রাজ-সিংহাসন। তা আমিও পেলাম না, আমার ভাইও পেল না; কোথাকার একটা বিদেশী উড়ে এসে জুড়ে ব'সল—আমার এতদিনেব সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল।

ময়ূর : ধৈর্য হারিও না। ধীরে বন্ধু, ধীবে!

উদিত : এইবার তাহলে শেষ চেষ্টা করি—আসল শঙ্কর সিংকে সকলের সামনে বার করি।

ময়ূর : তাহলে আরো বিপদ। কিছু প্রমাণ করতে পারবে না, কৈফিয়ৎ দিতে পারবে না ; তাছাড়া শঙ্কর সিংকে আটক করা হয়েছে, সে তোমার বিপক্ষে বলবে।

উদিত : তাহলে উপায়— ?

ময়ূর : উপায়—একে সরিয়ে দেওয়া !

উদিত : কিন্তু এর চারিদিকে কড়া পাহারা। তাছাড়া এ মদ খায় না যে মাতাল ক'রে সরিয়ে দেবে।

ময়ূর : মতলব কি এক রকম হয় বন্ধু ! ধর, সকলের সামনে ঐ নকল শঙ্কর সিংয়ের মৃত্যু হ'ল—

উদিত : মৃত্যু !

ময়ূর : মৃত্যু। আসল শঙ্কর সিংকে তুমি দুর্গে হত্যা করলে—তাহলে উত্তরাধিকার-সূত্রে সিংহাসন কে পাবে কুমার ?

উদিত : তাই কর বন্ধু, তাই কর। তা যদি পার—আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আমি রাজা হয়ে ধনঞ্জয়কে বরখাস্ত ক'রব—তুমি হবে এই রাজ্যের ফৌজী-সর্দার।

ময়ূর : তাহলে শোন কুমার, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি। সেই ব্যবস্থামত কাজ হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

উদিত : তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনা ময়ূর।

ময়ূর : পারবে, পারবে, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই পারবে। মনে আছে তোমার—আজ সন্ধ্যায় কিস্তার জলে নৌবিহার ?

উদিত : হ্যাঁ—

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ—ঐ নৌবিহারেই নকল-রাজার রাজাগিরির যবনিকাপাত !

উদিত : ময়ূর— ?

ময়ূর : হ্যাঁ বন্ধু। দরবার থেকে বেরিয়ে আমি প্রহ্লাদের কাছে যাই, তাকে সেই মত ব্যবস্থা করতে বলেছি।

উদিত : কী ব্যবস্থা?

ময়ূর : একটা সরু ছুঁচমুখো নৌকো জোগাড় করতে বলেছি।

উদিত : ছুঁচমুখো নৌকো!

ময়ূর : হ্যাঁ, সেই মুখটা হবে ইস্পাতের।

উদিত : তা দিয়ে কী করবে?

ময়ূর : নৌবিহার! হাঃ হাঃ হাঃ—

(প্রহ্লাদের প্রবেশ)

এই যে বন্ধুবীর প্রহ্লাদ! তোমার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কী খবর বল।

প্রহ্লাদ : আজ্ঞে, সুখবর। আপনার কথামত কাজ হয়েছে।

ময়ূর : তাহলে সব তৈরী?

প্রহ্লাদ : তৈরী। সন্ধ্যের সময় এই বাগানবাড়ীর পিছনে নদীর ঘাটে আপনার ছিপ এসে ভিড়বে।

ময়ূর : সাবাস্! সঙ্গে কারা থাকবে?

প্রহ্লাদ : জন-কয়েক বিশ্বাসী লোক।

ময়ূর : আমার কথা মত কাজ করতে তারা পারবে?

প্রহ্লাদ : নিশ্চয়। তারা সব কাজে ওস্তাদ। তাদের লক্ষ্য কখনো ফসকায় না—সাধু ভাষায় যাকে বলে 'অব্যর্থ'।

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ—তাহলে সেই অব্যর্থ বাণই আমি ছুঁড়ব! তুমি যাও প্রহ্লাদ, আর দেরি ক'রো না। তাদের জানিয়ে দাও—কাজ শেষ হ'লে তারা প্রচুর পুরস্কার পাবে।

প্রহ্লাদ : যো হুকুম—

ময়ূর : আর একটা কথা। কেউ যেন একথা ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে। যদি পারে—তাহলে তোমাকে আস্ত রাখব না! যাও—

[প্রহ্লাদের প্রস্থান

কী ভাবছ কুমার? ইচ্ছা হয় তুমিও আমার সঙ্গে নৌকোয় আসতে পার।

উদিত : না—তোমার অভিপ্রায় আমি জানতে পারছিনা, তাই তোমার সঙ্গে থাকবার সাহসও আমার নেই। তাছাড়া ওদের সঙ্গে আমাকেও নৌবিহারে যোগ দিতে হবে- নইলে সন্দেহ করবে।

ময়ূর : বেশ—তাহলে তুমি সব সময় রাজ-বজরার পিছনে থেকো, আর ওরা যেন জানে যে আমি তোমারই সঙ্গে আছি।··· হ্যাঁ, আমার এই পোশাকের আর এক প্রস্থ যেন তোমার কাছে থাকে। হয়তো তোমার বজরায় আমাকে আশ্রয় নিতে হবে।

উদিত : কখন?

ময়ূর : যখন কিস্তার বুকে ঝাড়-লণ্ঠনের আলোগুলো হঠাৎ নিভে যাবে, আর সেই অন্ধকারে জাগবে আর্তনাদ! হাঃ হাঃ হাঃ—

রহস্যময় হাসি হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় দৃশ্য

ঝড়োয়া রাজপ্রাসাদ

সুসজ্জিত কক্ষ। কক্ষের মধ্যস্থলে রাণীর একটি উৎকৃষ্ট আসন রহিয়াছে, তাহার দুইদিকে আরও দুইটি আসন। পিছনদিকের বারান্দা দিয়া কিস্তার দৃশ্য চোখে পড়ে। দূর হইতে বাজি-বাজনার আওয়াজ ও কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া কস্তুরী ও কৃষ্ণা সখি-পরিবেষ্টিত হইয়া নৌবিহার দেখিতেছে, তাহাদের মুখে চাঁদের আলো পড়িয়াছে।

কস্তুরী : দ্যাখ্ দ্যাখ্ কৃষ্ণা—কি সুন্দর বজরা! কেমন পালের ভরে দুলে দুলে চলেছে!

কৃষ্ণা : হুঁ…আর ঐ দ্যাখো ময়ূরপঙ্খী—ওতেই মহারাজা আছেন।

কস্তুরী : কিন্তু ওটা কি—তীরবেগে ময়ূরপঙ্খীর দিকে ছুটে আসছে—?

কৃষ্ণা : একটা সরু নৌকো।

সখীরা : হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো—

কস্তুরী : কিন্তু কেন সরু নৌকোটা ময়ূরপঙ্খীর দিকে অমন ছুটে আসছে?

(নেপথ্যে কোলাহল)—

"সামাল্! সামাল্! হুঁসিয়ার!·· এই—খবরদার! তফাৎ যাও!"

ভীষণ সংঘাতের শব্দ। রাণী ও সখীরা চমকাইয়া উঠিল।

কৃষ্ণা : সখি! সখি!

কস্তুরী : কে যেন ছিটকে জলে প'ড়ে গেল কৃষ্ণা…

কৃষ্ণা : হ্যাঁ—মহারাজ বলে মনে হ'ল। আমি আসছি সখি, আমি আসছি—

দ্রুত প্রস্থান করিল, সঙ্গে সখীরাও গেল। কস্তুরী চঞ্চল হইয়া একবার দরজার কাছে আসেন আবার বারান্দায় যান। বিজয়লাল দ্বারপ্রান্তে আসিয়া অভিবাদন করিল।

বিজয় : রাণীজী—

কস্তুরী কে! বিজয়লাল—

বিজয় : হ্যাঁ রাণীজী। মন্ত্রীমশাই আমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন। ঝিন্দের মহারাজা নৌদুর্ঘটনায় কিস্তার জলে প'ড়ে গেছেন, তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

কস্তুরী : এখনি যাও বিজয়লাল—মন্ত্রীমশাইকে বল, উপযুক্ত লোক নিয়ে তিনি যেন শীঘ্রি মহারাজকে উদ্ধার করেন।

(অনঙ্গদেওয়ের প্রবেশ)

অনঙ্গ : মা কস্তুরী, চিন্তার কারণ নেই—মহারাজকে উদ্ধার করা হয়েছে।

[বিজয়লালের প্রস্থান

কস্তুরী : কিন্তু মন্ত্রীমশাই···

অনঙ্গ : কোনো ভয় নেই মা—তাঁর আঘাত খুব সামান্য। নীচের ঘরে কৃষ্ণা তাঁর শুশ্রূষা করছে, এখনি তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

কস্তুরী তিনি যে উদ্ধার পেয়েছেন এ খবরটা ঝিন্দে পাঠিয়ে দিন।

অনঙ্গ : তাঁকে উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গেই সে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি মা।

কস্তুরী ভালই করেছেন।

অনঙ্গ : কিন্তু মা, তিনি আজ ঝড়োয়ার মহামান্য অতিথি। তাঁর অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি রাখা চলবে না। আমি কৃষ্ণাকে ব'লে এসেছি, তিনি সুস্থ হলেই সে যেন তাঁকে এখানে নিয়ে

আসে। তুমি তাঁর যোগ্য সম্বর্ধনা করো মা। (প্রস্থানোদ্যত হইয়া) ঐ যে, কৃষ্ণা মহারাজকে নিয়ে আসছে। আমি চল্লাম—

প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণা ও অন্যান্য সখিদের সহিত গৌরীশঙ্কর প্রবেশ করিল, তাহার পরনের ভিজা পোশাকের উপর ড্রেসিং-গাউন।

কৃষ্ণা : আসুন—

গৌরী : এ কোথায় নিয়ে এলেন ?

কৃষ্ণা : স্বর্গে!

গৌরী : ও! তাহলে আপনারা বুঝি সব অপ্সরী ?

কৃষ্ণা : ধরেছেন ঠিক। আমার নাম উর্বশী, এই যে অষ্টাদশী মোহিনীকে দেখছেন—ইনি মেনকা, পাশে রম্ভা—

গৌরী : (গম্ভীরভাবে) কাঁচা না পাকা ?

রম্ভা : বিচার ক'রে বলুন।

গৌরী : নেহাৎ কাঁচা বলা চলে না, দিব্যি রং ধরেছে!

সখীরা হাসিয়া ওঠে। গৌরী কস্তুরীকে দেখাইয়া বলে—

আর উনি—উনি বুঝি তিলোত্তমা ?

কৃষ্ণা : না। দেবী কস্তুরীবাঈ—আপনার রাণী, আর ইনি তোমার বর—দেবপাদ মহারাজ শ্রীশঙ্কর সিং!·· পরিচয় তো হয়ে গেল, এবার আপনার ভিজে পোশাক ছেড়ে ফেলতে হবে। নাও সখি, অভ্যর্থনা কর। আমি ওঁর উপযুক্ত পোশাক জোগাড় ক'রে আনি।

সখীদের চলিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণা প্রস্থান করিল, সখীরাও তাহার অনুবর্তিনী হইল।

কস্তুরী : আপনি বসুন।

গৌরী : পোশাকটা ভিজে—এখন থাক।

কস্তুরী : আপনি···আপনি কি খুব আঘাত পেয়েছেন ?

গৌরী : না। খুব আঘাত পেলে জল থেকে আর উঠে আসতে হ'ত না।

কস্তুরী : আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার আঘাত তত বেশী নয়।

কৃষ্ণা ঘাগরা-শাড়ী-চোলি-ওড়না ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণা : এই নিন মহারাজ—আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে এগুলো পরুন। (কাপড়-জামা দিল)

গৌরী : একি ! এগুলো আমায় পরতে হবে !

কৃষ্ণা : উপায় কি বলুন ! ঝড়োয়ার রাণীমহলে পুরুষ বলতে কেউ নেই, তাই পুরুষের পোশাক জোগাড় করা গেল না। এগুলো সব কস্তুরীবাঈয়ের। প'রে দেখুন—স্বস্তি না পেলেও সুখ পাবেন নিশ্চয়ই !

মুখ টিপিয়া কস্তুরীকে ঠেলা দিল, কস্তুরী মুখ ঘুরাইল। গৌরী একখানা চেলি ঘরের মেঝেয় ছুঁড়িয়া দিল, কৃষ্ণা হাসিয়া উঠিল।

গৌরী : ভাল হচ্ছেনা কিন্তু ! শাস্তি পেতে হবে।

কৃষ্ণা : এবার আমার সঙ্গে পাশের ঘরে আসুন—সেখানে পোশাক ছাড়বেন।

কৃষ্ণা গৌরীকে লইয়া বাহির হইয়া গেল, কস্তুরী ধীরে ধীরে সেইদিকে ফিরিয়া মুগ্ধভাবে চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল, কস্তুরীর চিবুক ধরিয়া বলিল—

কেমন দেখলে সখি ?

কস্তুরী : তুই কেমন দেখলি বল্ ?

কৃষ্ণা : আমি তো দেখলুম রাজাকে, কিন্তু তুমি—? বর পছন্দ হয়েছে তো ?

কস্তুরী : তুই বড্ড জ্বালাস্ কৃষ্ণা !

কৃষ্ণা : তাহলে মনে ধরেছে !···সত্যি, ওঁর নামে কত কথাই না আমরা শুনেছি। রাজপুত্রেরা বেশির ভাগই তো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকেন, তাই ওঁর সম্বন্ধে সে-সব কথা আমাদের অবিশ্বাস হয়নি। আজ মহারাজকে দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম তার অধিকাংশই মিথ্যে কথা।

কস্তুরী : সব মিথ্যে কথা কৃষ্ণা—একটা কথাও সত্যি নয় !

কৃষ্ণা : আজ আমার প্রাণে শান্তি ফিরে এসেছে ভাই, বুঝেছি এই অনাঘ্রাত ফুলটি এবার সত্যিই মহেশ্বরের পায়ে পড়বে।

কস্তুরী : কৃষ্ণা—

কৃষ্ণা : পুরুষ মানুষের চাউনি দেখেই ধরা যায় সে ভাল কি মন্দ। আজ উনি তোমার পানে চাইলেন--মনে হল যেন চোখ দিয়ে তোমার আরতি করলেন। যার মেয়েদের ওপর লোভ থাকে, সে এমন ক'রে চাইতে পারে না।

কস্তুরী : তুই যা কৃষ্ণা, ওঁর জন্য একটু সরবতের ব্যবস্থা কর্।

কৃষ্ণা : বেশ যাচ্ছি। সখা যতক্ষণ না আসছেন তুমি ততক্ষণ এই নিভৃতে নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁরই ধ্যান কর।

কস্তুরী : আঃ দূর হ !

কৃষ্ণা হাসিতে হাসিতে পলাইল। গৌরীশঙ্কর প্রবেশ করিল—তাহার পরনে দামী শাড়ী, গায়ে ওড়না। তাহাকে দেখিয়া কস্তুরী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, তারপর নতমুখে রহিল।

গৌরী : সবাই মিলে আমাকে সং সাজিয়ে দিয়েছে !

কস্তুরী : (নিজের আসন দেখাইয়া) আপনি এইখানে বস্থন।

বসিতে গিয়া কস্তুরীর চোখে চোখ পড়িল—

গৌরী : না না, ওটা রাণীর আসন। আমি এইখানে বসছি।

মদের গ্লাস হাতে কৃষ্ণা আসিয়া দাঁড়াইল।

কস্তুরী : আপনি আজ আমাদের অতিথি। এইখানেই বস্থন—

কৃষ্ণা : শুধু অতিথি নয়—ভবিষ্যৎ মালিকও বটে!

গৌরী : মালিক! না, না…হ্যাঁ…কিন্তু আমি নদী সাঁতরে মালিকানা স্বত্ব দাবী করতে আসিনি।

কৃষ্ণা : একদিন না একদিন তো আসতেই হবে—তা সে নদী সাঁতরেই হোক, আর হাতীর পিঠে চেপেই হোক।

গৌরী : ভবিষ্যতের আলোচনা এখন থাক।

কৃষ্ণা : সেই ভাল। এখন আপনি এটা খেয়ে নিন—

গৌরী গ্লাস লইয়া মুখের কাছে আনিল, তারপর চকিত-বিস্মিত চোখ তুলিল।

গৌরী : এ কি মদ!

কৃষ্ণা : হ্যাঁ। আপনি জলে ভিজেছেন, এটা খেলে উপকার হবে।

গৌরী : মদ তো আমি খাই না।

কৃষ্ণা ও কস্তুরী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পর চাহিল।

অর্থাৎ আর খাই না।

(কৃষ্ণা গ্লাস লইয়া চলিয়া গেল)

কস্তুরী : মহারাজ! শুনেছিলাম…

গৌরী : আমার মদ খাওয়ার কথা তো?

কস্তুরী : হ্যাঁ—

গৌরী : মদ আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

কস্তুরী : মদ ছেড়ে দিয়েছেন—

গৌরী : হ্যাঁ।

কস্তুরীর দুচোখে আনন্দের দীপ্তি। কৃষ্ণা দুধের গ্লাস আনিল, কস্তুরী তাহার হাত হইতে গ্লাস লইয়া মহারাজকে দিল—

কস্তুরী : গরম দুধ—

গৌরী পান করিল, কৃষ্ণা শূন্য গ্লাস লইয়া চলিয়া গেল। কস্তুরী আসন গ্রহণ করিল।

তখন কি হয়েছিল বলুন তো? আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে জল-বিহার দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কি যে হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না।

গৌরী : কী যে হ'ল সেটা আমিও ভাল বুঝতে পারছি না। বাঁটুল থেকে যেমন গুলি বেরিয়ে যায়, ঠিক তেমনি ছিটকে আমি কিস্তার জলে পড়লাম—অন্ধকারে অন্ধের মত সাঁতার কেটে চ'লে এলাম ঝড়োয়ার রাণী-মহলে। তারপর চোখ মেলে দেখি সামনেই উর্বশী—

নৃত্যছন্দে প্রবেশ করিল কৃষ্ণা ও অন্যান্য সখীরা। কিছুক্ষণ নৃত্য চলিল—

কৃষ্ণা : কই কিছু বললেন না? সখিকে পেয়ে বুঝি ভুলে গেলেন!

(কটাক্ষ হানিল)

গৌরী : না না, ভুলব কেন উর্বশী!

সখীরা : তাহলে আমাদের বকশিস— ?

গৌরী : তোমাদের বিয়ে হয়েছে?

১মা : না—শুধু উর্বশী কৃষ্ণার বিয়ের ঠিক হয়েছে।

গৌরী : তাহলে কৃষ্ণা ছাড়া আর সবাই একটি ক'রে বর পাবে।

(সখীরা হাসিয়া উঠিল)

২য়া : কিন্তু কবে ?

গৌরী : খুব শীঘ্রি—প্রাসাদে ফিরে গিয়ে পাঠিয়ে দেব।

১মা : অশেষ দয়া আপনার !

২য়া : তার আর প্রয়োজন হবে না মহারাজ। আমরা মনের মত বর নিজেরাই জোগাড় করতে পাবি !

(সখীরা হাসিয়া উঠিল)

গৌরী : ভ্যাখো উর্বশী, একটা বড় ভুল হয়েছে। আমার প্রাসাদে খবর পাঠানো হয়নি, তারা হয়তো ভাবছে।

কৃষ্ণা : বা-বে, আপনার সামনেই তো মন্ত্রীমশাই খবর পাঠালেন। আপনার মনের যে-বকম অবস্থা—প্রজাদেব পক্ষে মোটেই অনুকূল নয় !

গৌবী : প্রজাপতিদেব মধ্যে প'ড়ে প্রজাদের কথা ভুলে যাওয়া আব বিচিত্র কি।

কৃষ্ণা : আমরা কি প্রজাপতি ?

গৌরী : তুমি ছাড়া সবাই।

কৃষ্ণা : আমি তাহলে কী ?

গৌবী : ভীমরুল !

কৃষ্ণা : কেন ?

গৌরী : মধুর দিকেও লোভ আছে, আবার হুল ফোটাতেও ছাড় না !

কৃষ্ণা : বা-বে ! (হঠাৎ হাসিয়া) কখন হুল ফোটালাম ?

গৌরী : যখন শাস্তি দেব, তখন বুঝবে—

কৃষ্ণা : শাস্তি পাবাব কথা তো নয়, এতক্ষণ ধ'রে নাচ দেখালাম—

কস্তুরী : আঃ কৃষ্ণা, কেন ওঁকে বিরক্ত করছিস্ ? একটু বিশ্রাম করতে দে না। আজকের এই আনন্দের দিনটা ওঁর কষ্টে কষ্টেই গেল !

অনঙ্গ : (নেপথ্যে) কই, মা-কৃষ্ণা !

কৃষ্ণা : একি, মন্ত্রীমশায় !···আসুন--

কস্তুরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অনঙ্গদেও প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয় দৃশ্যটা একবার দেখিয়া লইয়া ভ্রূকুটি করিলেন।

অনঙ্গ : সর্দার ধনঞ্জয় মহারাজকে নিতে এসেছেন।

ধনঞ্জয় : (কঠিন স্বরে) মহারাজ, আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘোড়া এনেছি। এখনি ঝিন্দ্-প্রাসাদে ফিরতে হবে।

অনঙ্গ : মহারাজ এমন আকস্মিক ভাবে এলেন যে তাঁর সমুচিত সেবা করতে পারলাম না—

গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর কস্তুরীর দিকে চাহিয়া বলিল—

গৌরী : তাহলে আজ যাই ?

কস্তুরী গৌরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া যুক্তকরে অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল—

কস্তুরী : আসুন—

গৌরী কস্তুরীকে তুলিতে গিয়া থামিয়া গেল, তারপর দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে কড়াস্বরে বলিল—

গৌরী : চল সর্দার !

চতুর্থ দৃশ্য

ঝিন্দে কুমার উদিত সিংয়ের বাগানবাড়ী

(উদিত সিং ও ময়ূরবাহন)

উদিত : দুর্ভাগ্য···দুর্ভাগ্য ময়ূর! এত চেষ্টা ক'রেও শেষ করতে পারলে না। প্রাণ নিয়ে সে কিনা ঝড়োয়ায় গিয়ে উঠল! উঃ·· অসহ্য! অসহ্য!

ময়ূর : অধীর হয়ো না বন্ধু, অধীর হয়ো না। সুযোগ আবার আসবে।

উদিত : সুযোগ! সুযোগ! চোখের সামনে দিয়ে এমন সুযোগ চ'লে গেল, অথচ কিছুই হ'ল না।

(ব্যস্তভাবে স্বরূপদাস প্রবেশ করিল)

স্বরূপ : হুজুব—

উদিত : কি খবর স্বরূপদাস?

স্বরূপ : আজ্ঞে হুজুব, স্বরূপদাস আজ যে খবর নিয়ে এসেছে, মনে করুন না সে-খবব আর কেউ আনতে পারত না।

উদিত : কি ব্যাপাব শীঘ্র বল।

স্বরূপ : এবাবে একটু মোটা রকমেব বকশিস্ করতে হবে হুজুর। জানেন তো আমাব সংসারের অবস্থা। ছেলেপুলে নিয়ে মনে করুন না আমি তো একেবারে ইয়ে হ'য়ে গেছি। একটু বিবেচনা করবেন।

উদিত : করব। আগে বল কি খবর এনেছ?

স্বরূপ : বলব কি হুজুর—হে-হে, বলতে গিয়ে আনন্দে মনে করুন না দম আটকে আসছে।

ময়ূর : স্বরূপদাস!

স্বরূপ : (ঢোঁক গিলিয়া) বলছি কি হুজুর—খবর পেয়েছি, মহারাজের নাম গৌরীশঙ্কর রায়···মনে করুন না···বাঙালী···

উদিত : বাঙালী!

ময়ূর : বাঙালী! তার এত দুঃসাহস!

স্বরূপ : হ্যাঁ, হুজুর, মনে করুন না তাই তো দেখছি।

উদিত : তুমি কেমন ক'রে জানলে স্বরূপ?

স্বরূপ : টেলিগ্রাফিস্ট বৃজ্‌লাল আমাকে ডেকে সব বললে।

উদিত : কী বললে?

স্বরূপ : গৌরীশঙ্কর রায়ের একখানা টেলিগ্রাম কাল বিকেলে এখান থেকে কোলকাতায় গেল। তাতে লেখা আছে—

(একখানি কাগজ বাহির করিল)

ময়ূর : কী লেখা আছে?

স্বরূপ : (পড়িল) "চিন্তা নাই। শুভকার্য হইয়া গিয়াছে, কোনো গোলমাল হয় নাই। মাঝে মাঝে খবর দিব। উপস্থিত চিঠিপত্র লিখিবে না।"···এখন মনে করুন না ব্যাপারখানা কি!

উদিত : হুঁ! সংবাদ সত্যি?

স্বরূপ : হ্যাঁ হুজুর।

উদিত : ধন্যবাদ।

স্বরূপ : আর পুরস্কার—?

উদিত : যথাসময়ে পাবে। বৃজ্‌লালকেও আসতে ব'লো।

স্বরূপ : বলব হুজুর। এবার আমি যাই। আমাকে আবার মনে করুন না দুপুরে স্টেশনে হাজির থাকতে হবে। জানেন তো, আমি হচ্ছি ঝিন্দের সিং দরজার প্রহরী। আমার

হুকুম ছাড়া কেউ এখান থেকে বেরোতেও পারে না, এখানে ঢুকতেও পারে না।

ময়ূর : যাও, যাও—

[স্বরূপদাসের প্রস্থান

উদিত : ময়ূর, শেষে কিনা একটা বাঙালী এসে আমাদের ওপর রাজত্ব করবে, আর তাই আমাদের মানতে হবে!

ময়ূর : না, এ কিছুতেই হতে দেব না।

উদিত : ওদেব সিতাবা এখন বুলন্দ্‌—ভাগ্য সুপ্রসন্ন! তুমি যত চেষ্টাই কব, কিছু করতে পারবে না।

ময়ূর : আলবৎ পারব। ভাগ্যের চাকা আমি আবার ঘুরিয়ে দেব। আমাকে একটু ভাবতে দাও কুমার।

উদিত : আর কত ভাববে, যা কববার শীঘ্রি কর। এ অপমান আর সহ্য হয় না—এর চেয়ে জঙ্গলে বাস করা ভাল।

ময়ূর : (একদৃষ্টে উদিতের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া) জঙ্গল! ব্যস্—কাম ফতে! জঙ্গল! শিকার!

উদিত : কী আবোল-তাবোল বকছ?

ময়ূর : বুঝতে পারলে না? শিকাবেব অছিলায় রাজাকে তোমার শক্তিগড়ে নিয়ে যেতে হবে।

উদিত : তুমি কি মতলব করছ একেও দুর্গে বন্দী ক'রে রাখবে? এ তোমার আকাশ-কুসুম কল্পনা ময়ূর! যদি রাজা শক্তি-গড়ে যায় তো সর্দাব ফৌজ নিয়ে সঙ্গে থাকবে।

ময়ূর : থাকুক—আমি কৌশলে কার্যসিদ্ধি করব।

উদিত : কী কৌশল?

ময়ূর : সে কথা এখন নয়। আগে তুমি রাজাকে তোমার শক্তিগড়ের জঙ্গলে শিকারে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে

একখানা পত্র লিখে, আমায় দাও। তারপর সুরু হবে আমাদের কৌশল। চল এখন শক্তিগড়ে ফেরা যাক্।

উদিত : কেন—আসল শঙ্কর সিংকে সরাবে নাকি?

ময়ূর : না বন্ধু, আগে নকল শেষ না ক'রে আসলে হাত দেব না!

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

ঝিন্দ—প্রাসাদ-কক্ষ

প্রাতঃকাল।…গৌরীশঙ্কর ও রুদ্ররূপ আসীন। গৌরীশঙ্করের হাতে একখানি তরবারি।

গৌরী : রুদ্ররূপ, ঝিন্দের সবচেয়ে ভাল তলোয়ারবাজ কে?

রুদ্র : বোধহয় সর্দার ধনঞ্জয়·· না না, ময়ূরবাহন।

গৌরী : বল কি! সর্দারও তো খুব ভাল খেলোয়াড়। আজ সকালে আমাকে ছোট্ট একটা প্যাঁচে হারিয়ে দিলে!

রুদ্র : হ্যাঁ, সর্দারজিও ভাল খেলোয়াড়, বিশ বছর আগে হ'লে ময়ূরবাহনকে হারাতে পারতেন। কিন্তু এখন কিছু বলা যায় না।

গৌরী : আর তুমি?

রুদ্র : আমিও জানি মহারাজ। তবে ময়ূরবাহন কিম্বা সর্দার আমাকে বাহাকে সাবাড় করতে পারেন।

গৌরী : আচ্ছা, তুমি ময়ূরবাহনের সঙ্গে লড়তে পার?

রুদ্র : (একটু হাসিয়া) হুকুম পেলেই পারি।

গৌরী : মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও—?

রুদ্র : মৃত্যুকে আমি ভয় করি না।

গৌরী : কাকে তোমার ভয়, ঠিক ক'রে বল তো রুদ্ররূপ?

রুদ্র : কি জানি। আপনি রাজা—আপনাকে সম্মান করি; সর্দারকেও সম্মান করি। কিন্তু ভয় কাউকে করি না।

গৌরী : (গম্ভীরভাবে) আমি জানি তুমি একজনকে ভয় কর।

রুদ্র : (চকিত হইয়া) কাকে ?

চম্পা থালার উপর সরবতের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল। গৌরী তাহার পানে একবার চাহিল।

গৌরী চম্পাকে।

চম্পাকে দেখিয়া রুদ্ররূপ সঙ্কুচিত হইল।

চম্পা : তুমি আবার এই সকালে মহারাজকে জ্বালাতন করছ! বলি তোমার কাজ ঘরের ভেতর, না দরজায় ?

রুদ্র : দ-দরজায়।

চম্পা : শোন, মহারাজ যখন ডাকবেন—তুমি আসবে, কথা শুনবে, আবার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে। ওঁর সঙ্গে গল্প করা তোমার কাজ নয়,—বুঝেছ ?

রুদ্র : হ্যাঁ...হ্যাঁ চম্পা—

চম্পা : যাও—আর যেন কোনদিন তোমাকে মনে করিয়ে দিতে না হয় !

(রুদ্ররূপ দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল)

মহাবাজ, আপনার সরবৎ—

গৌরী : (হাসিয়া) এস চম্পা। তুমি কি রাত্রে ঘুমোও নি ?

চম্পা : হ্যাঁ, আপনি ফিরে আসার পর খানিক ঘুমিয়েছিলাম তো!

গৌরী : কিন্তু এরই মধ্যে কখন উঠলে, আর কখনই বা সরবৎ তৈবী করলে ?

চম্পা : আমি না উঠলে মহলের যে আর কেউ ওঠে না। আমাকে উঠে সকলকে কাজে লাগাতে হয়।

গৌরী : এখানে সবাই তোমাকে ভয় করে, না চম্পা ?

চম্পা : হ্যাঁ—

গৌরী : বিশেষত রুদ্ররূপ—

চম্পা : (রুদ্ররূপকে একবার দেখিয়া) ও ভারি বোকা—একটা কথা বললে যদি ও বোঝে! তাই কেবলই বকতে হয়।··· নিন—

গৌরী : (পান করিয়া) আঃ! সত্যি চম্পা, তোমার জন্যই ঝিন্দের রাজাগিরি কোনোমতে বরদাস্ত করছি। তোমার বিয়ের পর তুমি যখন চ'লে যাবে আমি তখন খুব অসুবিধেয় পড়ব। তাই যাতে না যাও তার ব্যবস্থা করছি।

চম্পা : কী ব্যবস্থা করছেন?

গৌরী : তোমার বিয়ের ব্যবস্থা।···এবার রুদ্ররূপেরও একটা বিয়ে দিতে হবে। আমার আশে-পাশে যারা থাকে তাদের আমি সুখী দেখতে চাই।

রুদ্ররূপের মুখে হাসি ফুটিল। চম্পা শূন্যপাত্র লইয়া প্রস্থানের সময় রুদ্ররূপকে মৃদু ভর্ৎসনা করিল।

চম্পা : আবার হাসি হচ্ছে! [দ্রুত প্রস্থান করিল

গৌরী : রুদ্ররূপ, এদিকে এস—

রুদ্র : (ইতস্ততঃ করিয়া) আজ্ঞে, আবার যদি···

গৌরী : আমি আদেশ দিচ্ছি।

তৎক্ষণাৎ রুদ্ররূপ অভিবাদন করিয়া কাছে আসিল।

তুমি চম্পাকে ভয় কর, না ভালবাসো?

রুদ্র : (নতমুখে) আজ্ঞে···

গৌরী : ভালই যদি বাসো, ওকে বিয়ে কর না কেন?

রুদ্র : আজ্ঞে, ওর বাবা ত্রিবিক্রম সিং আমার সঙ্গে চম্পার বিয়ে দেবেন না—আমি গরীব।

গৌরী : গরীব! রাজার পার্শ্বচর গরীব!

রুদ্র : আজ্ঞে···আমরা পুরুষানুক্রমে সিপাহী, আমাদের টাকাকড়ি নেই—

গৌরী : হুঁ। তুমি কখনো প্রস্তাব ক'রে দেখেছ?

রুদ্র : আজ্ঞে না।

গৌরী : চম্পা তোমার মনের কথা জানে?

রুদ্র : সে এখনও ছেলেমানুষ—তাছাড়া ওর বাবা মস্ত বড়মানুষ, রাজ্যের প্রধান শেঠ—

গৌরী : (একটু নীরব) রুদ্ররূপ, তোমার কি মনে হয় দারিদ্র ভালবাসার পথে এতই বড় বিঘ্ন? না, তা নয়। তুমি হতাশ হ'য়ো না।

রুদ্র : ঐ সর্দার আসছেন। তাঁকে···তাঁর সামনে···

গৌরী : না না, তোমার কোনো ভয় নেই।

রুদ্ররূপ দ্বারে দাঁড়াইল। ধনঞ্জয় গম্ভীরমুখে প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন।

এস সর্দার—

ধন : রুদ্ররূপ, দেওয়ান বজ্রপাণিকে খবর দাও।

[রুদ্ররূপের প্রস্থান

কাল ঝড়োয়ায় রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আপনার উচিত হয়েছে কি?

গৌরী : আমি সাক্ষাৎ করিনি সর্দার, ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ধন : নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যান নি—রাণী শঙ্কর সিংযের বাগদত্তা?

গৌরী : না সর্দার। পরদ্রব্যের প্রতি আমার লোভ নেই, কিন্তু··· যাক, ওসব কথা বাদ দাও।

বজ্রপাণির প্রবেশ)

আসুন দেওয়ানজি। কালকের ঐ ব্যাপারের পর আর আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে চাই না। দেওয়ানজি, সে সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা দরকার।

বজ্র : কিন্তু এই নিয়ে বেশি হৈ চৈ করলে রাজ্যময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে। আচ্ছা, আপনি কি ঠিক জানেন যে ময়ূরবাহনই আমাদের বজরায় ধাক্কা দিয়েছিল ?

গৌরী : হ্যাঁ। ধাক্কা লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই যে-হাসি আমি শুনেছিলাম তা ময়ূরবাহনের—এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।

ধন : শয়তান ঐ ময়ূরবাহনকে শাস্তি দিতেই হবে।

বজ্র : তাহলে তার অপরাধ সকলের সামনে সাবুদ করতে হবে।

ধন : রাজার হুকুমে তাকে ধ'রে এনে যদি কয়েদ করি কিম্বা কোতল করি—

বজ্র : সিংহাসনে ব'সেই রাজা যদি তাকে বিনা বিচারে কোতল করেন তাহলে রাজ্যে ভীষণ অশান্তি হবে। সেই সুযোগে উদিত দেশের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলবে।

ধন : তাহলে আপনি কী করতে বলেন ?

বজ্র : শঙ্কর সিং শক্তিগড়ে আছেন কিনা, খুব গোপনে তার সন্ধান নিতে হবে। কারণ এটা আমাদের অনুমান।

ধন : তাহলে এখন থেকে নিজেরাই অনুসন্ধান করব।

বজ্র : কিন্তু সাবধান—সে-কথা যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে!

(রুদ্ররূপের প্রবেশ)

রুদ্র মহারাজ, ঝড়োয়া থেকে একজন ঘোড়সওয়ার এসেছে। সে আপনার দর্শন চায়।

ধন : কী জন্য, তা কিছু বলেছে ?

রুদ্র : বলছে, রাজার সঙ্গে তার গোপনীয় কথা আছে।

ধন : তার নাম ?

রুদ্র : হাবিলদার বিজয়লাল।

ধন : (গৌরীকে) আপনি একে চেনেন ?

গৌরী : না।

ধন : আচ্ছা, তাকে নিয়ে এস।

[রুদ্ররূপের প্রস্থান

গৌরী : দেওয়ানজি, আপনাকে আটকে রাখতে চাই না, আপনি এখন আসতে পারেন।

বজ্রপাণি প্রস্থান করিলেন। ধনঞ্জয় রিভলবার বাহির করিয়া জানালায় দাঁড়াইলেন।

ও কি হচ্চে সর্দার ?

ধন : বলা তো যায় না, হয়তো··

রুদ্ররূপের সহিত বিজয়লাল আসিল-এবং গৌরীকে স্যালুট করিল। রুদ্ররূপ দ্বারে দাঁড়াইল।

গৌরী : কে তুমি ?

বিজয় : আমি ভীমরুলের দূত।

গৌরী : ভীমরুলের দূত ! ও—কৃষ্ণা-ভীমরুল ?

বিজয় : (নতমুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ—

গৌরী : সর্দার, তোমার ভয় নেই। হাবিলদার পরিচিত লোকের দূত।

গৌরী বিজয়লালের নিকটে আসিল। ধনঞ্জয় তীব্রদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তারপর—ভীমরুলের খবর কি ?

বিজয় : এই তার পত্র—

পাগড়ীর ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া দিল। গৌরী পড়িল।

গৌরী : কৃষ্ণা লিখেছে—পত্রবাহক বিজয়লাল আমার খুব অনুগত, তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন। তা কৃষ্ণা তোমার কে ?

(বিজয়লাল নতমুখে রহিল)

বুঝেছি, তুমি তার ভাবী সোহর! কিন্তু কৃষ্ণা হঠাৎ যেতে লিখেছে কেন ? আসল কথাটা কী বল তো ?

বিজয় : তা জানিনা মহারাজ। আপনাকে আসতেই হবে।

গৌরী : আচ্ছা, আমি যাব। তুমি ঠিক জায়গায় হাজির থেকো।

বিজয় : থাকব মহারাজ। কিন্তু মনে রাখবেন আজ রাত দশটার সময়—

গৌরী : আচ্ছা—

বিজয়লাল অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। ধনঞ্জয় গৌরীর কাছে আসিলেন।

ধন : ব্যাপার কী ? দূত কিসের ?

গৌরী : কিছু না।

ধন : কিছু না!

গৌরী : শোনো,—আজ রাত্রে একবার নগরভ্রমণে বেরব, কেবল সঙ্গে থাকবে রুদ্ররূপ।

ধন : সে কি! হঠাৎ এরকম—

গৌরী : হ্যাঁ, হঠাৎই স্থির করলাম।

ধন : রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় আপনার যাওয়া তো হ'তে পাবে না।

গৌরী : নিশ্চয়ই হ'তে পারে যখন আমি স্থির করেছি।

ধন : না!

গৌরী : সর্দার!

ধন : এরকম স্থিব করবার কাবণ জানতে পারি কি ?

গৌরী : না।

ধন : বুঝতে পেরেছি, আপনি বাণীব সঙ্গে দেখা কবতে যাচ্চেন। কিন্তু ঝড়োয়ায় যাওয়া কি আপনার উচিত হচ্ছে ?

গৌরী : উচিত কি না সে কথা আমি কাবো সঙ্গে আলোচনা কবতে চাই না।

ধন : বাবুজী!

গৌরী : না! মনে রাখবে সর্দার, আমি ঝিন্দের বন্দী নই-- আপাতত ঝিন্দেব রাজা!

বিশ্রাম

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজার শয়নকক্ষ

পালঙ্কের উপর নিদ্রিত গৌরীশঙ্কর, দ্বারে দাঁড়াইয়া রুদ্ররূপ মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইতেছে। চম্পা প্রবেশ করিয়া রুদ্ররূপকে ভাল করিয়া দেখিল।

চম্পা : এই যে—দিব্যি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মহারাজকে পাহারা দিচ্ছ!

রুদ্ররূপ চোখ চাহিয়া স্যালুট করিতে উদ্যত হইল—

রুদ্র : এঁ্যা·· হ্যাঁ···না, ঘুমুইনি তো—

চম্পা : ঘুমোওনি! আমি নিজের চোখে দেখলুম। যেভাবে পাহারা দিচ্ছিলে, একটা কাঠের পুতুলও সেভাবে পাহারা দিতে পারত।

রুদ্র : আমার অ-অপরাধ হ'য়ে গেছে চম্পা।

চম্পা : ফের যদি কখনো এইভাবে পাহারা দিতে দেখি, তাহলে সর্দারকে ব'লে দেব।

রুদ্র : না চম্পা, আর হবে না। এই তোমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করছি—

চম্পা : (একটু সরিয়া) এই খবরদার, আমার চুল খারাপ ক'রে দিও না।

রুদ্র : হ'লই বা চুল খারাপ। চম্পা, তোমাকে যে-অবস্থাতেই দেখি, মনে হয় এমনটি আর দেখিনি।

চম্পা : ভারি ইয়ে হয়েছে তোমার!

রুদ্র : কীয়ে হয়েছে ?

চম্পা : আস্পর্ধা হয়েছে।

রুদ্র : আস্পর্ধা আবার কখন হ'ল ?

চম্পা : থাক্, তুমি বড় বাজে কথা বল!—এখন চুপ কর। মহারাজের ঘুম ভাঙাতে হবে।

চম্পা জানালা খুলিয়া দিতেই অপরাহ্নের আলো আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

মহারাজ, উঠুন—মহারাজ—

গৌরী : এঁ্যা…

(ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল)

তাইতো…এতক্ষণ ঘুমলাম ?

(আলস্য ভাঙিল)

চম্পা : এবার আপনি উঠে পড়ুন, আমাকে আবার উপঢৌকন নিয়ে ঝড়োয়ায় যেতে হবে।

(বজ্রপাণির প্রবেশ)

গৌরী : ঝড়োয়ায় উপঢৌকন নিয়ে যেতে হবে কেন ?

বজ্র : এইটাই রাজবংশের রেওয়াজ। চম্পা, তুমি ঝড়োয়ায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও—

[চম্পার প্রস্থান

গৌরী : উপঢৌকন পাঠানো রেওয়াজ আছে !

বজ্র : হ্যাঁ মহারাজ, তিলক সম্পন্ন হ'লে ভাবী রাজপত্নীকে বংশের সাবেক অলংকার উপঢৌকন পাঠাতে হয়।

গৌরী : বেশ তো, রেওয়াজ যখন তখন পাঠাতে হবে বৈকি। তা কে এ সমস্ত গয়নাপত্র নিয়ে ঝড়োয়ায় যাবে ?

বজ্র : চম্পা। সঙ্গে থাকবে ত্রিশজন সওয়ার।

গৌরী : বেশ—তাহলে দেওয়ানজি, আর দেরী নয়—আপনি সওগাত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে একবার সর্দারকে নিয়ে এখানে আসবেন। একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আছে।

[বজ্রপাণির প্রস্থান

রুদ্ররূপ—

রুদ্র : মহারাজ—

গৌরী : চম্পাকে ডেকে ওর কাছ থেকে চিঠির কাগজ আর কলমদান চেয়ে রাখবে···খুব চুপিচুপি···বুঝলে? আমি আসছি।

প্রস্থান করিল। রুদ্ররূপ মনে মনে কর্তব্য ঠিক করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল, সহসা দ্বারের বাহিরে চাহিয়া চাপাকণ্ঠে ডাকিল—

রুদ্র : চম্পাদেঈ—চম্পাদেঈ—! (হাতছানি দিয়া) শোনো, শোনো—

চম্পা চুলে ক্লিপ আঁটিতে আঁটিতে প্রবেশ করিল, তাহার অবিন্যস্ত বেশবিন্যাস।

চম্পা : কী—?

হঠাৎ নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি পড়িল, তৎক্ষণাৎ ওড়নাখানি ভালভাবে গায়ে জড়াইল।

কি বলবে বল।

রুদ্র : কেউ এখানে নেই তো? (চারিদিকে চাহিল)

চম্পা : আঃ···যা বলবার শীগগির বল। এখন আমার অনেক কাজ—চুল বাঁধতে হবে, সিঙার করতে হবে, মহারাজের জল-যোগের ব্যবস্থা করতে হবে—

রুদ্র : দাঁড়াও—একবার বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখি, হঠাৎ কেউ না এসে পড়ে। দ`খিল)

চম্পা : কেন—এসে পড়লে কি হবে ?

রুদ্ররূপ দরজার কাছ হইতে ধীরে ধীরে চম্পার দিকে অগ্রসর হয়, চম্পা পিছাইয়া যায়।

রুদ্র : দেখে ফেলতে পারে, শুনে ফেলতে পারে। কাউকে ব'লো না, খুব চুপিচুপি আমাদেব কাজটা ᐧ তে হবে।

চম্পা : কী কাজ ?

রুদ্র : খবরদার, কেউ না জানতে পারে !

(চম্পাব কানের কাছে মুখ আনিয়া)

রাজা চিঠির কাগজ চাইছেন—

চম্পা : (রাগিয়া) চিঠিব কাগজ ! এই তোমার গোপনীয় কাজ !

রুদ্র : (ত্রস্তভাবে) আঃ…চেঁচিয়ো না ! সত্যি বলাছ চম্পা, রাজা ব'লে গেলেন তোমার কাছ থেকে চুপিচুপি চিঠিব কাগজ আর কলমদান চেয়ে রাখতে।

চম্পা : তুমি একটি…তুমি একটি (হঠাৎ হাসিয়া) বুদ্ধু !

[প্রস্থান

রুদ্র : হ্যাঁ !…অ্যাঁ· …

(গৌবীশঙ্করের প্রবেশ)

গৌরী : কই রুদ্ররূপ, কাগজ-কলম কই ?

রাজভৃত্য আসিয়া রুদ্ররূপকে কাগজ ও কলমদান দিয়া গেল।

রুদ্র : এই যে মহারাজ—

গৌরী : তুমি পাহারায় থাকো। যদি সর্দার কিম্বা আর কেউ আসে, ইশারায় জানিয়ো।

গৌরী পত্র লিখিতে বসিল। হঠাৎ রুদ্ররূপ কাসিয়া গৌরীকে সঙ্কেত করিবার চেষ্টা করিল, গৌরী লক্ষ্য করিল না। চম্পা প্রবেশ করিল।

চম্পা : মহারাজ, আপনি এখনো এখানে রয়েছেন! আপনার জল-খাবার যে তৈরি।

গৌরী : (লিখিতে লিখিতে) আমি এখন ব্যস্ত আছি।

চম্পা : তাহলে এখানেই নিয়ে আসি?

গৌরী : দেখছ না চিঠি লিখছি!

চম্পা : কিন্তু দুটো আনারসের মোরব্বা আর একপাত্র সরবৎ—

গৌরী : দরকার নেই।

চম্পা : তাহলে একবাটি গরম দুধ—

গৌরী : বিরক্ত করো না চম্পা। আমি এখন জরুরী চিঠি লিখছি।

চম্পা : কিছু তো খাওয়া দরকার—একেবারে—

গৌরী : আঃ রুদ্ররূপ!

(রুদ্ররূপ কাছে আসিল)

তোমায় না পাহারায় রেখেছিলাম! চম্পাদেঈ এখানে এল কেমন ক'রে?

রুদ্র : আজ্ঞে…

গৌরী : বুঝেছি।—য়্যাটটেন্‌শান্!

(রুদ্ররূপ শক্ত হইয়া দাঁড়াইল)

চম্পার হাত ধর।

(রুদ্ররূপ ইতস্ততঃ করিল)

গৌরী : ধরেছ— ?

(রুদ্ররূপ হাত ধরিল)

এবার তুমি ওকে ওর মহলে নিয়ে যাও। সেখানে বন্ধ ক'রে রাখবে যাতে আমাকে বিরক্ত করতে না পারে।

(চম্পার হাত ধরিয়া রুদ্ররূপ প্রস্থানোদ্যত হইল)

হ্যাঁ, ভালকথা—

(দুইজনে ফিরিল)

চম্পা, তোমার বাবা এসেছিলেন। তুমি রুদ্ররূপকে বিয়ে করতে চাও শুনে তিনি খু-ব খুসী হয়েছেন। অবশ্য প্রথমটা অমত করেছিলেন, তারপর রুদ্ররূপকে জায়গীর বক্‌শিস্‌ করব শুনে তিনি রাজী হয়েছেন।

(দুইজনে স্তম্ভিত হইয়া রহিল)

আচ্ছা, এখন তোমরা যাও—

(পত্রখানা গৌরীর চোখে পড়িল)

দাঁড়াও—। এই চিঠিখানা ঝড়োয়ায় গিয়ে কৃষ্ণার হাতে দেবে।

(চম্পাকে পত্র দিল)

আর— (আংটি খুলিল)

এই আংটিটা তাকে দিয়ে ব'লো যে এটা দেখালে আমার মহলে তার অবাধ প্রবেশ-অধিকার হবে।

(আংটি দিল)

যাও—

(জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল)

রুদ্র : (ক্ষীণকণ্ঠে) মহারাজ, তবে কি একে মহলে বন্ধ করব না ?

গৌরী : (না ফিরিয়া) আজকের মত ছেড়ে দাও।

রুদ্ররূপ হাত ছাড়িয়া দিল, চম্পা আচমকা তাহার গালে একটা কিল মারিয়া হাসিতে হাসিতে পালাইল। রুদ্ররূপ গৌরীর পানে চকিতে চাহিয়া দ্বারে দাড়াইল।...ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন।

ধন : (অপ্রসন্নমুখে) আমায় ডেকেছিলেন মহারাজ ?

গৌরী : (ফিরিয়া) এস সর্দার।

ধনঞ্জয়ের মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া গৌরী তাহার কাছে গেল।

সর্দার—যে-কাজে একসঙ্গে নেমেছি, সে-কাজ শেষ হবার আগেই কি আমাদের বিবাদ হওয়া উচিত ? সর্দার! তুমি যা ভাবছ আমি তা নই। মনকে সংযত করবার ক্ষমতা আমার আছে। যদি কোনোদিন তোমাদের কাজ আমি শেষ করতে পারি, সেদিন শূন্যহাতেই ফিরে যাব। কিছু দাবী করব না।

ধন : মহারাজ, আপনার কোনো কাজের সমালোচনা করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু—

(বজ্রপাণির প্রবেশ)

গৌরী : আসুন দেওয়ানজি। কাল আমি একটা নতুন খবর জানতে পেরেছি, তাই আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি।

বজ্র : নতুন খবর !

গৌরী : হ্যাঁ—ওরা আমার নাম ধাম পরিচয় জানতে পেরেছে।

ধন : কি ক'রে ?

গৌরী : কি ক'রে তা বলতে পারি না।

ধন : তবে আপনি কেমন ক'রে জানলেন ?

গৌরী : তুমি তো জান—গতরাত্রে আমি রুদ্ররূপকে নিয়ে ছদ্মবেশে নগর-ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ল একটা মনিহারী দোকান, দেখলাম সেই দোকানের সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত। কয়েকটা জিনিস কেনারও প্রয়োজন ছিল। দোকানে ঢুকে দেখি, ভেতরে দুজন লোক চুপিচুপি কথা বলছে। তাদের দু'একটা কথা আমার কানে এল।

ধন : কী কথা?

গৌরী : একজন বলল—স্বরূপদাস, বাঙালীই তাহলে ঠিক! তখন দ্বিতীয় লোকটা বলল—বাঙালীকে রাজা সাজিয়ে ওরা কী খেলাই না খেলছে প্রহ্লাদ! তাই থেকে বুঝলাম—একজনের নাম স্বরূপদাস, অন্যটি দোকানদার প্রহ্লাদ।

বজ্র : প্রহ্লাদ দত্ত·· স্টেশন মাস্টার স্বরূপদাস···সবাই তাহলে ওদের দলে!

ধন : আশ্চর্য!

(রুদ্ররূপ হাত বাড়াইয়া একটি পত্র লইল)

রুদ্র : মহারাজ, একটা চিঠি—

(গৌরীশঙ্করকে পত্র দিল, গৌরী পড়িল)

গৌরী : আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়! প্রহ্লাদ দত্ত!

ধন : প্রহ্লাদ!

গৌরী : হ্যাঁ সর্দার—

ধন : (রুদ্ররূপকে) আসতে বল, আর তুমি তৈরি থাকো।

রুদ্ররূপ সঙ্কেত করিল। প্রহ্লাদ পেটারী হস্তে প্রবেশ করিয়া একে একে সকলকে দেখিল, তারপর পেটারী নামাইয়া রাখিল।

প্রহ্লাদ : মহারাজ, আমি আপনার কেনা জিনিসগুলো দিতে এসেছি।

গৌরী : হুঁ ! শুধু কি সেই জন্যই এসেছ ?

প্রহ্লাদ : (করযোড়ে মৃদুকণ্ঠে) মহারাজ, আমিও বাঙালী, আপনিও বাঙালী—

গৌরী : সে কথাও জানতে পেরেছ ?

প্রহ্লাদ : শুধু আমি নই মহারাজ, ওরাও জানতে পেরেছে।

গৌরী : তারপর ?

প্রহ্লাদ : আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। কেন জানিনা আমার প্রাণ কেঁদে উঠল মহারাজ, তাই আপনাকে সাহায্য কবতে ছুটে এলাম।

গৌবী : তুমি আমাকে সাহায্য করবে !

প্রহ্লাদ : মহাবাজ, এতদিন আমি উদিত সিংয়েব দলে ছিলাম, কিন্তু কাল আপনাকে স্বচক্ষে দেখে, আপনার সঙ্গে কথা ব'লে আমার মনেব ভাব বদলে গেছে। আপনি বাঙালী— আপনার এই সংকটে আমি যদি পাশে এসে না দাঁড়াই, তবে এই বিদেশে কে আপনাব পাশে দাঁড়াবে ! আজ থেকে আমি ও-পক্ষ ত্যাগ করলাম—

গৌবী : ওদেব ত্যাগ ক'রে তুমি আমাদেব সাহায্য কববে ?

প্রহ্লাদ : করব মহাবাজ। কিন্তু গোপনে—

গৌরী : গোপনে কেন ?

প্রহ্লাদ : ওরা জানতে পারলে আমার জীবন-সংশয হয়ে পড়বে। আমি ছাপোষা দোকানদার, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করি—

গৌরী : কিন্তু কেমন ক'রে জানব তোমার কোন দুরভিসন্ধি নেই ?

প্রহ্লাদ : বিশ্বাস করুন মহারাজ। বাঙালী হয়ে বাঙালীর সঙ্গে এই দূর বিদেশে অন্তত বেইমানি করব না।

ধন : কী ভাবে তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার ?

প্রহ্লাদ : ও-পক্ষের সব খবর আমি আপনাদের জানাতে পারি।

গৌরী : তাহলে বলতো শঙ্কর সিং বেঁচে আছেন কিনা?

প্রহ্লাদ : বেঁচে আছেন—তবে আর বেশিদিন নয়। আপনাকে সরিয়ে তাঁকেও সরাবে।

বজ্র : তাঁকে কোথায় রেখেছে জান?

প্রহ্লাদ : তিনি শক্তিগড় দুর্গে বন্দী।

ধন : কী অবস্থায় আছেন?

প্রহ্লাদ : মদ খাইয়ে সব সময় তাঁকে অজ্ঞান ক'রে রেখেছে। তাছাড়া সর্বদাই একজন পাহারায় থাকে।

গৌরী : বন্দী দুর্গের কোন্ দিকে আছে?

প্রহ্লাদ : কেল্লার পশ্চিম দিকে নদীর ওপর যে জানলা দেখা যায়—সেই ঘরে তিনি বন্দী।

গৌরী ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণির দিকে তাকাইল, তাঁহারা শির সঞ্চালনে সন্তোষ জানাইলেন। গৌরী তখন প্রহ্লাদের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—

গৌরী : আচ্ছা, তুমি এখন এস বন্ধু। যদি নতুন কোন খবর পাও—

প্রহ্লাদ : তক্ষুনি জানাব মহারাজ।

[নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল

গৌরী : যাক্, তবু ওদের দলের একজনকে আমরা পেলাম। প্রহ্লাদ বাঙালী, আমার সঙ্গে বেইমানি করবে না।

(প্রহ্লাদ ছুটিয়া প্রবেশ করিল)

প্রহ্লাদ : মহারাজ—মহারাজ—

গৌরী : কী হ'ল?

প্রহ্লাদ : ময়ূরবাহন আসছে! ও যদি আমাকে এখানে দেখতে পায়, একেবারে কোতল ক'রে ফেলবে মহারাজ! আমি এখন কী করি?

ধন : কোনো ভয় নেই, আমি ব্যবস্থা করছি। রুদ্ররূপ, তুমি ওকে পিছনের দরজা দিয়ে বের ক'রে দাও, যেন ময়ূরবাহন না দেখতে পায়।

[রুদ্ররূপ ও প্রহ্লাদের প্রস্থান

বজ্র : কি মতলব ময়ূরবাহনের!

ধন : মতলব যাই হোক, আমাদের হুঁসিয়ার থাকতে হবে।

ধনঞ্জয় রিভলবার বাহির করিলেন। ময়ূরবাহন প্রবেশ করিল।

ময়ূর : মহারাজের জয় হোক!

ধন : (রিভলবার ধরিয়া) দাঁড়াও!

ধনঞ্জয় ময়ূরবাহনের কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া লইলেন। রুদ্ররূপ বাতিদানের উপর জ্বলন্ত মোমবাতি লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং উঁচু তেপায়ার উপর বাতিদানটি বসাইয়া দিল।

ময়ূর : এ আবার কি!

ধন : রুদ্ররূপ, দেখ তো ওর কাছে পিস্তল কিম্বা ছোরা-ছুরি আছে কি না।

রুদ্র : (তল্লাস করিয়া) না, কিছু নেই।

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ! বলিহারী সর্দার, বলিহারী মন্ত্রীমশাই, আর বলিহারী মহারাজ! এতগুলো লোক মিলে আমাকে নিরস্ত্র ক'রে খুব বীরত্ব দেখালেন!

গৌরী : কি বলতে এসেছ বল। সময় নষ্ট করবার অবকাশ আমার নেই।

ময়ূর : ঠিক বলেছেন মহারাজ। রাজ্যভোগের অবকাশ যখন অল্প, তখন সময় নষ্ট করা বোকামি বই কি!

ধন : ময়ূরবাহন! কাজের কথা বল।

ময়ূর : কুমার উদিত সিং মহারাজকে একটি নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন, সেটা হুজুরে দাখিল ক'রেই ফিরে যাব।

কোমরবন্ধ হইতে পত্র বাহির করিয়া গৌরীকে দিল। গৌরী মনে মনে পড়িতে থাকে। মাইক-এ পুরুষের কণ্ঠস্বর ফুটিয়া উঠিল :

"ওরে বাংগালি নটুয়া! তুই কী জন্য মরিতে এদেশে আসিয়াছিস্? শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া পালা—নচেৎ পিঁপড়ার মত তোকে টিপিয়া মারিব। নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়া নটুয়ার নাচ দেখা—পয়সা মিলিবে। এ-দেশে তোর দর্শক মিলিবে না।"

গৌরী : (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) এ কী চিঠি! (পত্র ছুঁড়িয়া দিল) উদিত এই চিঠি লিখেছে?

ময়ূর : (পত্র কুড়াইয়া দেখিল) ওঃ—তাইতো! এটা তো আপনার চিঠি নয়—ভুল ক'রে দিয়ে ফেলেছি। এই নিন আপনার চিঠি—

আর একখানি পত্র দিল, প্রথম পত্রখানা অবহেলা ভরে গোলা পাকাইয়া ফেলিয়া দিল।

গৌরী : তোমার কাজ শেষ হয়েছে, তুমি এখন যেতে পার।

ময়ূর : কিন্তু বুড়ো মন্ত্রীর কাছে আমার একটা পরামর্শ নেওয়া বাকি আছে। আচ্ছা দেওয়ানজি, বলতে পারেন—যারা রাজ-সিংহাসনে বিদেশী মর্কটকে বসিয়ে নাচ দেখে, তাদের শাস্তি কী?

গৌরী : চোপ্‌রও বেয়াদব কুত্তা !

ময়ূরবাহন তলোয়ারে হাত দিল, কিন্তু কোষশূন্য দেখিয়া দেহের হিল্লোলিত ভঙ্গী সহকারে হাসিয়া উঠিল।

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বাংগালি নটুয়া !

[প্রস্থান

গৌরী : দেওয়ানজি, চিঠিখানা পড়ুন তো—

বজ্র : (পত্র পাঠ) স্বস্তি শ্রীমন্মহারাজ শঙ্কর সিং দেবপাদ জ্যেষ্ঠের নিকট অনুগত অনুজ শ্রীউদিত সিংয়ের সানুনয় নিবেদন—

আমার জমিদারীতে সম্প্রতি হরিণ শূকর প্রভৃতি শিকার পড়িয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও যদি মহারাজ মৃগয়ার্থ শুভাগমন করেন তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।

গৌরী : মৃগয়া ! মৃগয়াতেই আমি যাব সর্দার। উদিতের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে চিঠি লিখে দাও—কালই আমরা শক্তিগড়ে যাব।

ধন : সাবাস্! দেওয়ান কালীশঙ্করের বংশধর আপনি—ঝিন্দে এসে কারও সামনে যদি মাথা নত করেন, তাহলে সে হবে তাঁর রক্তের অবমাননা।

গৌরী : শুধু তাই নয় সর্দার, ময়ূরবাহন আমাকে ব'লে গেল—বাঙালী নটুয়া। উদিত আর ঐ ময়ূরবাহন—ওদের রক্ত দিয়ে এই অপমানের লাঞ্ছনা আমি মুছে ফেলতে চাই ! ওদের মত শয়তানদের আমি দেখিয়ে দিতে চাই বাঙালী কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরী !

প্রস্থান করিল। পায়জনিয়ার আওয়াজ শোনা গেল। চম্পা প্রবেশ করিল।

চম্পা : মহারাজ কোথায় ?

বজ্র : বোধহয় খাবার ঘরে গেলেন। শোন, কাল সকালেই মহারাজ শক্তিগড়ে যাবেন। তুমি সব আয়োজন ঠিক করে রেখো।

ধন : চলুন দেওয়ানজি, মহারাজের দস্তখত নিয়ে শক্তিগড়ে পত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করিগে।

বজ্রপাণি ও ধনঞ্জয় প্রস্থান করিলেন। চম্পা জানালা বন্ধ করিল, তারপর বিছানা পরিপাটি করিতে করিতে রুদ্ররূপকে বলিল—

চম্পা : রুদ্ররূপ, ঝড়োয়া থেকে বিজয়লাল আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছে, তাকে বল, সে যেন ফিরে গিয়ে রাণীকে সংবাদ দেয় যে মহারাজ কাল শক্তিগড়ে যাচ্ছেন। আর আমিও তাঁর সঙ্গে যাব।

রুদ্র : সে কি! তুমি কোথায় যাবে?

চম্পা : তোমার সঙ্গে বকতে পারি না। আমি মহারাজের সঙ্গে যাব।

রুদ্র : না চম্পা, তোমার যাওয়া হবে না।

চম্পা : কেন শুনি?

রুদ্র : রাজা যে কাজে যাচ্ছেন তাতে অনেক বিপদ।

চম্পা : বিপদ! তবে তো আমি সঙ্গে যাবই। আমি না গেলে রাজার দেখাশুনো করবে কে?

রুদ্র : চম্পা, আমরা বড় ভয়ানক কাজে যাচ্ছি—প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব কিনা জানি না। তোমার সেখানে যাওয়া হবে না।

চম্পা : তোমার হুকুম নাকি?

রুদ্র : হ্যাঁ, আমার হুকুম।

চম্পা : তোমার হুকুম আমি মানি না।

রুদ্র : (কঠিনস্বরে) চম্পাদেঈ!

চম্পা : আমি…আমি তাহলে যেতে পাব না ?

রুদ্র : না, এবার নয়। তুমি লক্ষ্মী মেয়েটির মত ঘরে থাকো, আমরা শীঘ্রি ফিরে আসব।

(চম্পার পিঠ চাপড়াইয়া—)

যাই, বিজয়লালকে খবর দিয়ে আসি।

প্রস্থান করিল। চম্পা মোমবাতির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং রুদ্ররূপের সহিত তাহার সম্পর্কের পরিবর্তনের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মুখ উৎফুল্ল হইল।…গৌরীশঙ্কর প্রবেশ করিল।

গৌরী : চম্পা—কখন ফিরলে ?

চম্পা : এই তো ফিরলাম।

আঙরাখা হইতে পত্র বাহির করিয়া গৌরীকে দিল।

আপনার চিঠি--

গৌরী : চিঠি ! কৃষ্ণা লিখেছে ?

চম্পা : হ্যাঁ—

গৌরী : আচ্ছা যাও—তুমি এবার বিশ্রাম করগে।

চম্পা চলিয়া গেল। গৌরী চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। মাইক-এ কৃষ্ণাবাঈয়ের কণ্ঠস্বর ফুটিয়া উঠিল :

"স্বস্তি শ্রী দেবপাদ মহারাজ শঙ্কর সিংয়ের চরণাম্বুজে দাসী কৃষ্ণাবাঈয়ের শতকোটি প্রণাম। আপনার লিপির মর্ম আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। আপনি অনুরোধ করিয়াছেন সখী যেন আপনাকে ভুলিয়া যান। প্রথমে মন কাড়িয়া পরে ভুলিয়া যাইতে বলা—এ এক উপভোগ্য পরিহাস ! আপনার পত্রদর্শনে আমার সখীর মন আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। তিনি চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর গান গাহিতেছেন—

মেরে জনম-মরণ কি সাথী,
তোঁহে ন বিসঁরি দিনরাতি !"

(গৌরী জানালা খুলিয়া সেইখানে দাঁড়াইল)

গৌরী : মেরে জনম-মরণ কি সাথী, তোঁহে ন বিসঁরি দিনরাতি! রাত্রিদিন আমাকে ভুলতে পারে না ! তবে কি···তবে কি কস্তুরী আমায়····

এই সময়ে মাইক-এ চাপাকণ্ঠে ধ্বনিত হইল :

"গৌরীশঙ্কর, কার নন্দন-বনে তুমি অনধিকার প্রবেশ করছ ! তুমি পালাও—। তোমার দাদা আছে, বৌদি আছে—তুমি ভুলতে পারবে, এই মায়াপুরীর মোহময় ইন্দ্রজাল হ'তে মুক্তি পাবে। প্রলোভন থেকে দূরে থাকবে। পরস্ত্রীলুব্ধ মিথ্যাচারীর জীবন তোমাকে যাপন করতে হবে না। তুমি পালাও—"

গৌরী : কিন্তু কেমন ক'রে ? আমার হাত পা যে বাঁধা ! আমি তো ঝিন্দের রাজা নই—ঝিন্দের বন্দী !

পুনরায় মাইক একণ্ঠস্বর জাগিল :

"গৌরীশঙ্কর ! আজ এই রাতের অন্ধকারেই তুমি পালিয়ে যাও—। কেউ জানতে পারবে না—পালাও—পালাও—পালাও—!"

গৌরী : (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) না। তা হয় না। আমাকে থাকতে হবে। যদি কোনোদিন শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করতে পারি, তবেই তার হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে, কস্তুরীকে তুলে দিয়ে আমি ঝিন্দ থেকে বিদায় নেব···হাসিমুখে··· (ম্লান হাসি) হাসিমুখেই বিদায় নেব !

(কৃষ্ণার প্রবেশ)

কৃষ্ণা : মহারাজ—

গৌরী : কে ! কৃষ্ণা—তুমি !

কৃষ্ণা : শুধু আমি নই মহারাজ—সখীও এসেছেন ।

গৌরী : এঁ্যা…কস্তুরী এসেছেন !

(কস্তুরীর প্রবেশ)

কেন তোমরা এলে কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা : সে-কথা সখীকেই জিজ্ঞাসা করুন ।

গৌরী : (কস্তুরীর কাছে গিয়া) কস্তুরী, তোমার কাছে আমার অপরাধ বেড়েই যাচ্ছে। কিন্তু আর না।…কৃষ্ণা, তুমি কস্তুরীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

কৃষ্ণা : সে কি মহারাজ !

গৌরী : কস্তুরী, আমি, তোমার ভালবাসার যোগ্য নই—তুমি আমাকে ভুলে যাও।

কৃষ্ণা : কিন্তু আমরা যে কিছুই—

গৌরী : বুঝবে না—তোমরা কেউ বুঝবে না। হয়তো একদিন জানতে পারবে—

কস্তুরী : মহারাজ !

গৌরী : কস্তুরী !

কস্তুরী কৃষ্ণার দিকে তাকাইল, কৃষ্ণা ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

কস্তুরী : কৃষ্ণা এসেছিল তার বিয়েতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে। ওর বাবার জমিদারী শক্তিগড় দুর্গের কাছে, সেখান থেকেই ওর বিয়ে হবে।

গৌরী : শক্তিগড়ের কাছে ! কবে বিয়ে ?

কস্তুরী : কাল। (হাসিয়া) রাজা, চম্পা-বহিনের কাছ থেকে খবর পেলাম তুমি শক্তিগড়ে যাচ্ছ; আমিও কৃষ্ণার বিয়েতে শক্তিগড়ের কাছে যাব।

গৌরী : (একটু নীরব থাকিয়া) কস্তুরী, তুমি কেন এলে?

কস্তুরী : রাজা! তুমি সকালে শক্তিগড় যাবে শুনে কেন জানি না আমার বুক কেঁপে উঠল। ভেবেছিলুম, তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু তুমি গেলে না। তাই লজ্জা সঙ্কোচ সব ভাসিয়ে দিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি।

গৌরী : কে তোমাদের নিয়ে এল কস্তুরী?

কস্তুরী : বিজয়লাল ডিঙি বেয়ে মহলের ঘাটে পৌঁছে দিল, তারপর তোমার দেওয়া আংটি দেখিয়ে তোমার কাছে এলুম।··· রাজা, তোমার চিঠির অর্থ আমি বুঝলুম না। কেন তুমি লিখেছ আমি যেন তোমাকে ভুলে যাই?

গৌরী : আমাকে তোমার ভুলে যাওয়াই উচিত কস্তুরী।

কস্তুরী : সে কি রাজা! তবে কি তুমি আমায় ভুলে গেছ?

গৌরী : না, বুঝি এ-জীবনে তোমায় ভুলতে পারি না। কস্তুরী··· রাণী···আমার বুকের মধ্যে যে কী তুফান বইছে, তা যদি দেখাতে পারতাম তো বুঝতে আমি তোমায় কতো ভালবাসি।

কস্তুরী ভালবাসা-ভরা দৃষ্টি তুলিল, গৌরী তাহাকে দুইহাতে ধরিয়া কহিল—

কস্তুরী! তোমার চোখের মধ্যে যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে মন আমার শাসন মানছে না। ইচ্ছে করছে তোমাকে নিয়ে এমন কোথাও চ'লে যাই—যেখানে রাজ্য নেই, রাজা নেই—

শুধু তুমি আর আমি, শুধু আমাদের ভালবাসা। কস্তুরী, তোমার ইচ্ছে করে না?

কস্তুরী : করে·· করে রাজা···

গৌরী : আমি জানি তুমি আমায় ভালবাসো। কিন্তু একটা কথা জানবার জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। কস্তুরী—একটা কথার উত্তর দেবে?

কস্তুরী : কি কথা?

গৌরী : আমি যদি শঙ্কর সিং না হতাম, ঝিন্দের রাজা না হতাম—তবু কি তুমি আমায় এমনি ভালবাসতে?

কস্তুরী : রাজা—!

গৌরী : কস্তুরী! মনে কর আমি ঝিন্দের শঙ্কর সিং নই—সামান্য একজন বিদেশী; মনে কর কোন দূর দেশ থেকে এসে হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবুও কি তুমি আমায় ভালবাসবে?

কস্তুরী : আমায় পরীক্ষা করছ?

গৌরী : না, না কস্তুরী। তুমি একটিবার বল যে তুমি শুধু আমাকেই ভালবাসো, রাজ্য-সম্পদ বাদ দিলেও তোমার ভালবাসা এতটুকু লাঘব হবে না।

কস্তুরী : রাজা! তুমি যদি একজন সামান্য সিপাহী হ'তে, তোমার পরিচয় যদি ঝিন্দ-ঝড়োয়ার কেউ না জানত, যদি তুমি অখ্যাত বিদেশীও হ'তে···তবু···তবু তুমি আমার···আমার জীবন-মরণ কি সাথী—

(গৌরীর বুকে মাথা রাখিল)

গৌরী : কস্তুরী! (কম্পিত কণ্ঠে) সত্যই আমি এক অখ্যাত বিদেশী।

(কস্তুরী নীরব)

আজ এই রাত্রিটাই শুধু আমার। কাল কোথায় থাকব কে জানে! যদি মরতেই হয়, মৃত্যুপথের পাথেয় নিলাম তোমার মুখেব দুটি কথা—তুমি আমাব! এই আমার পরম পাথেয়

দেউড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল।

আর সময় নেই, সর্দার ধনঞ্জয় এখনি আসবে। সকালেই শক্তিগড় যাব। যদি ফিরি—আবার দেখা হবে, নইলে··· নইলে এই আমাদের শেষ দেখা·

[দ্রুত প্রস্থান

কস্তুরী : শেষ দেখা! না, না রাজা,—না, না, না—

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শক্তিগড়—প্রান্তর

সূর্যাস্ত কাল।...পশ্চাৎপটে একদিকে রাজার শিবিরের একাংশ, অন্যদিকে কিস্তানদী ও শক্তিগড় দুর্গের একাংশ দেখা যাইতেছে।

দৃশ্যারম্ভে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। ময়ূরবাহন ও উদিত সিং ঘোড়ার চাবুক হাতে প্রবেশ করিল।

ময়ূর : হাঃ! হাঃ! হাঃ! শক্তিগড়··এই শক্তিগড়েই আজ শক্তির পরীক্ষা!

উদিত : আমি এখনো বুঝতে পারছি না ময়ূর—কেমন ক'রে ওদের পরাজয় সম্ভব।

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ! শিবহীন যজ্ঞ করচে ধনঞ্জয়। ওদের শক্তি কোথায়! সমস্ত শক্তি তোমার আমার করতলে। সেই শক্তির তেজ ধনঞ্জয়কে আজ দেখিয়ে দেব, বুঝিয়ে দেব—কৌশলই হচ্ছে সেরা শক্তি, সেরা অস্ত্র!

উদিত : চমৎকার বন্ধু! চমৎকার! কিন্তু ওদিকে চেয়ে দেখেছ?

ময়ূর : দেখেছি। ধনঞ্জয় শিবির ফেলে সদলবলে বিশ্রাম করছে।

উদিত : আর এদিকে—?

ময়ূর : ভয়ঙ্করী কিস্তা দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে—পাথরের বুকে স্রোতের আঘাত সাদা সাদা ফেনার সৃষ্টি করছে।

উদিত : আর ওই দূরে—?

ময়ূর : শক্তিগড় জঙ্গল—শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য!

উদিত : পশ্চিম দিগন্তে—?

ময়ূর : রক্ত-সূর্য ঢ'লে পড়েছে।

উদিত : আর ক্ষণকাল পরে — ?

ময়ূর : নেমে আসবে রাতের অন্ধকার !

উদিত : সেই অন্ধকারে— ?

ময়ূর : নিশাচর প্রাণীদের ওপর নজর রাখতে হবে—তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

উদিত : কিন্তু মৃত্যু কোথায় লুকিয়ে আছে ময়ূর—ওই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে, না তরঙ্গ-সঙ্কুল কিস্তায় ?

ময়ূর : আজ রাত্রির অন্ধকারে—সম্ভবত দুর্গে কিম্বা এই প্রান্তরে। যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হ'য়ে যাবে, অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে উঠবে, তখনই হবে শেষ মীমাংসা। যদি আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হই তাহলে কাল প্রভাতে—গভীর অরণ্যের অন্ধকারে ! হাঃ হাঃ হাঃ !

উদিত : কিছু বুঝতে পারছি না ময়ূর—রহস্যের অন্ধকার থেকে মুক্তি দাও।

ময়ূর : তাহলে দুর্গে চল। এখন ওদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করব না—সময় হলেই আসব। উপস্থিত কোন্ পথে কেমন ক'রে এগোতে হবে—এস, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

উভয়ে প্রস্থান করিল। অশ্বক্ষুরধ্বনি দূরে মিলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ মঞ্চ শূন্য রহিল। তারপর রুদ্ররূপ প্রবেশ করিয়া দুর্গের পানে তাকাইল। ধনঞ্জয় আসিলেন।

ধন : কী খবর রুদ্ররূপ ?

রুদ্র : না সর্দারজি, কোন খবরই পাওয়া গেল না। শক্তিগড় গ্রামের প্রজারা সব উদিত সিংয়ের গোঁড়া ভক্ত। তারা বাইরের লোকের কাছে কোন কথা প্রকাশ করতে চায় না। এমন কি আমাদের লোকদের গালাগালি মার-ধ'র ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ধন : বটে। দুর্গপ্রবেশের যে সেতু আছে তার আশে-পাশে গিয়েছিলে?

রুদ্র : গিয়েছিলাম।

ধন : কারো সাড়াশব্দ পেয়েছ?

রুদ্র : না—তবে একটু আগে…

ধন : একটু আগে—?

রুদ্র : উদিত সিং আর ময়ূরবাহন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে এইখানে নেমেছিল, তারপর ফিরে গেল।

ধন : আমরা যে আসতে পারি তা হয়তো ওরা প্রত্যাশাই করেনি —তাই একটু আশ্চর্য হয়েছে। যাক—ঐ সেতুমুখে দুজন গুপ্তচর রাখবে, প্রয়োজন বোধ করলে তারা সংবাদ পাঠাবে।

রুদ্র : গুপ্তচর সেখানে প্রস্তুত আছে।

ধন : আর আমাদের শিবিরের চারদিকে যেন বন্দুকধারী শান্ত্রীরা সর্বদা মোতায়েন থাকে। যাও—

> রুদ্ররূপ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল, আবার একটু পরে ফিরিয়া আসিল।

রুদ্র : সর্দারজি, ঝড়োয়ার বিশিষ্ট জায়গীরদার সর্দার অধিক্রম সিং মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হয়ে ঝিন্দে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এখানে এসেছেন।

ধন : বেশ, তাঁকে মহারাজের শিবিরে·· না, এখানেই নিয়ে এস।

> রুদ্ররূপ অধিক্রমকে লইয়া আসিল। অধিক্রমের হাতে একটি থালায় হরিদ্রারঞ্জিত সুপারি।

আসুন শেঠজি। হঠাৎ শক্তিগড়ে আপনার আবির্ভাব—?

অধি : মহারাজের সঙ্গে একটু প্রয়োজন ছিল। তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

ধন : নিমন্ত্রণ! কিসের?

অধি : আজ রাত্রে আমার মেয়ে কৃষ্ণাবাঈয়ের বিয়ে, তাই—

ধন : ও। রুদ্ররূপ, এঁকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাও।

রুদ্ররূপের সহিত অধিক্রম চলিয়া গেলেন। ধনঞ্জয় পায়চারী করিতে থাকেন, তাঁহার দৃষ্টি দুর্গের পানে নিবদ্ধ হইল।

শক্তিগড়…শক্তিগড় দুর্গ·· শঙ্কর সিং· কিস্তা…উদিত সিং· ময়ূরবাহন…

গৌরীশঙ্কর ও অধিক্রম সিং প্রবেশ করিলেন। গৌরীশঙ্করের কোমরে ছোরা।

গৌরী : আপনার নিমন্ত্রণ পেয়ে খুবই আপ্যায়িত হ'লাম। কৃষ্ণাবাঈ আর বিজয়লাল দুজনেই আমার প্রিয়পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের বিয়েতে আমি উপস্থিত থাকতে পারব না। বিশেষ প্রয়োজনে আমি এখানে এসেছি।

অধি : কিন্তু মহারাজ, নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে আমি মর্মাহত হব। তাছাড়া স্বয়ং ঝড়োয়ার মহারাণী সেখানে উপস্থিত আছেন—তিনিও নিরাশ হবেন। আমি কৃষ্ণার মুখে শুনেছি, তিনি আপনার প্রতীক্ষায়—

গৌরী একবার ধনঞ্জয়ের গম্ভীরমুখের প্রতি কটাক্ষপাত করিল।

গৌরী : অধিক্রম সিং! আজ আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, হয়তো আর কখনো…আপনারা বোধহয় জানেন না, কৃষ্ণার কাছে আমি অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু এবার সে-ঋণ আমি শোধ করতে পারলাম না।

অধি : মহারাজ—

গৌরী : আপনি দুঃখ করবেন না। নবদম্পতিকে আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি, তারা সুখী হবে।

অধি : আশীর্বাদ শিরোধার্য। জয়োস্তু মহারাজ—

প্রস্থান করিলেন। ধনঞ্জয় প্রফুল্ল মুখে গৌরীর কাছে আসিলেন।

ধন : আপনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করলেও পারতেন—অধিক্রম দুঃখিত হ'ল।

গৌরী : কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করলে তুমি যে দুঃখিত হতে সর্দার!

ধন : না—আমি খুসী হতাম।

গৌরী : কিন্তু সেখানে কস্তুরীবাঈয়ের সঙ্গে আমার দেখা হ'ত! তাতেও কি খুসী হতে সর্দার?

ধন : দুদিন আগে হ'লে বরং বাধা দেবারই চেষ্টা করতাম। কিন্তু আশ্চয মানুষের মন! আজ আপনাকে আর কস্তুরীবাঈকে একত্র কল্পনা করেও কোনো অশান্তি বোধ করছি না। বরং আপনি যদি শঙ্কর সিং হতেন…ভগবানের কী অবিচার! কেন—কেন আপনি শঙ্কর সিং হয়ে জন্মালেন না!

গৌরী : সর্দার—সর্দার—

ধন : কী ক্ষতি হ'ত পৃথিবীর যদি আপনি শঙ্কর সিং হতেন! শঙ্কর সিং—সে আপনার পায়ের নখের যোগ্য নয়, অথচ যখন মনে হয় আপনি ঝিন্দ ছেড়ে চ'লে যাবেন, আর শঙ্কর সিং ঝড়োয়ার রাণীকে বিবাহ ক'রে সিংহাসনে বসবেন—

গৌরী : সর্দার—এ কি বলছ তুমি!

ধন : অন্যায় কিছু বলিনি। সিংহাসনে বসবার অধিকার আপনারও কিছু কম নয়।

গৌরী : বার বার তুমি ঐ কথা শুনিয়েছ, কিন্তু আসল কারণটা তুমি আজও বলনি ; আমি শুনতে চাই।

ধন : আজকের এই মহামুহূর্ত সে-কাহিনী শোনবাব উপযুক্ত সময়। পরে হয়তো এ-কাহিনী বলবার আর সময় হবে না।

গৌরী : কিম্বা হয়তো আমারও শোনবার অবসর হবে না।

ধন : তবে শুনুন।...পুরুষানুক্রমে আমবা বাজার দেহবক্ষী। আমার ঊর্ধ্বতন পঞ্চমপুরুষ শেঠ চন্দ্রকান্ত স্বহস্তে রোজনামচা লিখে গিয়েছিলেন ; তাতে ঝিন্দ-বাজসংসারের খুঁটিনাটি, রাজঅন্তঃপুরের জনশ্রুতি, দববারের কেচ্ছা সবই স্থান পেয়েছিল। চন্দ্রকান্তেব অধস্তন পুরুষেরা কেউ তেমন শিক্ষিত ছিলেন না, তাই তাঁর গোপন-দপ্তরের সন্ধান কেউ পাননি।

গৌরী : সেই বোজনামচা এখন কোথায় সর্দার ?

ধন : আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। শেঠ চন্দ্রকান্ত আরো একটা জিনিস বেখে গিয়েছিলেন—সেটা হচ্ছে, হাতীর দাঁতের ফলকে আঁকা কালীশঙ্করের ছবি। তাই দেখে আমি কালীশঙ্করের আকৃতি চিনেছিলাম।

গৌরী : কালীশঙ্করের জীবনের ইতিহাস আমাকে শোনাও সর্দাব।

ধন : ঝিন্দ-রাজপরিবারের সে এক গোপন অধ্যায়। দেড়শো বছর আগে বাঙালী-তলোয়ারবাজ কালীশঙ্কর রাও ঝিন্দে এসে উপস্থিত হলেন, রাজা ধূর্জটি সিংকে অস্ত্রকৌশল দেখিয়ে মুগ্ধ কবলেন।

গৌরী : তারপর ?

ধন : দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব জন্মাল। রাজা কালীশঙ্করকে রাজসভায় স্থান দিলেন। ক্রমশ একদিন কালীশঙ্কর ঝিন্দের দেওয়ান হয়ে উঠলেন।...রাজা ধূর্জটি সিং নিঃসন্তান ছিলেন।

তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত যখন রাণী পদ্মাবাঈয়ের সন্তান হ'ল না, তখন···

গৌরী : তখন—?

ধন : প্রাচীনকালে নিয়োগ-প্রথা ছিল, জানেন?

গৌরী : জানি।

ধন : রাজগুরুর উপদেশে রাজা নিয়োগ-প্রথা অবলম্বন করলেন। প্রকাশ্যে এক মহা-পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন হ'ল, কিন্তু অপ্রকাশ্যে যজ্ঞটীকা ধারণ করলেন রায়-দেওয়ান কালীশঙ্কর।

গৌরী : কালীশঙ্কর!

ধন : হ্যাঁ। যথাসময়ে এক কুমার জন্মগ্রহণ করলেন। কুমার যতই বড় হ'য়ে উঠতে লাগলেন, কালীশঙ্করের সঙ্গে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল; রাজসভায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাপা-গুঞ্জন উঠল। রাজা সহ্য করতে পারলেন না, কালীশঙ্করকে গুপ্তহত্যা করবার হুকুম দিলেন। খবর পেয়ে কালীশঙ্কর হলেন নিরুদ্দেশ।

গৌরী : তার পরে সর্দার—?

ধন : তার পরের ইতিহাস—আপনার বংশের ইতিহাস। কালীশঙ্কর কোলকাতায় গিয়ে জমিদারী কিনে বসলেন বটে, কিন্তু রাজা ধূর্জটি সিংয়ের প্রতিহিংসার হাত এড়াতে পারলেন না। ঐ ছোরা দিয়ে রাজার নিযুক্ত ঘাতক কালীশঙ্করকে হত্যা করল। সেই থেকে ও-ছোরা আপনাদের বংশে আছে।

গৌরী : হুঁ! তাহলে···শঙ্কর সিং··· উদিত সিং···আমি···আমরা সবাই কালীশঙ্করের বংশধর··· জ্ঞাতিভাই!

ধন : জ্ঞাতি না হ'লে এত শত্রুতা হয় কোত্থেকে।

গৌরী : ঠিক বলেছ সর্দার ! "The near in blood, the nearer bloody !"

(দ্রুত রুদ্ররূপের প্রবেশ)

রুদ্র : মহারাজ—মহারাজ, স'রে আসুন। উদিত সিং আর ময়ূরবাহন এই দিকে আসছে।

ধন : তাইতো···(নেপথ্যে দেখিয়া) ওরা আপনার কাছেই আসছে। খুব সম্ভব দুর্গের ভিতরে যাবার নিমন্ত্রণ করবে—রাজী হবেন না। আর সতর্ক থাকবেন—প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করবে না হয়তো, তবু···রুদ্ররূপ, তোমার পিস্তল নিয়ে তৈরি থেকো, বিশেষভাবে ময়ূরবাহনটার দিকে লক্ষ্য রেখো।

অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ দুই পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। উদিত সিং ও ময়ূরবাহন প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিল, দুজনের হাতেই ঘোড়ার চাবুক।

উদিত : মহারাজ—স্বাগত! দুর্গে স্থানাভাব, তাই মহারাজকে সদলবলে দুর্গমধ্যে আহ্বান করিতে পারলাম না। তবে মহারাজ যদি একলা কিম্বা দু-একজন ভৃত্য নিয়ে দুর্গে আসেন, তাহলে আমি সম্মানিত হব।

গৌরী : উদিত, তোমাকে সম্মানিত করতে পারলাম না। দুর্গের বাইরে আমি বেশ আছি। ফাঁকা জায়গায় থাকাই স্বাস্থ্যকর—বিশেষত যখন শিকারে বেরিয়েছি।

উদিত : মহারাজ কি মনে করেন দুর্গের ভিতরে থাকা তাঁর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর ?

ময়ূর : (হাসিয়া) ~~অস্বাস্থ্যকর বই~~ কি। মহারাজ, এই অনিচ্ছা আপনার দূরদর্শিতারই পরিচয়। আপনার বাইরে থাকাই

সমীচীন, কেননা দুর্গে একটা লোক সংক্রামক রোগে ভুগছে। বোধহয় বাঁচবে না!

গৌরী : লোকটা কে ?

উদিত : (দাঁতে চাপিয়া একটি একটি করিয়া) একটা বাঙালী—চেহারা অনেকটা আপনারই মত। আমার এলাকায় এসে রাজদ্রোহ প্রচার করছিল, তাই তাকে বন্দী ক'রে রেখেছি।

গৌরী : (সংযত স্বরে) তুমি তাকে বন্দী করেছ কোন্ অধিকারে ?

উদিত : (বিস্ময়ে) আমার সীমানার মধ্যে আমার দণ্ডমুণ্ডের অধিকার আছে, একথা কি মহারাজের জানা নেই !

গৌরী : (নিজেকে সামলাইয়া অবহেলাভরে) আছে বটে। কিন্তু লোকটা যদি রাজদ্রোহ প্রচার ক'রে থাকে তাহলে তাকে রাজার কাছেই পাঠানো উচিত—তার অপরাধের বিচার রাজা করবেন। উদিত, তুমি এখনি সেই বিদ্রোহীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

(উদিত অধর দংশন করিল)

ময়ূর : মহারাজ ঠিক কথাই বলেছেন। কুমার উদিত সিংয়েরও সেই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লোকটা হঠাৎ সংক্রামক রোগে পড়ায় আর তা সম্ভব হয়নি। তার অবস্থা ভাল নয়—বোধহয় আজ রাত্রেই মারা যাবে !

গৌরী : কিন্তু মৃত্যু বড় সংক্রামক রোগ ! দুর্গের অন্য অধিবাসী-দেরও আক্রমণ করতে পারে !

ময়ূর : বাঃ···মহারাজ বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে পারেন !

উদিত : (অসহিষ্ণুতা দমন করিয়া) ও-কথা থাক্। মহারাজকে দুর্গে যাবার নিমন্ত্রণ করলাম—যাওয়া না-যাওয়া তাঁর অভিরুচি। চল ময়ূর—

ময়ূর : (নিম্নস্বরে) শিকারের কথাটা—

উদিত : হ্যাঁ—মৃগয়ার সব আয়োজন করেছি, যদি ইচ্ছা করেন কাল সকালেই—

গৌরী : বেশ, কাল সকালেই বেরোনো যাবে।

উদিত মাথা ঝুঁকাইয়া চলিয়া গেল। ময়ূরবাহন গৌরীর কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—

ময়ূর : মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।

গৌরী : কী, বল।

ময়ূর : এখন নয়—উদিতকে দুর্গে পৌঁছে দিয়েই আমি ফিরে আসছি। শুধু আপনি থাকবেন। নমস্তে—

প্রস্থান করিল। অশ্বক্ষুরধ্বনি দূরে মিলাইয়া গেল। ধনঞ্জয় গৌরীর কাছে আসিলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতে থাকে।

ধন : আবার একটা নতুন কিছু শয়তানী আঁটছে।

গৌরী : তা তো বটেই। এখন কর্তব্য কী ?

ধন : ময়ূরবাহনের সঙ্গে দেখা করাই উচিত। যদিও তার অভিপ্রায় আমরা বুঝতে পারছি না, তবু মনে হয় সে উদিতের সঙ্গে বেইমানির মতলব আঁটছে। আর তাই যদি হয় তাহলে রাজাকে শীঘ্রই উদ্ধার করা যাবে।···রুদ্ররূপ, দুর্গের মুখে পাহারায় থাক। ময়ূরবাহন একলা আসছে কিনা, চরমুখে কিম্বা নিজে এসে জানাবে।

[রুদ্ররূপের প্রস্থান

গৌরী : সর্দার, এই ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত আমার ভাল লাগে না।

ময়ূরবাহন আসুক, আজই এর একটা শেষ মীমাংসা হ'য়ে যাক। তোমাদের এই রাজাগিরি আর আমি সইতে পারছি না। যত শীঘ্রি হয় কাজ শেষ ক'রে ঝিন্দ থেকে চ'লে যেতে চাই। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি সর্দার···হাঁপিয়ে উঠেছি।

(রুদ্ররূপের প্রবেশ)

রুদ্র : মহারাজ, ময়ূরবাহন একলা আসছে।

ধন : আচ্ছা, বেশ। তুমি যাও—

রুদ্ররূপ প্রস্থান করিল। ধনঞ্জয় পিস্তল বাহির করিলেন।... ময়ূরবাহন জ্বলন্ত টর্চ হাতে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—

ময়ূর : অন্ধকার রাত্রি—তাই টর্চ নিয়ে এলাম!

টর্চের আলো ধনঞ্জয়ের গায়ে পড়িল। ময়ূরবাহন টর্চ নিভাইল।

সর্দার! আমি কেবল রাজার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ধন : তা বটে, কিন্তু তোমার যা বলবার আছে আমার সামনেই বলতে হবে।

ময়ূর : তাহ'লে আদাব—ফিরে চল্লাম।

ধনঞ্জয়ের ~~বামহস্ত~~ তাহার কাঁধে পড়িল এবং পিস্তল পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল।

ধন : অত সহজে ফেরা যায় না ময়ূরবাহন!

ময়ূরবাহন ভ্রূকুটি করিয়া পিস্তল দেখিয়া অধর দংশন করিল।

ময়ূর : তোমরা আমাকে আটক করতে চাও?

ধন : আপাতত যা বলতে এসেছ তা বলা শেষ হলেই তোমাকে ছেড়ে দেব।

ময়ূর : তোমার সামনে আমি কোনো কথা বলব না।

(বক্ষ বাহুবদ্ধ করিল)

ধন : তাহলে আটক থাকতে হবে।

ময়ূর : আমাকে আটক করে তোমার লাভ ?

ধন : রাজার সঙ্গে এই মাঠের মধ্যে একলা কথা বলতে চাও—কেমন ক'রে বুঝব তোমার কোন দুরভিসন্ধি নেই ?

ময়ূর : দুরভিসন্ধি! রাজা কি ক্ষীরের লাড্ডু যে টপ ক'রে মুখে পুরে দেব!

ধন : তোমার কাছে অস্ত্র থাকতে পারে—

ময়ূর : তল্লাস ক'রে দেখ—

(ধনঞ্জয় তল্লাস করিলেন)

কেমন আর ভয় নেই তো!

ধন : তাহলে আমার সামনে বলবে না ?

ময়ূর : না।

ধন : বেশ, আমি কাছাকাছি রইলাম। যদি কোনো রকম শয়তানীর চেষ্টা কর, তাহলে দেখতে পাচ্ছ—

(পিস্তল দেখাইয়া প্রস্থান করিলেন)

ময়ূর : সর্দার ক্ষেত্রী, তোমার মনটা বড় সন্দিগ্ধ। বয়সকালে তোমার ক্ষেত্রিয়ানীকে বোধহয় এক লহমার জন্যও চোখের আড়াল করতে না। ক্ষেত্রিয়ানী অবশ্য তোমার চোখে ধুলো দিয়ে—হা-হা-হা—

গৌরী : ময়ূরবাহন! কী বলতে এসেছ বল।

ময়ূর : আপনার সব পরিচয়ই আমরা জেনেছি।

গৌরী : (শুষ্কস্বরে) এই কথাই কি বলতে এসেছ ?

ময়ূর : না, তা নয়—

গৌরী : তবে ?

ময়ূর : বলছিলাম—আপনার ভাগ্যের কথা ভাবলে হিংসা হয়। কোথায় ছিলেন বাংলাদেশের এক নগণ্য জমিদারের ছোট ভাই—হয়ে পড়লেন এক স্বাধীন দেশের রাজা! সেই সঙ্গে পেলেন অপূর্বসুন্দরী এক রাজকন্যার প্রেম।

গৌরী : ময়ূরবাহন!

ময়ূর : আপনার এই হঠাৎ-পাওয়া সৌভাগ্যকে স্থায়ী করবার কোন চেষ্টা করেছেন কি? না জনকয়েক ফন্দীবাজ লোকের খেলার পুতুল হ'য়ে তাদের কাজ হাসিল ক'রে আবার স্বদেশে ফিরে যাবেন?

গৌরী : কাজের কথা বল—বেয়াদপি শোনবার সময় নেই।

ময়ূর : কাজের কথাই বলছি—এটা ভূমিকা মাত্র।

টর্চ জ্বালিয়া আশেপাশের খানিকটা স্থান দেখিয়া লইল।

দেখুন, উদিতের সঙ্গে আর আমার মনের মিল হচ্ছে না। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। অবশ্য নিঃস্বার্থ পরোপকার আমার উদ্দেশ্য নয়, এটা বোধহয় বুঝেছেন?

গৌরী : বুঝেছি! কিন্তু কী সাহায্য করতে চাও?

ময়ূর : আপনাকে ঝিন্দের সিংহাসনে কায়েমীভাবে বসাতে চাই।

গৌরী : কেমন ক'রে?

ময়ূর : ধরুন, আসল রাজার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়! তাঁর অবস্থা প্রায় মৃত্যুতুল্য। তবু তিনি যতদিন বেঁচে আছেন, আপনি নিষ্কণ্টক হ'তে পাচ্ছেন না। এখন আমি যদি আপনাকে সাহায্য করি, আপনার রাস্তা একেবারে সাফ। আপনি যে

আসল শঙ্কর সিং নন, একথা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তখন সিংহাসনে আপনার দাবীই পাকা হবে।

গৌরী : হুঁ…স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজাকে হত্যা করতেও তোমার আপত্তি নেই! কিন্তু তোমার স্বার্থটা কি শুনি?

ময়ূর : সেটা খুব মোলায়েম। আমি চম্পাদেঈকে বিয়ে করতে চাই।

গৌরী : চম্পা! চম্পাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?

ময়ূর : চাই। তার কারণ—আমার গর্দানার ওপর কারুর মমতা হয়তো না থাকতে পারে, কিন্তু ত্রিবিক্রম সিংয়ের জামাইয়ের গর্দানার দাম যথেষ্ট। চম্পাদেঈকে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করাতে সর্দার ধনঞ্জয়েরও সঙ্কোচ হবে। তার ওপর চম্পা ত্রিবিক্রম সিংয়ের একমাত্র মেয়ে। বাপের মৃত্যুর পর সে-ই হবে উত্তরাধিকারিণী। সব দিক দিয়ে চম্পাই আমার উপযুক্ত পাত্রী।

গৌরী : তোমার স্পর্ধা আছে বটে!

ময়ূর : (ঈষৎ বিস্ময়ে) এতে স্পর্ধা কোথায়? আপনি রাজা—আপনি যদি ত্রিবিক্রম সিংকে হুকুম দেন—

গৌরী : আমি হুকুম দেব—চম্পার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে!

ময়ূর : বিনিময়ে কী পাবেন—সেটাও স্মরণ করুন।

গৌরী : তুমি কি মনে কর, ঝিন্দের সিংহাসনে আমার বড় লোভ?

ময়ূর : মনে করা অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া আর একটা লোভনীয় জিনিস—ঝড়োয়ার কস্তুরীবাঈ…!

গৌরী : চুপ! ও-নাম তুমি মুখে এনো না।…সিংহাসন! সিংহাসনে আমার লোভ নেই, যা ন্যায়ত আমার নয়, তা আমি চাই না।

ময়ূর : আপনি তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজী নন?

গৌরী না।

ময়ূর এই আপনার শেষ কথা ?

গৌরী হ্যাঁ।

ময়ূর ভেবে দেখুন—

গৌরী আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ ?

ময়ূর না—ময়ূরবাহন ভয় দেখিয়ে শত্রুকে সাবধান করে না। নিজের স্বার্থেই আপনাকে সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনার জীবন সূক্ষ্ম সূতোয় ঝুলছে, যে কোনো মুহূর্তে ঐ-সূতো ছিঁড়তে পারে !

গৌরী : ময়ূরবাহন !

ময়ূর : দৈবের কথা বলা যায় না, আপনি হয়তো বেঁচেও যেতে পারেন। কিন্তু জেনে রাখুন—ঝড়োয়ার রাণীকে আপনিও পাবেন না, শঙ্কর সিংও না; তাকে ভোগদখল করবে উদিত সিং—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

দুর্গের দিকে টর্চ ফেলিয়া সেই আলো ঘুরাইয়া গৌরীর মুখে ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল, ময়ূরবাহন একলাফে অদৃশ্য হইল। গৌরী কাঁধের কাছে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিল।

গৌরী : উঃ !

(ধনঞ্জয় ছুটিয়া আসিলেন)

ধন : স'রে আসুন ! স'রে আসুন !···চোট পেয়েছেন ? কোথায় ?

গৌরী : কাঁধে—বিশেষ কিছু নয় ; কিন্তু ময়ূরবাহনটা পালাল···

দূর হইতে ময়ূরবাহনের হাসি ভাসিয়া আসিল—'হা-হা-হা—!' ধনঞ্জয় পিস্তল হাতে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। নেপথ্যে দুইবার গুলির আওয়াজ হইল, আবার হাসির শব্দ আসিল ; ধনঞ্জয় ফিরিয়া আসিলেন।

ধন না, কোনো ফল হ'ল না—কিস্তার জলে ঝাঁপ দিয়ে স্রোতের মুখে অনেকদূর চ'লে গেছে। যাক—দুর্গের মুখে রুদ্ররূপ পাহারায় আছে, ময়ূরবাহন জল থেকে ওঠবার চেষ্টা করলে তাকে ধরবে।···কিন্তু আপনার আঘাত গুরুতর নয়—ঠিক বলছেন?

গৌরী : সামান্য একটু চিন্ চিন্ করছে, বোধহয় কাঁধের চামড়াটা ছিঁড়ে গেছে।

ধন : উঃ···কি ভয়ানক শয়তানী বুদ্ধি! দুর্গে বন্দুকবাজ তৈরি রেখে নিজে নিরস্ত্র এসেছে।

গৌরী : কিন্তু ময়ূরবাহন কি দুর্গে ফিরবে?

ধন : নিশ্চয়ই। নইলে এই দুঃসাহসিক কাজ সে করবে কেন।

গৌরী : তা বটে। হয়তো জলের পথে দুর্গে ঢোকবার কোন গুপ্তপথ আছে।

(প্রহ্লাদের প্রবেশ)

কিন্তু কোথায়·· কোথায় সেই গুপ্তপথ · ?

প্রহ্লাদ : সেই গুপ্তপথের সন্ধান আমি জানি মহারাজ।

গৌরী : কে·· প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ, কোথায় সেই গুপ্তপথ তুমি দেখিয়ে দিতে পার?

প্রহ্লাদ : আজ্ঞে, আমি ওখানে গিয়ে আপনাকে দেখাতে পারব না। এখান থেকেই বুঝিয়ে দিচ্ছি।

গৌরী : বেশ, তাই দাও।

প্রহ্লাদ : জল থেকে হাত তিনেক ওপরে, ঐ যে বাঁ-দিকে একটা জানলা দেখতে পাচ্ছেন—ঐ ঘরে শঙ্কর সিং বন্দী আছে—ওরই কয়েক হাত দাক্ষিণে গুপ্তদ্বার।

গৌরী : ঐ ঘরে শঙ্কর সিং বন্দী…আর…ওরই দক্ষিণে গুপ্তদ্বার… ?

প্রহ্লাদ : হ্যাঁ মহারাজ।

গৌরী : তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

প্রহ্লাদ : দুর্গে। উদিত সিং আমাকে তলব করেছে।

গৌরী : কেন ?

প্রহ্লাদ : রাত দুটোর সময় স্বরূপদাসকে নিয়ে ময়ূরবাহন কোথায় যেন যাবে—গুপ্তদ্বার খোলা থাকবে—আমাকে পাহারায় থাকতে হবে।

গৌরী : প্রহ্লাদ, সেই সুযোগে যদি—

প্রহ্লাদ : পারবেন—পারবেন মহারাজ, ঐ জানলার নিচে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে ?

গৌরী : পারব প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ : ঠিক রাত দুটোর সময় দুর্গের দেওয়ালের পাথর স'রে যাবে… একটা দরজা বেরুবে…সেই দরজা দিয়ে ওরা বেরিয়ে যাবে। তারপর আমি আলো নিয়ে সঙ্কেত করব—আপনি উঠে আসবেন।

গৌরী : তাই হবে—তাই হবে প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ : আর এখানে অপেক্ষা করব না মহারাজ, আমি চললাম। গুপ্তপথে আবার দেখা হবে…রাত দুটোয়…

[প্রস্থান

গৌরী : সর্দার, কিস্তার জলে সাঁতার কেটে আজ এই রাত্রির অন্ধকারে আমি ওখানে যাব—প্রহ্লাদের কথামত দুর্গে প্রবেশ করব।

ধন : কিন্তু আপনি এখন অসুস্থ—চলুন, শিবিরে ফেরা যাক।

গৌরী : না, না সর্দার, আর পিছনে নয়—এবার আমরা এগিয়ে যাব

স্বমুখপানে। অন্ধকারার পাষাণভূযাব ভেঙে আমরা উদ্ধার ক'বে আনব ঝিন্দের মহারাজ শঙ্কর সিংকে!

ধন : বাবুজী! বাবুজী!

গৌরী : অন্ধকার ঐ পাষাণপুরীর মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস আমাকে তন্দ্রাহীন ক'রে তোলে। সর্দার···সর্দার· আমি যেন শুনতে পাচ্ছি··· ওরা শঙ্কর সিংকে পীড়ন করছে···আর তিনি চীৎকার করছেন—উদ্ধার কর···উদ্ধাব কর···কে আছ সাহসী, কে আছ নির্ভীক, আমাকে উদ্ধাব কর···উদ্ধার কর···!

তৃতীয় দৃশ্য

শক্তিগড় দুর্গ—অন্ধকার মহল

গভীর রাত্রি।…একপাশে একটি ছোট ডিঙি ও লণ্ঠন, সেখানে স্বরূপদাস ও প্রহ্লাদ। অন্যদিকে ময়ূরবাহন ও উদিত সিং। দৃশ্যারম্ভের পূর্বেই দুর্গের ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

শঙ্কর : (নেপথ্যে) উদ্ধার কর .. উদ্ধার কর

উদিত : ঐ…ঐ আবার শঙ্কর সিংয়ের চীৎকার—উদ্ধার কর, উদ্ধার কর! আজ বড় উত্যক্ত ক'রে তুলছে ময়ূর।

ময়ূর : খুব বেশি ক'রে মদ দাও কুমার, প্রয়োজনবোধে চাবুকও চালাও; তাহলেই বেহুঁস হ'য়ে পড়বে।

উদিত চলিয়া গেল। ময়ূর পায়চারী করিতে লাগিল, হঠাৎ থামিয়া—

স্বরূপদাস!

স্বরূপ : হুজুর—

ময়ূর : আজ রাত্রির অভিযানের অভিযাত্রী তুমি আর আমি।

স্বরূপ : আর মনে করুন না প্রহ্লাদ—?

ময়ূর : প্রহ্লাদ আর উদিত থাকবে দুর্গে—শঙ্কর সিংয়ের পাহারায় শোন স্বরূপদাস, কৌশলে কস্তুরীবাঈকে এখানে আনতে হবে।

স্বরূপ : কাকে আনতে হবে?

ময়ূর : রাণী কস্তুরীবাঈকে। হাঃ হাঃ হাঃ! ডিঙি ভাসিয়ে তুমি আর আমি ঝড়োয়ায় যাব। সেখানে আজ কৃষ্ণাবাঈয়ের বিবাহ-উৎসব। এখন সবাই আনন্দে মেতে আছে, এই সুযোগে—হাঃ হাঃ হাঃ!

স্বরূপ : আজ্ঞে, ঠিক বুঝলাম না।

ময়ূর : অধিক্রম সিংয়ের বাগান-বাড়ীর ফটকে গিয়ে খবর পাঠাবে যে তুমি রাজার পার্শ্বচর রুদ্ররূপ, রাণীজীর সাক্ষাৎ চাও।

স্বরূপ : তারপর?

ময়ূর : রাণীজী উপস্থিত হ'লে তুমি তাকে বলবে—কিস্তার ঘাটে আসুন, মহারাজ আপনার প্রতীক্ষা করছেন! কিন্তু সাবধান, আলোর সামনে দাঁড়িয়ো না।

স্বরূপ : সে কি আর আমায় শিখিয়ে দিতে হয় হুজুর! মোটকথা মনে করুন না যে-কোনো প্রকারে তাকে ডিঙিতে তুলতে হবে।

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ—তারপর সোজা এখানে আনব! যাও, পাশের ঘরে তোমার ছদ্মবেশ তৈরি—আছে। এখনি প'রে এস।

স্বরূপদাস দ্রুত প্রস্থান করিল। উদিত সিং প্রবেশ করিল।

উদিত : মদের বোতল এগিয়ে দিয়ে এলাম—কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। কিন্তু ময়ূর, ওর একটা ব্যবস্থা শীঘ্রি করতে হবে।

ময়ূর : হবে হবে। আমি সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেছি, স্বরূপদাসকে তার কাজ বুঝিয়ে দিয়েছি। আমরা এখনি রওনা হব। আজ রাতেই কস্তুরীবাঈকে ধ'রে আনব।

উদিত : কস্তুরীবাঈকে ধ'রে আনবে! কিন্তু···কি লাভ তাতে?

ময়ূর : লাভ আছে কুমার। জোর-ক'রে তোমার সঙ্গে কস্তুরীর বিয়ে দেব, তখন তুমি হবে ঝড়োয়ার রাজা। যদি সেই বাংগালি কুত্তাকে শেষ করতে না পারি, অন্তত ঝড়োয়া রাজ্যটা তোমার হবে।

উদিত : ঠিক ঠিক ঠিক! ময়ূর, আর দেরি নয়—এক্ষুণি কস্তুরীবাঈকে ধ'রে নিয়ে এস।

মদের বোতল হাতে শঙ্কর সিং প্রবেশ করিল।

শঙ্কর : কাকে···কাকে নিয়ে আসবে উদিত?

উদিত : একি, তুমি চ'লে এলে কেন?

শঙ্কর : বড় অন্ধকার! আর আমি অন্ধকার সইতে পারি না উদিত। জ্বালা· ·বড় জ্বালা! এ-যন্ত্রণাব হাত থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও উদিত।

উদিত : মিথ্যে তোমার মুক্তিকামনা শঙ্কর সিং!

শঙ্কর : বেইমান! তবে আমায় মেরে ফ্যাল্—আমি বাঁচতে চাই না।

উদিত : ব্যস্ত হ'য়ো না—আজই যা হবার হবে।

শঙ্কর : উদিত, তোব তো কোন ক্ষতি আমি করিনি—আমি তো তোকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে চেয়েছি। আমার ওপর কি তোর এতটুকু দয়া হয় না? আমায় শুধু ছেড়ে দে ভাই, ছেড়ে দে—

উদিত : আর তা হয় না। তোমার ধনঞ্জয়-সর্দার সব মাটি ক'রে দিয়েছে। এখন তোমার সিংহাসন ছাড়া না-ছাড়া সমান। ঝিন্দের গদীতে বসেছে এক বাঙ্গালী-কুত্তা! শয়তানের বাচ্চা ম'রেও মরে না। সে যদি মরত, তাহলে তোমার ফুরসৎ হ'য়ে যেত।

শঙ্কর : উদিত—

উদিত : যাক, আজকের কাজ যদি সফল হয় তখন তোমার কথা ভেবে দেখব। এখন ঘুমোও গে যাও।

শঙ্কর : ঘুম! ঘুম আমার আসে না।

উদিত : বেশ, তাহলে মদ খাও—

মদের বোতলটা শঙ্কর সিংয়ের মুখে চাপিয়া ধরিল।

খেয়ে ত্যাখো—অসীম শান্তি পাবে, সব যন্ত্রণা ভুলে যাবে।

শঙ্কর : আঃ! দাও উদিত. আমার হাতে দাও—।

(বোতল লইল)

বড় ভায়ের মুখে তুলে দিয়েছ সুধার পাত্র! ঝিন্দের ভাবী মহারাজ, তোমাকে জানাই আমার অভিনন্দন!

প্রস্থান করিল। ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।

প্রহ্লাদ : হুজুর, যাবার সময় হয়ে গেছে।

(স্বরূপদাস ছদ্মবেশে আসিল)

ময়ূর : এস স্বরূপদাস। বাঃ, একেবারে রাজার খাস-পার্শ্বচর রুদ্ররূপ! হাঃ হাঃ হাঃ—

দেয়ালে হাতের চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে গড়গড় শব্দে পিছনদিকের পাথর সরিয়া গুপ্তদ্বার বাহির হইল।

এবার ডিঙি ভাসাও—

স্বরূপদাস ও প্রহ্লাদ ডিঙি ভাসাইল, ময়ূরবাহন দড়ি ধরিল।

খুব সাবধানে উঠে ব'সো।

(স্বরূপদাস ডিঙিতে উঠিল)

প্রহ্লাদ, গুপ্তদ্বার খোলা থাক্। তুমি লণ্ঠন নিয়ে ব'সে থাক, নইলে ফেরবার সময় পথ খুঁজে পাব না।

উদিত : কিন্তু ফিরবে কখন?

ময়ূর : কিছু ঠিক নেই—কাজ হাসিল হ'লেই ফিরব। প্রহ্লাদ, হুঁসিয়ার থেকো।

প্রহ্লাদ : আজ্ঞে হ্যাঁ—

(লণ্ঠন তুলিয়া ধরিল)

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— !

একলাফে ডিঙিতে উঠিল, ডিঙি অদৃশ্য হইল।

উদিত : প্রহ্লাদ !

প্রহ্লাদ : হুজুর—

উদিত : ময়ূরবাহনের ফিরতে বোধহয় দেরি হবে। তুমি এখানেই থাক, আর ও যা ব'লে গেল মনে রেখো। আমি শঙ্কর সিংয়ের কক্ষে আছি, ময়ূরবাহন ফিরে এলে আমায় খবর দিও।

প্রস্থান করিল।...প্রহ্লাদ সন্তর্পণে গুপ্তদ্বারের কাছে আসিয়া লণ্ঠন তুলিয়া সঙ্কেত করিতে লাগিল। গৌরীশঙ্কর ও রুদ্ররূপ আসিল, প্রহ্লাদ গৌরীকে জল হইতে উঠাইল। গৌরীর কোমরে ছোরা।

গৌরী : রুদ্ররূপ, তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।

রুদ্র : আর আপনি— ?

গৌরী : আমি থাকব।

রুদ্র : সে কি মহারাজ !

গৌরী : হ্যাঁ, তুমি যাও— ধনঞ্জয়কে খবর দাও, সে যেন সমস্ত সৈন্য নিয়ে দুর্গের পুলের মুখে লুকিয়ে থাকে। কোন ভয় নেই, আমি যেমন ক'রে পারি দুর্গদ্বার খুলে দেব।

রুদ্র :

গৌরী : কোন কিন্তু নয়। এখন ময়ূরবাহন নেই, উদিত বোধহয় রাজাকে পাহারা দিচ্ছে—এই সুযোগ ! তুমি যাও—

রুদ্র : যো হুকুম—

[সরিয়া গেল

গৌরী : প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ : মহারাজ—

গৌরী : ময়ূরবাহন কোথায় গেল?

প্রহ্লাদ : রাণী কস্তুরীবাঈকে ধ'রে আনতে।

গৌরী : সে কি!

প্রহ্লাদ : হ্যাঁ মহারাজ। এরই ফাঁকে রাজাকে উদ্ধার করতে হবে।

গৌরী : না—ময়ূরবাহন ফিরে আসুক, সেই বর্বরের হাত থেকে আগে কস্তুরীবাঈকে বাঁচাতে হবে। তারপর—

প্রহ্লাদ : তারও যথেষ্ট সময় আছে মহারাজ। ভুলে যাবেন না, ওদিকে দুর্গের সামনে আপনার সৈন্যরা অপেক্ষা করবে। আমি সিংদরজার দিকে যাচ্ছি। দুজন শাস্ত্রী সেখানে পাহারায় আছে, তাদের ভুলিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে নেব; আপনি দরজা খুলে দেবেন।

গৌরী : তার আগে আমাকে শঙ্কর সিংয়ের কক্ষ দেখিয়ে দাও।

প্রহ্লাদ : এই সুড়ঙ্গ পথ ধ'রে আটদশ পা গেলেই একটা ছোট্ট সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই রাজার ঘর। কিন্তু সাবধান, সেখানে উদিত আছে। আমি যাই, দুর্গদ্বার খোলবার ব্যবস্থা করি।

(দাঁড়ের শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে)

গৌরী : ও কিসের শব্দ প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ : তাইতো···(অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, ওরা ফিরে আসছে। গুপ্তদ্বার বন্ধ ক'রে দেব?

গৌরী : না—ওদের আসতে দাও।

প্রহ্লাদ : কিন্তু আপনি···

গৌরী : আমি! আমার জন্যে ভেব না। আমি এই সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকব।

সুড়ঙ্গের ভিতরে লুকাইল। প্রহ্লাদ গুপ্তদ্বারের কাছে বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

ময়ূর : (নেপথ্যে) হাঃ হাঃ হাঃ! কই প্রহ্লাদ—

ডিঙি আসিল, ময়ূরবাহন দড়ি ছুঁড়িয়া দিল।

দড়িটা ধর—

(প্রহ্লাদ দড়ি ধরিল).

ব্যস্! রাণীজী, নেমে পড়ুন।

কস্তুরী ভয়ে ভয়ে ডিঙ্গি হইতে নামিল, তাহার হাত-মুখ ওড়না দিয়া বাঁধা।

আস্তে রাণীজী, চঞ্চল হবেন না। দুর্গের ভেতরেই মহারাজকে দেখতে পাবেন। কোন ভয় নেই, আমরা আপনার অনুগত ভৃত্য—হাঃ হাঃ হাঃ!

ডিঙি হইতে নামিয়া প্রহ্লাদের হাত হইতে দড়ি লইল।

স্বরূপদাস, দাঁড় দুটো আমার হাতে দিয়ে তুমি উঠে এস।

দাঁড় লইয়া দড়ি ছাড়িয়া দিল, ডিঙি ভাসিয়া গেল।

স্বরূপ : (নেপথ্যে) দড়ি ছাড়লেন কেন? স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছি হুজুর—সাঁতার জানি না!

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ!

স্বরূপ : (দূর হইতে) হুজুর···রক্ষে করুন···এখুনি প্রপাতের মুখে পড়ব···

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ! প্রথম সাক্ষী নিপাত! হাঃ হাঃ হাঃ—

ইতিমধ্যে গৌরী বাহির হইয়া কস্তুরীর বাঁধন খুলিতে খুলিতে প্রহ্লাদকে বলিল—

গৌরী : প্রহ্লাদ, তুমি যাও…দুর্গদ্বার খুলে দাও—

প্রহ্লাদ : আপনিও চ'লে আসুন।

[প্রস্থান

কস্তুরী : (বন্ধনমুক্ত হইয়া) মহারাজ!

ময়ূর : মহারাজ—? হাঃ! হাঃ! হাঃ! স্বয়ং মহারাজও দুর্গে উপস্থিত!

গৌরী : ময়ূরবাহন!

ময়ূর : হাঃ হাঃ হাঃ—বাংগালি নটুয়া! বাঘের গুহায় গলা বাড়িয়েছিস্—আজ কে তোকে রক্ষা করবে! হাঃ হাঃ হাঃ—

তরবারি খুলিয়া গৌরীকে আক্রমণ করিতে গেল, কিছুক্ষণ পরে গৌরী হঠাৎ ছোরাখানা ময়ূরের বক্ষ-পঞ্জরে বিদ্ধ করিয়া দূরে সরিয়া গেল। ময়ূরবাহন আর্তনাদ করিল, তাহার হাতের তরবারি মেঝেয় পড়িয়া গেল। সে অর্ধচক্রাকৃতি পাক খাইয়া ছোরাখানা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল, তারপর স্খলিতপদে গুপ্তদ্বারের কিনারা পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ কাৎ হইয়া জলে পড়িয়া গেল।

গৌরী : কস্তুরী—

কস্তুরী : রাজা!

(হাত দুইটি গৌরীর কণ্ঠলগ্ন হইল)

গৌরী : (মর্মছেঁড়া হাসি হাসিয়া) রাজা নয়, রাজা নয়। সবই তো

বলেছি কস্তুরী—আমি বিদেশী। এবার আমায় ছেড়ে দাও, কর্তব্য শেষ ক'রে চ'লে যাই।

গৌরীর কণ্ঠ হইতে কস্তুরীর হাত দুইটি ক্রমশ শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িল। কস্তুরী একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

কস্তুরী : চ'লে যাবে!

গৌরী : তাছাড়া আর তো পথ নেই কস্তুরী। তুমি ঝিন্দের বাগদত্তা রাণী—

কস্তুরী : বেশ যাও—আমারও কিন্তু আছে।

গৌরী : না না না, ও-কথা নয় কস্তুরী। আমি মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু তুমি—

কস্তুরী : আমি ঝিন্দের রাণী হবার জন্য বেঁচে থাকব! (ক্ষীণ হাসিয়া) তুমি যাও তোমার কর্তব্য করগে; আমার কর্তব্য আমি জানি!

গৌরী : কস্তুরী, ভালবাসার কাছে আমাদের প্রাণ তুচ্ছ সে আমি জানি। কিন্তু ইচ্ছে ক'রে তুমি মরবে কেন? যদি বেঁচে থাকি আমরা, দূর থেকে পরস্পরকে ভালবাসব। হলেই বা তুমি ঝিন্দের রাণী; তোমার ভালবাসা—সে তো চিরকাল আমারই থাকবে।

(প্রহ্লাদ আসিল)

প্রহ্লাদ : মহারাজ—

গৌরী : কী খবর প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ : (চারিদিকে দেখিয়া) উদিত সিংয়ের মিথ্যে আদেশ জানিয়ে শাস্ত্রী দুজনকে সরিয়ে দিয়েছি। আসুন, এবার সিংদরজা খুলে দিই। কিন্তু ময়ূরবাহন কোথায়?

গৌরী : কিস্তার জলে—

প্রহ্লাদ : পালিয়ে আসুন মহারাজ, এখুনি ওপরে উঠবে।

গৌরী : এ-জীবনে আব উঠবে না প্রহ্লাদ, তার বুকে আমি ছোরা বসিয়ে দিয়েছি। এ-তলোযার তারই। এবার আমাকে উদিতের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমার ওপর তার বড় রাগ!…এই তলোযার…এই তলোয়ার কি শত্রুমিত্র-নির্বিশেষে ঝিন্দের সমস্ত মানুষকে হত্যা করতে পারে না? উদিত…শঙ্কর সিং· ধনঞ্জয ··রুদ্ররূপ…প্রহ্লাদ…গৌরীশঙ্কর ·· কস্তুরী…

প্রহ্লাদ : মহারাজ—এ কী বলছেন আপনি!

গৌবী : ও…না না, তুমি যাও প্রহ্লাদ—যেমন ক'বে হোক দুর্গদ্বার খুলে দাও। আমি যাচ্ছি শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করতে।

প্রহ্লাদ চলিয়া গেল, তরবারি হাতে গৌরীও যাইতেছিল—

কস্তুরী : না না, আর তোমাকে বিপদের মুখে ছেড়ে দেব না। চল, এখান থেকে আমবা পালিয়ে যাই বাজা—

গৌরী : রাজা! রাজা আমি নই কস্তুরী। সঙ্গে এস, আমি তোমাকে রাজা দেখিয়ে আনি।

[কস্তুরীকে ধরিয়া প্রস্থান করিল

শঙ্কব : (নেপথ্যে) আঃ ··আমাকে মুক্তি দাও উদিত, মুক্তি দাও—

গৌরী কস্তুরীকে লইয়া দ্রুত ফিরিয়া আসিল।

গৌরী : স'রে এস কস্তুরী—ওরা এদিকে আসছে!

দুইজনে আড়ালে লুকাইল। শঙ্কর সিং মত্ত অবস্থায় ছুটিয়া আসিল, পিছনে চাবুক হাতে উদিত সিং।

উদিত : কোথায় পালাবে শঙ্কর সিং—কারাকক্ষেই তোমার জীবনের সমাধি !

চাবুক মারিল, শঙ্কর সিং পড়িয়া গেল।

শঙ্কর : আ—!

(আবার চাবুক…আবার আর্তনাদ)

উদিত : মুক্তি ! আর মুক্তি চাও ?

(শঙ্কর সিং ঘাড় নাড়িয়া জানাইল —'না')

কেন ! একটু আগেই তো বলছিলে, মুক্তি দাও—

গৌরীশঙ্কর বাহির হইয়া আসিল, পিছনে কস্তুরী।

গৌরী : হ্যাঁ, মুক্তি দাও…ওকে মুক্তি দাও…

উদিত : কে ! বাংগালি-কুত্তা—

তরবারি খুলিয়া আক্রমণ করিল, গৌরী প্রতি-আক্রমণ করিল ; একটু পরে দাঁতে দাঁত চাপিয়া গৌরী তলোয়ারখানা উদিতের বুকে বসাইয়া দিল।

আঃ… !

পড়িয়া গেল। শঙ্কর সিং একদৃষ্টে গৌরীকে দেখিতেছিল, গৌরী আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল, পরস্পর কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

গৌরী : শঙ্কর সিং ! বন্ধু ! আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। চেয়ে দ্যাখো, রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে। আমার ঝিন্দের খেলা ফুরিয়ে আসছে। তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে… বিদেশী আমি… তোমার কাছে চির-বিদায় নেব !

গুপ্তদ্বার-পথের ছায়াশ্রয় হইতে ময়ূরবাহন ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল, তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া জল ঝরিতেছে। সে বক্ষোবিদ্ধ ছোরাখানা অতিকষ্টে টানিয়া তুলিল, তারপর টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল।

কস্তুরী : (ময়ূরকে দেখিয়া) আ—!

গৌরী দ্রুত ফিরিয়া ময়ূরকে দেখিল, ময়ূর ছোরা ছুঁড়িয়া দিল, গৌরী দ্রুত সরিয়া আসিল, শঙ্কর সিং আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

শঙ্কর : ওঃ…

গৌরী : এ কি …এ কি করলি শয়তান!…শঙ্কর সিং! শঙ্কর সিং!

ময়ূরবাহনও লুটাইয়া পড়িল। রক্তাক্ত-কলেবরে প্রহ্লাদ প্রবেশ করিল।

প্রহ্লাদ : মহারাজ…মহারাজ…

গৌরী : এ কি প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ : মহারাজ, সিংদরজা খোলবার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় শাস্ত্রীরা ছুটে এসে আমায় অস্ত্রাঘাত করল। তবুও আমি চাকা ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী দুজন এইদিকে ছুটে এল, আমিও এলাম। মহারাজ, সাবধান…

(পড়িয়া গেল)

গৌরী : প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ : মহারাজ, জীবনে অনেক পাপ কাজ করেছি। এইবার… এইবার বুঝি তার প্রায়শ্চিত্ত…

(মৃত্যু)

গৌরী : প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! তুমি আমাদের জন্যে অনেক করেছ প্রহ্লাদ। তোমার সাহায্য না পেলে এই দুর্ভেদ্য দুর্গে আমি প্রবেশ করতে পারতাম না। নিজের জীবন দিয়ে তুমি বাঙালীর কলঙ্ক মোচন করলে।

গৌরী ও কস্তুরী চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিল। মুক্ত তরবারি

হস্তে ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপ দ্রুত প্রবেশ করিল। ধনঞ্জয় ক্ষিপ্র-দৃষ্টিতে সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া লইলেন।

ধন : একি! কে এ-কাজ করলে?

কস্তুরী ময়ূরবাহনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিল।

হুঁ! রুদ্ররূপ, এখানে আর কাউকে আসতে দিও না।

রুদ্ররূপ প্রস্থান করিল। ধনঞ্জয় অগ্রসর হইয়া শঙ্কর সিংয়ের বুক হইতে ছোরাখানা তুলিয়া লইলেন, তারপর হাত দিয়া মুছিলেন।

নিয়তির করাঙ্কচিহ্নিত ছোরা! দেড়শো বছর আগে কালীশঙ্করের বক্ষরক্তে রাঙা হবার জন্যে একদিন ঝিন্দ্ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আজ আবার ঝিন্দে ফিরে এসে সেই কালীশঙ্করের বংশধরের বক্ষরক্তে রঞ্জিত হ'ল!

গৌরীর কোমরবন্ধে ছোরা রাখিয়া দিয়া স্যালুট করিলেন।

জয় মহারাজ শঙ্কর সিংয়ের জয়।

(দূরে বিউগিল বাজিল)

গৌরী : শঙ্কর সিংয়ের জয়—!

ধন : আপনি শঙ্কর সিং। আপনাকে উদিত সিং বন্দী ক'রে রেখেছিল, আমরা উদ্ধার করেছি।

গৌরী : ও—হ্যাঁ, তাও তো বটে। আমি এখন শঙ্কর সিং।

কস্তুরী গৌরীর কাছে আসিল। ধনঞ্জয় পিছু হটিয়া দ্বারের কাছে মিলিটারী কায়দায় অসি উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইলেন। গৌরী কস্তুরীর হাত ধরিল, তারপর মৃতদেহগুলির দিকে একবার তাকাইল।

রাণী! তোমাকে পেলাম, কিন্তু রক্তনদীতে সাঁতার দিয়ে পেলাম।

কস্তুরী : (ভগ্নস্বরে) রাজা !

গৌরী : হ্যাঁ, রাজা···এখন আমি ঝিন্দের রাজা। শুধু রাজা · চিরজীবনের জন্যে বন্দী !

নেপথ্যে তূর্যধ্বনি। দুর্গের রন্ধ্র দিয়া প্রভাত-সূর্যের র
আসিয়া রাজা-রাণীর চোখে-মুখে পড়িল। ···

যবনিকা